ফাউস্ত

প্রথম ভাগ

যোহান ভোল্‌ফগাঙ্‌ গ্যোতে

গ্যোতে-রচিত মূল জার্মান ফাউস্ত থেকে

শ্রীকানাই লাল গাঙ্গুলী

কর্তৃক অনূদিত।

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯, ধর্মতলা : কলিকাতা-১৩

উৎসর্গ

আমার সহধর্মিণী

শ্রীমতী মীনা গাঙ্গুলী

ও

আমার চার কন্যা

গীতা, সুহিতা, নমিতা ও ঋতা,

এদের মূল্যবান সহযোগিতা পাওয়ায়

এই বই লেখা সম্ভব হ'ল।

তাই এদের হাতেই এটি সমর্পণ করলাম।

উপক্রমণিকা

গ্যোতের "ফাউস্ত্"

Johann Wolfgang von Goethe যোহান ভোল্ফ্গাঙ্ ফন্ গ্যোতে (খ্রীষ্টাব্দ ১৭৪৯—১৮৩২) একাধারে জরমান ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক ও কবি, এবং আধুনিক যুগে ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্বের অন্যতম প্রধান মনীষী ও চিন্তানেতা। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের সর্বপ্রধান কৃতিত্ব হইতেছে তাঁহার বিরাট্ দার্শনিক নাটক "ফাউস্ত্"। এই পুস্তককে তাঁহার সমগ্র জীবনের সাহিত্য ও দর্শন সাধনার প্রতীক বলা যায়। কুড়ি বৎসর বয়সে এই নাটক লিখিবার কাজে তিনি অবতীর্ণ হন, এবং ষাট বৎসর ধরিয়া তাঁহার হাতে ইহার রচনাকার্য্য এবং ইহার পরিবর্তন, সংশোধন, পরিবর্ধন ও সংযোজন চলে। আধুনিক যুগের একটি শ্রেষ্ঠ সুসভ্য চিন্তাশীল জাতির মনন ও বিচার, আশা ও আকাঙ্ক্ষা এবং সত্যদর্শন ও আদর্শ হইতে উদ্ভূত এই নাটক, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া সর্ববাদিসম্মতি-ক্রমে স্বীকৃত হইয়াছে। সামগ্রিক-ভাবে গ্যোতের রচনাবলী, পৃথিবীর দশটি মুখ্য রচনা-সম্পুট বা বাঙ্ময়-ভাণ্ডারের মধ্যে একটি বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। আমার মনে হয়, এই কয়খানি মহাগ্রন্থ বা গ্রন্থাবলীকে আমরা বিগত তিন হাজার বৎসর ধরিয়া মানবের সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশের প্রধান ক্ষেত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি; এগুলি নিজ-নিজ দেশ, কাল ও জাতির ঊর্ধ্বে উঠিয়া, বিশ্বমানবের পক্ষে চিরন্তন রসের উৎস হইয়া রহিয়াছে—সর্ব দেশের ও সর্ব জাতির মানুষের মধ্যে উচ্চতম আদর্শ, গভীরতম অনুভূতি এবং সর্বগ্রাহী সত্যদর্শনের যে আগ্রহ দেখা যায়, এই-সমস্ত বাঙ্ময়-সম্পুটে তাহার প্রতিফলন, পরিপোষণ এবং আবেদন দেখা যায়

বলিয়া, এই সাহিত্য-সর্জনা বিশ্বসাহিত্যের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে, এবং মানবের মনের রসায়ন ও উচ্চ অনুভূতির সহায়ক-রূপে বিদ্যমান আছে। এগুলি হইতেছে এই :—

১। ভারতবর্ষের প্রাচীন জাতীয় চিত্র ও গণ-আদর্শ, সংস্কৃত পুরাণ-কাব্য মহাভারত।

২। ভারতবর্ষের প্রাচীন ব্যক্তিগত, গার্হস্থ্য ও সামাজিক আদর্শের প্রকাশভূমি রামায়ণ মহাকাব্য।

৩। প্রাচীন গ্রীসের জীবনের ও আদর্শের প্রতীক, একাধারে ইলিয়াদ ও ওদিসি মহাকাব্যদ্বয়, ও তৎসঙ্গে প্রাচীন গ্রীসের জীবনবেদ-স্বরূপ তিনজন ট্রাজেডি-রচনাকারী মহাকবি আয়্স্খুলস্, সোফোক্লেস ও এউরিপিদেসের নাটকাবলী।

৪। প্রাচীন য়িহূদী জাতির পুরাণ-কথা ও ধর্মশাস্ত্র Thorah থোরাহ্ ও অন্য গ্রন্থ—সাকল্যে বা মিলিত-ভাবে Hebrew Bible হিব্রু ভাষায় লিখিত বাইবেল।

৫। মধ্য-যুগের ইউরোপের জীবনের—সভ্যতার, সংস্কৃতির, ধর্মের ও আদর্শের এবং রমন্যাসের ও রসানুভূতির প্রকাশ-ক্ষেত্র, পুরাতন ওয়েল্শ্, লাতীন, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষায় রচিত বীর রাজা Arthur আর্থরের ও তাঁহার সঙ্গীদের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে গদ্যপদ্যময় সমগ্র সাহিত্য। আট শত বৎসর ধরিয়া ব্রিটেনের রাজা আর্থরকে কেন্দ্র করিয়া এই উপাখ্যানগুলি রচিত, মধ্য-যুগের পশ্চিম-ইউরোপের খ্রীষ্টান সভ্যতা ও আদর্শের মাধ্যমে যে রোমান্স ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহা এখনও মানুষের মনে কার্য্যকর। ইহার অন্তর্নিহিত খ্রীষ্টান রহস্যবাদও অপূর্ব বস্তু।

৬। ইস্লামী আরব জগতের সভ্যতার পরিচায়ক, রম্য-রচনার ভাণ্ডার, উপাখ্যান-সংগ্রহ পুস্তক "আরব্য রজনী" ("অল্ফ্ লয়্লহ্ ওঅ লয়্লহ"—অর্থাৎ "সহস্র রজনী ও একটি রজনী")॥

৭। ইউরোপের রেনেসাঁস বা পুনর্জাগৃতির যুগের শ্রেষ্ঠ কবি, ইংরেজ নাট্যকার William Shakspere উইলিয়ম শেক্‌স্পিয়রের নাটকাবলী।

৮। Goethe গ্যোতের গদ্য-পদ্যময় রচনাবলী।

৯। রুষ লেখক ও দার্শনিক Lyev (Leo) Tolstoy ল্যেভ (লেও) তল্‌স্তয়ের উপন্যাস ও অন্য গ্রন্থাবলী।

১০। আধুনিক ভারতবর্ষের কবি, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ও শিল্পী এবং মানব-প্রেমী ও রহস্য-বাদী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী।

এই দশ দফা বাঙ্ময়-সম্পুটের প্রত্যেকটির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মূল্য আছে। এগুলির মধ্যে কতকগুলির বক্তব্য অতি সরল, সহজবোধ্য, সর্বজন-গ্রাহ্য, ও আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই নিকট আনন্দদায়ক। কতকগুলির অন্তর্নিহিত রমন্যাস ও ভাবুকতা সকলকেই আকৃষ্ট করে, মুগ্ধ করে। কতকগুলি আবার প্রত্যেক সহৃদয় পাঠক বা শ্রোতার নিকট নিজ বিশিষ্ট বাণী প্রকাশ করে—গভীর চিন্তার দিকে, অন্তর্মুখিতার দিকে, আধ্যাত্মিক অনুভূতির দিকে তাহাকে টানিয়া আনে। যেমন, আরব্য-রজনী নিছক রম্য-রচনা, ইহাতে গভীরতর আকর্ষণ বিশেষ কিছু নাই; তথাপি ইহা আমাদের কল্পনাবৃত্তিকে জাগরিত করে বলিয়াই এই গ্রন্থকে পৃথিবীর তাবৎ দেশের লোকে ছাড়িতে পারে নাই। য়িহূদী বাইবেল গ্রন্থে উপাখ্যানের বৈচিত্র্য আছে, উপরন্তু ধার্মিক উপদেশ, আধ্যাত্মিক সাধনার কথাও প্রচুর আছে। রামায়ণের উপাখ্যান এবং ইহার আদর্শ ভারতবর্ষের তথা সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ও ইন্দোনেসিয়ার জনগণকে আকুল করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু মহাভারতের আবেদন আরও বিরাট্‌, আরও ব্যাপক, আরও গভীর—ইহা একদিকে যেমন জীবনের সব অঙ্গ লইয়া, তেমনি আর একদিকে শাশ্বত সত্যের, ধর্মের বা ঋতের সাধনার ও মানুষের সব প্রশ্নের সার্থক সমাধানের জন্য চেষ্টিত, ও তদ্বিষয়ে কৃতকৃত্য। হোমরের মহাকাব্যদ্বয় ও গ্রীক ট্রাজিক নাটকাবলী, শেক্‌স্পিয়রের

নাটকাবলী ও তল্‌স্তয়ের উপন্যাসাবলী, মানুষের জীবন এবং মানুষের মনের সব গোপন কথা যেন খুঁটিয়া প্রকাশ করিয়া দিয়াছে—গ্রীক মহাকাব্য দুইটিতে উপরন্তু উদার ছন্দে মানুষের জীবনের মহান্‌ কৃতিত্বগুলিকে অবিনশ্বর করিয়া দিয়াছে; এবং এউরিপিদেস্‌ ও শেক্‌স্পিয়র, ইঁহারা জীবন যেমন দেখিয়াছেন তেমনি আঁকিয়াছেন, অধিকন্তু জীবনের অর্থ, ইহার আভ্যন্তর শাশ্বত বস্তু লইয়াও সার্থক চিন্তা করিয়াছেন। আর রবীন্দ্রনাথের কথা কি বলিব—সমগ্র জীবন ইঁহার চোখে যেমন ধরা দিয়াছে, তেমনি অদৃষ্ট শাশ্বত সত্তার অনুভূতি, উপলব্ধি বা দর্শনও তাঁহার ঘটিয়াছে, তাহার জ্যোতিও আমরা তাঁহার লেখায় পাইতেছি—এই জন্যই তিনি এত বড়। যেখানে কবি বা ঋষি সোজাসুজি তাঁহার বক্তব্য জানাইয়াছেন, সেখানে প্রথম পাঠেই বা প্রথম শ্রবণেই তাঁহার কথা আমাদের প্রাণ স্পর্শ করিয়া থাকে। আবার যেখানে তাঁহার কথা রূপকের অলঙ্কারে মণ্ডিত করিয়া তিনি আমাদের গোচরে আনিয়াছেন, সেখানে তাঁহার বলিবার ভঙ্গীতে একটা অদ্ভুত কিছুর সম্বন্ধে আমরা সচেতন হইলেও, উপর-উপর তাহার দ্বারা মুগ্ধ হইলেও, হয়তো তাহার পূর্ণ আশয় আমরা সহজে ধরিতে পারি না। এজন্য আমাদের নিজেদের বোধশক্তি, কল্পনাশক্তি ও বিচারশক্তি হয়তো যথেষ্ট নহে, জ্ঞানী ব্যাখ্যাতা বা তত্ত্বজ্ঞ টীকাকারের সহায়তা এ ক্ষেত্রে অপেক্ষিত থাকে। কিন্তু রূপকের স্বর্ণজাল ভেদ করিয়া যখন আমরা অন্তর্নিহিত ভাবসমূহের উপলব্ধি করিতে পারি, তখন আমরা নির্মল আনন্দের অধিকারী হই, স্বাভাবিক ও সহজ উপলব্ধির উপর যেন পূর্ণতর, আরও একটু অন্য প্রকারের আধিমানসিক চিত্তপ্রসাদও অনুভব করিয়া থাকি।

গ্যোতের রচনাবলীতে সাধারণতঃ অস্পষ্টতা কিছু নাই—তাঁহার উপন্যাস ও নিবন্ধ এবং তাঁহার অন্য নাটক ও কবিতা, পাঠ-মাত্রেই কানের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া শ্রোতা বা পাঠকের প্রাণকে আকুল করে।

কিন্তু তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রসরচনা "ফাউস্ত্" নাটকের সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না, বিশেষতঃ "ফাউস্ত্"-এর দ্বিতীয় খণ্ড সম্বন্ধে। প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, "ফাউস্ত্" নাটকখানি একটি-মাত্র প্রধান ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া রচিত, সাধারণ ও প্রচলিত পদ্ধতির নাটক নহে—যদিও "ফাউস্ত্"-এর প্রথম খণ্ডে সেইরূপ একটি ঘটনার নাটকীয় প্রযোজনা করা হইয়াছে বটে। "ফাউস্ত্" হইতেছে নাট্যকারের একটি রূপকাশ্রিত দার্শনিক মহাকাব্য। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, দর্শনে, যাহার চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ উন্মেষ হইয়াছে, অথচ জীবনের পুরুষার্থ অথবা উদ্দেশ্য কি, তাহা যে খুঁজিয়া পাইতেছে না, এমন sophisticated বা পণ্ডিতম্মন্য, divine discontent অর্থাৎ অতৃপ্ত দিব্য আকাঙ্ক্ষার দ্বারা অভিভূত, অস্বস্থ-প্রকৃতিক একজন আধুনিক মানবের, জীবনের সার সত্য উপলব্ধির উদ্দেশ্যে প্রয়াসের কথা এই কাব্যময় নাটকে রূপায়িত হইয়াছে। এইরূপ মানবের প্রতীক-রূপে গ্যোতে ইউরোপের মধ্য-যুগের কিমিয়া-বিদ্যা বা ফলিত রসায়ন বিদ্যায় প্রবীণ অথচ মানুষ-ঠকানো এক পণ্ডিতকে গ্রহণ করেন। ঐ ব্যক্তি জর্‌মানিতে খ্রীষ্টীয় ষোলোর শতকের প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল Doctor Faustus ডক্টর অর্থাৎ পণ্ডিত ফাউস্তস্ বা ফাউস্ত্। কতকগুলি অলৌকিক শক্তি দেখাইয়া, তিনি লোকেদের চমৎকৃত করেন; এবং জন-সাধারণের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস দাঁড়ায় যে, এই-সব শক্তি বা "সিদ্ধাই" তিনি প্রাপ্ত হন ঈশ্বরদ্রোহী পাপ-পুরুষ শয়তানের নিকট হইতে। শয়তান নরকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাহার বিদ্রোহ-হেতু ঈশ্বর অনন্ত কালের জন্য তাহার নরকবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শয়তানের অন্যতম কার্য্য, সরল নিরীহ মানুষকে পাপপথে প্রলোভিত করিয়া, তাহাদেরও নরকে টানিয়া আনা। ঐতিহাসিক ফাউস্ত্ সম্বন্ধে লোকের এই ধারণা দাঁড়ায় যে, শয়তানের কাছে নিজের আত্মাকে বিক্রয় করিয়া ফাউস্ত্ নানা অলৌকিক বিভূতির অধিকারী হন। সারা

জীবন ধরিয়া নানা কুকার্য্যে ও ব্যসনে নিযুক্ত থাকিয়া ফাউস্ত্ শোচনীয় ভাবে নিহত হন ; তাহাতে শয়তানের নিকট তাঁহার আত্মদানের কাহিনী জনসমাজে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। গ্যোতে এই ফাউস্তের চরিত্রের আধারে তাঁহার জ্ঞানী অথচ অস্বস্তিপূর্ণ, সত্যানুসন্ধানী অথচ সংশয়াকুল আধুনিক-মানব নায়কের কল্পনা করেন, এবং ফাউস্তের নামেই তাঁহার নাটকের নামকরণ করেন। ফাউস্তের মূল চরিত্র—পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে পাপপুরুষ শয়তানের কাছে নিজের আত্মার বলিদান ও তদনুসারে অনন্তকাল নরকে অবস্থানকে বরণ করা—ইহা অবলম্বন করিয়া ষোড়শ শতকের ইংলাণ্ডের বিখ্যাত নাট্যকার, শেক্স্পিয়রের সমসাময়িক অথচ তাঁহার চেয়ে কিছু প্রবীণ Christopher Marlowe ক্রিস্টোফর মার্লো, ১৫৮৯ সালে Doctor Faustus "ডক্টর ফস্‌টস্‌" নামে এক বিয়োগান্ত নাটক (ট্রাজেডি) রচনা করেন। এই নাটক ইংলাণ্ডে খুবই জনপ্রিয় হয়, ও জর্‌মানিতেও ইহার প্রচার হয়; এবং তাহার ফলে জর্‌মানিতে ফাউস্ত্-সংক্রান্ত কাহিনী আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। গ্যোতে এইভাবে একটি পুরাতন লোক-প্রচলিত উপাখ্যানকে গ্রহণ করিয়া, তাহার আধারে নিজের এই অপূর্ব চরিত্র "ফাউস্ত্"-এর সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং ফাউস্তকে অবলম্বন করিয়া একদিকে সমগ্র ইউরোপ-খণ্ডের মানব-মনের প্রগতি, ও সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষিত অথচ আশাহত, উদ্যমশীল অথচ পথভ্রান্ত আধুনিক মানবের অবদান বা বিশিষ্ট চরিত্রও আঁকিয়া গিয়াছেন।

ফাউস্ত্-চরিত্র সরল নহে, বিশেষ জটিল। থিওসফিস্ট্ মতাবলম্বী, পুনর্জ্জন্ম-বাদে একান্ত বিশ্বাসী ফাউস্ত্-ব্যাখ্যাতা, দক্ষিণ-ভারতের পণ্ডিত স্বর্গীয় জিনরাজদাস, ফাউস্ত্-চরিত্রের সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন যে, ফাউস্তের ব্যক্তিত্ব যাহা গ্যোতে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা কেবল একটি জীবনের মধ্যে সংঘটিত, একজন মাত্র মানবের কাহিনী নহে—বরঞ্চ ফাউস্তের জটিল ব্যক্তিত্বের পিছনে আছে, বহু জন্মে সংঘটিত একই ব্যক্তির বা

মানবাত্মার বৈচিত্র্যময় নরলীলা। গ্যোতে ভারতীয় দর্শনের কর্মবাদ, সংসারবাদ ও পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধে তখনকার যুগে (যখন ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার সহিত ইউরোপের পরিচয়ের সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র) কতটা সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না। তবে মনে হয়, এই পুনর্জন্মবাদের অবতারণা এ ক্ষেত্রে অবান্তর ও অবাস্তব। এক-ই ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রকাশ, এক-ই জীবনে দেখা যায়। তবে গ্যোতে বোধ হয় জন্ম হইতে মৃত্যু দ্বারা সীমিত একটি-মাত্র মানবের জীবনকে ধরিয়াই যে তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ "জীবন-বেদ" প্রণয়ন ও প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা বলা চলে। তাঁহার নাটকের দুই খণ্ডে যেন তিনি ইউরোপের মানুষের, বিশেষ করিয়া শিক্ষিত অথচ অস্বস্থ মানুষের, মনের ছবি আঁকিয়া দিয়া গিয়াছেন; এবং এই ছবির পিছনে তাহার পৃষ্ঠভূমিকা-স্বরূপ বর্তমান রহিয়াছে—বিশেষতঃ নাটকের জটিলতাপূর্ণ দ্বিতীয় খণ্ডে—প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরিয়া ইউরোপের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস। গ্যোতের "ফাউস্ত"-এর রস পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে হইলে, সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা কুলাইবে না—এ বিষয়ে পরিষ্কৃত, মার্জিত বুদ্ধি, ও সেই সঙ্গে গত দুই তিন হাজার বৎসরের ইউরোপীয় Humanities বা মানবিকী বিদ্যার ও Science বা ভৌতিক বিজ্ঞানের সহিত পরিচয়; এই উভয়ের সমাবেশ অপেক্ষিত—সাহিত্য, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, জড়বিজ্ঞান, এই-সমস্তের প্রধান-প্রধান তথ্য ও তত্ত্ব "ফাউস্ত্" নাটকের মুখ্য আধার। কিন্তু তাহা বলিয়া "ফাউস্ত্" নাটকে সাধারণ মানুষের কাছে সহজ-বোধ্য রস-বস্তুর অভাব নাই—বিশেষতঃ এই নাটকের প্রথম খণ্ডে, যেটি ডাক্তার শ্রীযুক্ত কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কবিতাময় অনুবাদে সমগ্র-ভাবে বাঙ্গালী পাঠকের সমক্ষে এই প্রথম-বার উপস্থাপিত করা হইতেছে।

গ্যোতের পাণ্ডিত্য ও রসানুভূতি ছিল সর্বঙ্কর। তিনি কালিদাসের

শকুন্তলা-নাটকের স্যর উইলিয়াম জোন্স-কৃত অনুবাদ পড়িয়া মুগ্ধ হন, এই বিষয়ে তাঁহার অনবদ্য শকুন্তলা-প্রশস্তি সাক্ষ্যদান করিতেছে। সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনার অনুকরণ তিনি "ফাউস্ত্"-এর প্রারম্ভেই করেন—নাটকের উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ লইয়া কবি, নট, ও প্রযোজকের মধ্যে একটি নাতিক্ষুদ্র আলোচনা বা বিচার সন্নিবেশিত করেন; ইহার পরে, সংস্কৃত নাটকের মত, গ্যোতে আখ্যানক বা বিষয়বস্তুর অবতারণা করিয়াছেন। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, উচ্চ-মানসিক-আদর্শযুক্ত মহাপণ্ডিত, বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ ফাউস্ত্, জীবনের সার সত্য সম্বন্ধে অতৃপ্ত জ্ঞান-পিপাসা লইয়া মানসিক অস্বস্তি ও অশান্তিতে আছেন। কিন্তু সত্য-সম্বন্ধে ফাউস্তের আগ্রহ, তাঁহার মানসিক ভাবশুদ্ধি, ঈশ্বরের কাছে অবিদিত নহে। ইতিমধ্যে স্বর্গে ঈশ্বরের দরবারে দেবদূতদের আবেষ্টনের মধ্যে Mephistopheles মেফিস্তোফেলেস্ বা শয়তানের আবির্ভাব। শয়তানের সম্বন্ধে খ্রীষ্টান ধর্মের মধ্যেও নানা ধারণা আছে। কোনও ধারণা অনুসারে, শয়তান একাধারে সর্ববিধ পাপ ও কলুষ ও বীভৎসতার প্রতীক; কোনও মতে, শয়তান শাপভ্রষ্ট দেবদূত বলিয়া তাহার মধ্যে কিছুটা উচ্চভাবের অবশেষ বিদ্যমান ছিল; আবার অন্য মতে, শয়তান ছিল পুণ্যের অপর পিঠ, এবং ঈশ্বরের কোনও অজ্ঞাত উদ্দেশ্যের সহায়ক। আমেরিকার কবি H. W. Longfellow লঙ্‌ফেলো এই মত গ্রহণ করিয়া তাঁহার The Golden Legend নামক কাব্যময় নাটকের শেষকথা রূপে বলিযাছেন—

It is Lucifer,
The Son of Mystery;
And since God suffers him to be,
It is for some good
By us not understood.

গ্যোতে কিন্তু শয়তানকে সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে ঢালিয়াছেন—তাঁহার শয়তান বিচারশীল, কূটনীতিজ্ঞ, শ্লেষপূর্ণ আধুনিক মানব, যে মানবের কাছে ঈশ্বর ও তাঁহার বিধি-নিষেধ ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের বস্তু। ঈশ্বরের তথাকথিত সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ বহুস্থলে যে পশুরও অধম হইয়া পড়িয়াছে, ইহার জন্য শয়তান ঈশ্বরের প্রতি উপহাস প্রকাশ করিতে সাহস করে। ঈশ্বরের নিকট ফাউস্তের কথা শয়তান শুনিল—জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি; কিন্তু শয়তান জানিত যে ফাউস্তের মনে আছে অতৃপ্তি ও অসম্পূর্ণতা—তাহাই অবলম্বন করিয়া শয়তান ফাউস্তের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পতন ঘটাইতে পারে। তাহার হাতে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষেরও রক্ষা নাই।

তাহার পরে নাটকের সূত্রপাত। জীবনে আশা ও আনন্দের কিছু না পাইয়া, বৃদ্ধ ফাউস্তের আত্মহত্যার চেষ্টা, পরে আত্মহনন হইতে বিরতি, আনন্দোৎসবে উৎফুল্ল নাগরিকদের সঙ্গে মিলন; শেষে ফাউস্তের কক্ষে মেফিস্তোফেলেসের (শয়তানের) আগমন, এবং জীবনে চরম আনন্দের বিনিময়ে—সে আনন্দ হয় তো এতই ক্ষণস্থায়ী যে তাহার সম্বন্ধে চিরকাল ধরিয়া আবেগময় অনুযোগ বা ক্রন্দন উঠিবে—Verweile doch! Du bist so schoen! "একটু দাঁড়াও, তুমি কি সুন্দর!"—এই রকম আনন্দের অনুভূতির বিনিময়ে, ফাউস্ত্ নিজেকে মেফিস্তোফেলেসের দাস-রূপে বিকাইয়া দিতে রাজী হইলেন—মৃত্যুর পরে যথাকালে তাঁহার হইবে শয়তানের সঙ্গে অনন্ত নরকবাস। শয়তানের যাদুর প্রভাবে বৃদ্ধ ফাউস্ত্ নবযৌবন পাইলেন। ইহার পরে, রূপকচ্ছলে প্রদর্শিত কতকগুলি ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে, ফাউস্তের সঙ্গে নাটকের নায়িকা সুন্দরী কুমারী মার্গারেতের সাক্ষাৎ ঘটিল। নবতরুণ ফাউস্ত্ ও মার্গারেত পরস্পর প্রেমে পড়িল। বলা বাহুল্য, এ-সবের পিছনে আছে মেফিস্তোফেলেস্। দুইজনের অবাধ মিলনের পরিণতি হইল

ট্রাজেডিতে—মার্গারেতের ভ্রাতা ফাউস্ত্‌কে সন্দেহ করিল, ইহার ফলে শয়তান-সহচর ফাউস্তের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে মার্গারেতের ভ্রাতার মৃত্যু হইল।

ফাউস্ত্‌ মার্গারেতের সহিত প্রেমে পড়িয়া, ইতিপূর্বে স্বীয় জীবনে এক আনন্দময় অনাস্বাদিত যে ভাবরাজ্যের স্বর্গে বিচরণ করিতেছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার পতন ঘটিল। যে প্রেম এবং কাম উভয়কেই ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, ফাউস্ত তাহা ভুলিয়া গেলেন। আবার শুদ্ধ প্রেমানুভূতির স্থলে শুষ্ক জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি আসিয়া তাঁহার চিত্তকে অভিভূত করিল। মেফিস্তোফেলেস্‌ এই প্রবৃত্তির পরিপূর্তির জন্য ইন্ধন যোগাইল, অরণ্যানী-পরিবৃত পর্বতাঞ্চলে ফাউস্ত্‌কে লইয়া গেল, ডাকিনী ও নানাপ্রকার প্রেতযোনির মেলা দেখাইতে। ইতিমধ্যে কয়েকমাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ফাউস্তের সহিত অবাধ অবৈধ মিলনের ফলে মার্গারেতের একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে, এবং দুঃখে ক্ষোভে নৈরাশ্যে পড়িয়া উন্মত্ত-প্রায় মার্গারেত সন্তানটিকে জলমগ্ন করিয়া হত্যা করে; এবং এই মর্মন্তুদ অপরাধের শেষ বিচারের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া, মার্গারেত প্রাণদণ্ডের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে।

এই সংবাদ পাইয়া মেফিস্তোফেলেসের সাহায্যে মার্গারেতকে উদ্ধার করিবার জন্য ফাউস্ত্‌ যাদুবলে কারাগারে প্রবেশ করেন। প্রিয়তমকে পুনরায় কাছে পাইয়া মার্গারেতের সংবিৎ ফিরিয়া আসে, এবং ফাউস্তের সঙ্গে পলায়ন করিতেও রাজী হয়। সাধ্বী মার্গারেতের নারীচেতনা কিন্তু বরাবরই পাপ-পুরুষ মেফিস্তোফেলেস্‌কে ভয় করিত, সন্দেহ করিত। কারাগারে মেফিস্তোফেলেসকে দেখিয়া মার্গারেতের সংবিৎ আবার লুপ্ত হইল—সে যাইতে চাহিল না। এদিকে তখন ভোর হয়-হয়, দিনের আলোয় শয়তানের যাদুর প্রভাব থাকে না, সুতরাং মার্গারেতকে তাহার মৃত্যুদণ্ডের কবলে ফেলিয়া, মেফিস্তোফেলেসের সঙ্গে ফাউস্ত্‌ কারাগার হইতে অদৃশ্য হইতে বাধ্য হইলেন। নাটকের প্রথম খণ্ড এই হৃদয়বিদারক

বিয়োগান্ত দৃশ্যে শেষ হইল—নাটকের এই খণ্ডের শেষ কথা, মার্গারেতের কণ্ঠস্বরে আকুল আবেগে তাহার অন্তর্হিত প্রণয়ীকে নাম ধরিয়া আহ্বান—"হাইন্‌রিশ্‌! হাইন্‌রিশ্‌!"

এই ভাবে ফাউস্তের নৈতিক পতনের কথা লইয়া নাটকের প্রথম খণ্ড। ফাউস্ত প্রণয়ের স্বাদ পাইলেন; কিন্তু সেই চরম সৌন্দর্য্যের বা আনন্দের অনুভূতি বা উপলব্ধি তাঁহার হইল না, যাহার বিনিময়ে তিনি নিজ আত্মাকে নরকস্থ করিতেও প্রস্তুত ছিলেন, যে অনুভূতির আনন্দের মুহূর্তকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলিতে চাহিয়াছিলেন, "একটু দাঁড়াও, তুমি কি সুন্দর!" নাটকের বৃহত্তর ও মহত্তর দ্বিতীয় খণ্ডে গ্যোতে ফাউস্ত্‌-চরিত্রের আরও জটিল বিকাশ দেখাইয়াছেন, তাহার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। জর্‌মানিতে ও জর্‌মানির বাহিরে বহু সাহিত্যিক ও দার্শনিক পণ্ডিত "ফাউস্ত্‌"-এর দ্বিতীয় খণ্ডের টীকা রচনা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ইহার আদর্শ ও ঘটনাবলী পরিস্ফুট করিয়া দিবার প্রয়াস করিয়াছেন। আমার নিজের অভিজ্ঞতা, এইরূপ দুইএকটি টীকা না থাকিলে, "ফাউস্ত্‌" দ্বিতীয় খণ্ডের অর্থ-গ্রহণ করা অতি কঠিন ব্যাপার, সাধারণ পাঠকের পক্ষে অসম্ভব বলাও চলে। দ্বিতীয় খণ্ডে ফাউস্তের আদর্শ—সৌন্দর্য্যের-প্রতীক প্রাচীন গ্রীকজগতের সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা হেলেনের সঙ্গে মিলনের কথা আছে, আরও বহু-বহু বিষয়ের অবতারণা রূপকচ্ছলে আছে। ফাউস্তের শেষ পরিণতি—তিনি কর্মদ্বারা মানুষের মধ্যে শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধির স্থাপনা করিলেন, বহু মানবের বসবাসের জন্য সমুদ্র হইতে ভূমি উদ্ধার করিলেন; কিন্তু দুশ্চিন্তা ও অতৃপ্তি তাঁহার গেল না—দুশ্চিন্তার প্রভাবে অতি বৃদ্ধ অবস্থায় তিনি দৃষ্টিশক্তি হারাইলেন। কিন্তু ফাউস্তের সম্পূর্ণ আত্মতৃপ্তি—পরম আনন্দের ক্ষণিক অনুভূতি তখনই তাঁহার আসিল, যখনই তিনি বুঝিলেন যে পরের জন্য তাঁহার শ্রম ও চেষ্টা সার্থক হইয়াছে। এই ভাবে পরার্থে নিজেকে হারাইয়াই ফাউস্ত্‌ নিজের

আত্মাকে ফিরিয়া পাইলেন। পাপ-পুরুষ মেফিস্তোফেলেসের প্রভাব ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। ফাউস্তের এই আধ্যাত্মিক নবজন্মের পরে, তাঁহার স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অধিকার হইল পাপমুক্ত মার্গারেতের প্রার্থনার ফলে। "ফাউস্ত্" নাটকের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ দুই ছত্র—

Das Ewige-Weibliche

Zieht uns hinan—

"The Ever-Womanly"

Draws us on high—"

"শাশ্বত নারী-মূর্তিই আমাদের ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়।" এই নারীমূর্তি বা রমণী-প্রকৃতিই হইতেছে, রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি অনুসারে, মানুষের "জীবন-দেবতা",—ঋগ্বেদের পুরূরবার উর্বশী, যে উর্বশীর সম্বন্ধে বিরহী পুরূরবার শেষ প্রার্থনা—"উপ ত্বা রাতিঃ সুকৃতস্য তিষ্ঠাৎ; নি বর্তস্ব, হৃদয়ং তপ্যতে মে"—আমার সুকৃত বা সচ্চেষ্টার ফল তোমাতেই পহুঁছাক্; ফিরিয়া আইস, আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যে পরব্রহ্মের সঙ্গে মানবাত্মার সাযুজ্য সম্বন্ধে "প্রিয়া স্ত্রী"র সহিত আলিঙ্গনের উপমা দেওয়া হইয়াছে, গ্যোতের Ewige-Weibliche এবং রমণী-রূপে কল্পিত রবীন্দ্রনাথের "জীবন-দেবতা" সেই উপমারই যেন পূর্ণতর বিকাশ বা অভিব্যক্তি। এবং ইসলামী সূফী মতবাদে, পরমেশ্বর বা শাশ্বত সত্তা যে বিকশিত বিশ্ব-বাসনা-স্বরূপ মানব-আত্মার প্রেমিকার (মা'শূকা) এক রহস্যময়ী রমণী-রূপে কল্পিত হইয়াছেন, যাঁহার পদে মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গিয়া তপস্যার ফল অর্পণ করে, তাহাও চিন্তনীয়।

এই বিরাট্ কল্পনার নাটক-রূপী মহাকাব্য গ্যোতের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। নানা ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছে। মূল গ্রন্থের সৌন্দর্য্য অতি সূক্ষ্ম ধরণের, তাহার ভাষার ঝঙ্কার অন্য ভাষায় আনা কঠিন বা অসম্ভব হইয়া

পড়ে। ভাবধারাও সরল নহে। আর তাহার পিছনে আছে প্রবীণ ও প্রৌঢ় ইউরোপের সংস্কৃতির আবেষ্টনী।

প্রিয়বর শ্রীযুক্ত কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায় এই মহান্ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের বাঙ্গালা অনুবাদ সম্পূর্ণ করিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতেছেন। তিনি বহুদিন ধরিয়া জর্‌মানিতে বাস করিয়াছেন, জর্‌মান ভাষার সঙ্গে তাঁহার অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে। তদ্ভিন্ন মাতৃভাষা বাঙ্গালাতেও তিনি লেখক এবং কবি। দুই ভাষার প্রকৃতি বুঝিয়া, অত্যন্ত ধৈর্য্য ও যত্নের সহিত তাঁহার অনুবাদ তিনি করিয়াছেন। মাঝে-মাঝে মূল জর্‌মানের সঙ্গে বাঙ্গালা অনুবাদ তিনি পাঠ করিয়া, জর্‌মান পণ্ডিতদের শুনাইয়াছেন—মূলের ছন্দোগতি ও ঝঙ্কার কিছুটা অন্ততঃ তাঁহারা বাঙ্গালা অনুবাদে পান কি না; এবং এ বিষয়ে তাঁহারা এই অনুবাদের সাফল্য স্বীকার করিয়াছেন। বাঙ্গালী পাঠকও অনুবাদ পড়িয়া ইহার মধ্যস্থিত রস-বস্তু গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন—এবং যদি মূল কাব্য বা রচনার অন্তর্নিহিত ভাবধারা অনুবাদের মাধ্যমে কিছুটাও ধরিতে পারা যায়, তাহা হইলে বলিতে হয়, অনুবাদ সার্থক হইয়াছে। আমার নিজের কাছে এই অনুবাদখানি খুবই ভাল লাগিয়াছে।

এই দুরূহ কার্য্য যে শ্রীযুক্ত কানাইবাবু সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি জর্‌মানি তথা ভারতবর্ষ উভয় রাষ্ট্রের জনগণের নিকট সাধুবাদ পাইবার যোগ্য।

"ফাউস্ত্"-এর প্রথম খণ্ডের এই বাঙ্গালা অনুবাদের প্রকাশন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে, তথা জর্‌মানি ও ভারতের সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ইতিহাসে, একটি স্মরণীয় ঘটনা রূপে পরিগণিত হইবে।

"সুধর্মা"
১৬ হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
২০শে মে, ১৯৬১॥

ভূমিকা

মধ্যযুগে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দুইটি বিপ্লবী ধারা এসে ইউরোপীয় সভ্যতার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। এক হল সাহিত্য ও কলা-ক্ষেত্রে যা রেনেসাঁস নামে পরিচিত। রেনেসাঁসের প্রভাবে ইউরোপীয় সাহিত্য, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, সঙ্গীত এমন কি স্থপতিকলাও সর্বশক্তিমান চার্চের সংকীর্ণ গণ্ডী হতে মুক্তিলাভ করে অবাধগতিতে দ্রুত অগ্রসর হয়েছিল আর তার ফলে বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল।

অপর ধারা এল দর্শন ও বিজ্ঞানের দিক থেকে। ঐ যুগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কয়েকজন মহারথী বিজ্ঞানীর উদয় হয়েছিল যাঁরা দর্শন বিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটালেন, যথা ফিচিনো (Ficino), পারাসেল্‌সুস্‌ (Paracelsus), ব্রুণো (Bruno), ব্যোমে (Boehme), কেপ্‌লার (Kepler), লাইব্‌নিট্‌স (Leibnitz) প্রভৃতি। ইঁহারা দ্রব্যের গুণ ও আণবিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করতেন। এঁদের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত এখন আর গৃহীত হয় না বটে, কিন্তু এঁদের বিরাট সাধনা বর্তমান রসায়নশাস্ত্রের গোড়াপত্তন করেছিল। এঁরা চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রের প্রকৃতি ও গতি এবং প্রকৃতির নিয়মাবলী অনুধাবন করতেন, যার ফলে বর্তমান জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, বলবিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রের উদ্ভব হয়।

এঁদের নিজস্ব দর্শনও গড়ে উঠেছিল, যাকে তখন প্যানসোফি (Pansophy) বা "সর্বজ্ঞান" বলা হত। এই দর্শনের শ্রেষ্ঠ পুস্তক, "Philosophic Sagax" মধ্যযুগের বিখ্যাত বিজ্ঞানী পারাসেল্‌সুস্‌ কর্তৃক প্রণীত ও ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে প্রকাশিত হয়। এঁরা

সমস্ত সৃষ্টিকে দুই ভাগে বিভক্ত করতেন, এক মাক্রোকস্‌মস্‌ (Macrocosmos) অর্থাৎ বৃহৎজগৎ বা বিশ্ব, অপর মাইক্রোকস্‌মস্‌ (Microcosmos), বা ক্ষুদ্রজগৎ বা মনুষ্য। গ্যোতের ফাউস্তগ্রন্থে এই দুই শব্দের ব্যবহার বহুস্থানে পাওয়া যায়। তাঁদের মতে এই দুই জগতের মধ্যে রহস্যজনক সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধের জ্ঞান যে চিকিৎসকের যত বেশী তিনি তত বড় ভিষক, এই ধারণা এঁদের মধ্যে বিশেষরকম প্রচলিত ছিল।

তখনকার কালে বিজ্ঞানীকে অনেক প্রকারের শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হত যথা—ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি। তাঁদের মধ্যে অনেকে খ্যাত-নামা চিকিৎসকও ছিলেন। তাঁদের পাঠাগারে প্রচুর পুঁথিপত্র তো থাকতই, এমন কি মনুষ্য ও পশুর কঙ্কাল ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বহু যন্ত্রপাতিও থাকত। ফাউস্তের প্রমথ দৃশ্যেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইহাদের "প্যানসোফি" দর্শনমতে খৃষ্টধর্ম হল "প্রেমের আলোক", যাকে আমরা বলব "ভক্তিমার্গ"। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভগবান "প্রকৃতির আলোক" সৃষ্টি করেছেন, যা হল দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সমস্ত প্রকৃতি, যার মধ্যে বৃহৎজগৎ, ক্ষুদ্রজগৎ, অর্থাৎ বিশ্ব ও মনুষ্য, এককথায় সমস্ত সৃষ্টি রয়েছে। এই "প্রকৃতির আলোক" বা সৃষ্টিই হল ভগবানের আবরণ। ফাউস্ত প্রথম ভাগে প্রথম দৃশ্যে ক্ষিতি-আত্মা বলছেন (৬৭৪-৬৮৬) :

"কভু জীবনের,
কভু মরণের,
রচি অনিবার
বদলি, বদলি
দীপ্ত প্রাণের
চির পারাবার।

এইরূপে বুনি
কালের সরব
তাঁতে পরিধান,
বস্ত্র সজীব,
যাহা আবরিয়া
রাখে ভগবান।"

অর্থাৎ জীবন ও মরণশীল সমস্ত সৃষ্টি বা প্রকৃতি, যা প্রাণবন্ত, তাই হল ভগবানের আচ্ছাদন, আর এই জীবন্ত আচ্ছাদন বা আবরণের জ্ঞানলাভ করে এর রহস্যভেদ করতে পারলেই ভগবানের জ্ঞান-লাভ করা সম্ভব। এই ভগবৎজ্ঞান হল "প্যানসোফি"র "সর্বজ্ঞান"। "সর্বজ্ঞান" লাভের জন্যেই তাঁরা প্রচণ্ড বিজ্ঞানসাধনা করতেন। বিজ্ঞানসাধনার দ্বারাই অনন্তের অর্থাৎ ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, তাই চতুর্থ দৃশ্যে ফাউস্ত আক্ষেপ করছেন (২২৭৫),

"একপদ অগ্রসর হই নাই অনন্তের প্রতি।"

অর্থাৎ প্রকৃত বিজ্ঞানসাধনা কিছুই করতে পারেন নি।

প্যানসোফিষ্ট বিজ্ঞানীরা ভাবতেন বিজ্ঞানসাধনার দ্বারাই "প্রকৃতির আলোক" বোঝা যায়, যা ভগবানেরই সৃষ্টি। এর সঙ্গে খৃষ্টধর্মের কোনো বিরোধ নেই, বরং এই দুই-এর মধ্যে নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। কিন্তু তৎকালীন খৃষ্টীয় 'চার্চ' বুঝল উলটা। চার্চ দেখলে, এই জাতীয় দর্শনের প্রচার হলে চার্চের প্রতিপত্তি জনসাধারণের উপর হতে ধীরে ধীরে অপসারিত হবে, কারণ এ যে স্বাধীনচিন্তা ও সত্যানুসন্ধিৎসার পথ উন্মুক্ত করে দেবে; যার ব্যতিরেকে বিজ্ঞানসাধনা সম্ভব নয়। তাই 'চার্চ' প্রচার করতে আরম্ভ করলে যে এই জাতীয় জ্ঞানলাভের চেষ্টা হল শয়তানী ব্যাপার। আর জনসাধারণের মধ্যে এই দর্শনের প্রতি বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করার

উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম 'চার্চে'র পাদ্রী প্রণীত "ডক্টর ফাউস্ত" নামক উপাখ্যান ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে "স্পীস" কর্তৃক ফ্রাংকফুর্ট শহরে প্রকাশিত হয়েছিল।

"প্যানসোফিষ্ট"দের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন মধ্যযুগের সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী পারাসেল্‌সুস্‌, যিনি সুচিকিৎসক, জনসেবক ও সর্বজনপ্রিয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জার্মেণীর ভিটেন্‌বের্গ [Wittenberg] শহরে বাস করতেন! তিনি মহাপণ্ডিত, তবু তাঁর জ্ঞানপিপাসার সীমা পরিসীমা ছিল না। ঐতিহাসিক ফাউস্ত-ও ঐ সময়ে ঐ শহরেই বাস করতেন। তিনি ছিলেন অর্ধশিক্ষিত, হাতুড়ে ডাক্তার। তাঁর নামে কিন্তু গুজব রটে গেল যে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল অলৌকিক কাণ্ড ঘটাবার অর্থাৎ তাঁর অসাধারণ সিদ্ধাই ছিল। তাঁর কাছে নাকি স্বয়ং শয়তান কালো কুকুরের আকারে বাস করত ও তাঁকে এই সব অলৌকিক ব্যাপার ঘটানর কাজে সাহায্য করত। অথচ তখন একটা প্রথার প্রচলন ছিল যে যে কেউ এই রকম ভেলকিবাজি করবে বা সিদ্ধাই দেখাবে সেই হল "ফোগেলফ্রাই" (vogelfrei), অর্থাৎ যে কেউ তাকে নির্বিবাদে হত্যা করতে পারে। [ফাউস্ত প্রথম ভাগ পঞ্চম দৃশ্যের ২৮৭০—৭২ লাইন দেখ।] হয়তো 'চার্চ'ই এই জাতীয় গুজব রটানোর মূলে ছিল। সে যাই হক, এই গুজবই 'চার্চ'কে সুযোগ দিল। সোজাসুজি পারাসেলসুস্‌কে আক্রমণ করা চার্চের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ তিনি শুধু মহাপণ্ডিত ছিলেন না, তিনি সুচিকিৎসক, জনসেবক, সকলের শ্রদ্ধার পাত্র, ও খৃষ্টভক্ত ধার্মিক-ও ছিলেন। তাই চার্চ তাঁরই চরিত্র ও দর্শনের উপর ভিত্তি করে ফাউস্তের বেনামীতে এই উপাখ্যানের সৃষ্টি করলে যাতে করে লোক সহজে ইহার আখ্যান বিশ্বাস করে।

'চার্চ'-কর্তৃক প্রস্তুত "ডক্টর ফাউস্ত" নামক উপাখ্যানের সংক্ষিপ্ত মর্ম হল এই: ফাউস্ত হলেন "প্যানসোফি"তে বিশ্বাসী, অসাধারণ পণ্ডিত, জনসেবী ডাক্তার। কিন্তু মধ্যবয়সেও তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা তৃপ্ত হল না, তাই

শয়তানের সঙ্গে চুক্তি করলেন যে এই জীবনে শয়তান তাঁর ক্রীতদাস হয়ে তাঁর সর্বপ্রকার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবে, কিন্তু মৃত্যুর পর ফাউস্ত শয়তানের ক্রীতদাস হবে। কিন্তু ফাউস্ত জ্ঞানতৃষ্ণার প্রেরণায় শয়তানের সাহায্যে ভোগসুখের উপাদান সংগ্রহ না করে, প্রকাণ্ড দুই পক্ষ সংগ্রহ ক'রে স্বর্গ, মর্ত, নরক ও বিশ্বের সর্বত্র ভ্রমণ ক'রে ও শয়তানকে জিজ্ঞাসা করে কেবল বিজ্ঞানের তথ্য সংগ্রহ করতে থাকলেন। শেষে শয়তানের শক্তিবলে এক সামন্ত রাজার সৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত করে সম্রাটের সভায় উপস্থিত হলেন। সম্রাট্ তাঁকে ইলিয়াড মহাকাব্যের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী "হেলেন"-কে সশরীরে রাজসভায় উপস্থিত করতে আদেশ দিলেন। শয়তানের সাহায্যে সে কাজেও তিনি সমর্থ হন, কিন্তু নিজে হেলেনের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে পত্নীরূপে লাভ করতে চান। শয়তানের সাহায্যে তাও সম্ভব হল, তাঁদের একটি অসাধারণ পুত্রসন্তানও জন্মেছিল। কিন্তু শয়তান ফাউস্তকে অচিরে হত্যা করে ফাউস্তের আত্মা অনন্ত নরকে নিয়ে গেল।

চার্চ ভেবেছিল, এই উপাখ্যানের প্রচার দ্বারা লোকের মন 'প্যানসোফি' বা বিজ্ঞানসাধনার প্রতি বিমুখ হয়ে উঠবে, কারণ এর পরিণতি অনন্ত নরকবাস! ফাউস্ত-উপাখ্যানের দ্রুত প্রচারও হল, শুধু জার্মেনীতে নয়, ইউরোপের সর্বত্র। কিন্তু ফল হল বিপরীত। জ্ঞানলাভ ও বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করার জন্যে এই যে অনন্তনরকের ভয়কেও অগ্রাহ্য করা, ইহাই জনসাধারণের নিকট ফাউস্ত-কে বীরের মহিমা দিল।

শেক্‌সপীয়ারের প্রায় সমসাময়িক ইংরাজ সাহিত্যিক খৃষ্টোফর মার্লো (১৫৬৪-১৫৯৩) জার্মেনীর এই ফাউস্ত উপাখ্যানের কাঠামোতে প্রথম ইংরাজী ভাষায় ফাউস্তনাটক রচনা করেন। তিনি "ফাউস্তকে" টাইট্যানতুল্য বীর রূপে গড়ে তুললেন। এই নাটক অচিরে জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়ে জার্মেনীতে ফিরে গেল, এবং সেখানে সর্বত্র অভিনীত

হতে থাকল। শীঘ্রই ফাউস্ত-উপাখ্যান এত জনপ্রিয় হয়ে উঠল যে এর উপাদান নিয়ে জার্মানীতে আরো কয়েকটি নাট্যের সৃষ্টি হল। ক্রমে এর পুতুলনাচও জার্মেণীর সর্বত্র জনপ্রিয় হয়ে উঠল। মহাকবি গ্যোতে বাল্যে সর্বপ্রথম ফাউস্তের পুতুলনাচ দেখে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

কবি যোহান ভোল্‌ফগাঙ্‌ ফন্‌ গ্যোতে [Johann Wolfgang von Goethe] ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রাংকফুর্ট শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৩ বৎসর বয়সে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে, ভাইমের শহরে দেহত্যাগ করেন। এমন বিরাট-প্রতিভাশালী কবি মনুষ্যজাতির ইতিহাসে অল্পই জন্মগ্রহণ করেছে। আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভক্ত ছিলেন ও তাঁকে "কবিকুলগুরু" এই আখ্যা দিয়ে গেছেন। এই মহাকবির বিশেষত্ব ছিল দুটি, প্রথম তাঁর মানবতা। ধনীনির্ধন, উচ্চনীচ, জাতিধর্মনির্বিশেষে তিনি সকল যুগের সকল মানুষের সঙ্গে নিজকে একাত্মবোধ করতেন। তাই তাঁর জীবনে অপ্রমেয় অভিজ্ঞতালাভ হয়েছিল। তাই সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর বিরাট সৃষ্টির সমস্তটাই অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। তাঁর দ্বিতীয় বিশেষত্ব ছিল অসীম জ্ঞানপিপাসা। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তাঁর মুখ থেকে শুধু একটি কথা নির্গত হয়েছিল, "আলো, আরো আলো!" তাই শুধু সাহিত্যক্ষেত্রে নয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাঁর দান অসাধারণ। আর সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর পরবর্তী বিখ্যাত জার্মান কবি হাইনরিশ হাইনে গ্যোতে-সাহিত্য সম্বন্ধে বলে গেছেন, "এই মহামহীরুহকে সর্বজগৎ শ্রদ্ধা করে, কারণ এ শুধু স্বয়ং বিরাট নয়, এর সুবাস জগৎব্যাপ্ত, এর শাখাগুলি গগনচুম্বী, এমন কি আকাশের তারাকেও মনে হয় যেন এরই ফুলফল।"

এত বড় প্রতিভা নিয়ে যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি যখন বাল্যে প্রথম পুতুলনাচের মারফৎ ফাউস্তচরিত্রের পরিচয় পেলেন, যা

আসলে পারাসেল্‌সুসের চরিত্র, স্বভাবতঃই তিনি তার প্রতি একান্ত আকৃষ্ট হলেন। এই চরিত্রের মধ্যে তিনি যেন নিজেরই আশা-আকাজ্ক্ষার মূর্তি দেখতে পেলেন। সেই জ্ঞানপিপাসা, সেই অপরাজেয় সাহস, সেই মানবতা। তারপর তিনি ফাউস্তের উপর লিখিত জার্মান নাট্যগুলিও নিশ্চয় পড়েছিলেন।

২২।২৩ বৎসর বয়সে গ্যোতে আদিফাউস্ত (Urfaust) রচনা করতে আরম্ভ করেন। নিঃসন্দেহ "ফাউস্ত"-চরিত্র তাঁর নিজ চরিত্রেরই প্রতিফলন, কিন্তু প্রতিচ্ছবি নয়। তিনি অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে এই বিরাট চরিত্রের সৃষ্টি করেন। এমন কি "মেফিস্তোফেলিস্‌" নামক যে শয়তানের সঙ্গে ফাউস্ত-কে যুক্ত করলেন, তাও কাল্পনিক নয়। ঐ চরিত্রের ব্যক্তির নিবিড় সম্পর্কে তিনি ঐ বয়সেই এসেছিলেন। এ-শয়তান বাইবেলের বা মিল্‌টনের বা কিংবদন্তীর শয়তান নয়। ফাউস্ত পড়তে পড়তে মনে হবে বাস্তবজীবনে এমন চরিত্রের লোক আমরা দেখে থাকি। এমন যুক্তিপূর্ণ চিন্তা, সকল মহৎ ভাব ও প্রচেষ্টার প্রতি ব্যঙ্গ ও উপহাস, সকল ভাল জিনিসেই অবিশ্বাস, কোনো জীবকে ভালবাসার সামর্থ্যের অভাব, যে সম্পর্কে আসবে তাকেই প্রবৃত্তির পথে টেনে এনে তার অধঃপতন ঘটাবার চেষ্টা, এইসব গুণভূষিত মানুষ, যার কাছে পার্থিব ভোগসুখ, ঐশ্বর্য ও ক্ষমতালাভ ছাড়া আর কিছুরই মূল্য নেই, এই সংসারে বিরল নয়। অনেকের ধারণা গ্যোতে নিজের চরিত্রের নিকৃষ্ট গুণ এই শয়তানের ভিতর দিয়ে ফুটিয়েছেন। একেও অসাধারণ মেধা দিয়েছেন, এর মুখ দিয়ে তদানীন্তন শিক্ষাপ্রণালী, আইনশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদির প্রতি নির্মম পরিহাস ও ব্যঙ্গ প্রকাশ করেছেন। তাঁর নিজের অনেক চিন্তাও এর মুখ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। এমন কি অনেকের ধারণা হয় মেফিস্তোফেলিসই বুঝি ফাউস্তকাব্যের প্রধানচরিত্র!

গ্যোতে রচিত ফাউস্ত নাট্যকাব্য অনুধাবন করলে স্পষ্ট অনুভব করা যায়, এ শয়তান ফাউস্ত হতে ভিন্ন সত্তা নয়। সর্ববিদ্যা-বিশারদ, মহাপ্রাণ, মহাসাধক ফাউস্তের মধ্যেই এই শয়তান বর্তমান। শয়তানের ভিন্ন সত্তা যেন রূপক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ফাউস্তের আপন সত্তা তাঁকে ক্রমাগত উর্ধ্বে তোলার চেষ্টা করছে, আর তাঁর নিজেরই শয়তানী সত্তা তাঁকে নীচেয় টেনে এনে ভোগসুখের পঙ্কে ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা ক্রমাগত করছে (দ্বিতীয় দৃশ্যে ১৪২৯—১৪৩৬ লাইন পড়)। এই নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব ফাউস্ত নাট্যকাব্যের বিশেষত্ব। এই দ্বন্দ্বের ফলে যে ঘটনার স্রোত ক্রমাগত সৃষ্ট হয়ে চলে, তার উপর কোনো আবরণ না দিয়ে গ্যোতে তাকে ক্রমাগত অপূর্ব ভাষায় ও ছন্দে প্রকাশ করে চলেছেন। মহামানবতার প্রেরণায় নিত্য উদ্বুদ্ধ ফাউস্ত আজীবন এই সংগ্রাম চালিয়ে জীবনের শেষমুহূর্তে সমুদ্রগর্ভ হতে বৃহৎ ভূখণ্ড উদ্ধার করে তার উপর যখন সুখী মনুষ্যসমাজ গঠন করতে সমর্থ হয়েছেন বলে ভেবেছিলেন, তখনই হল তাঁর সিদ্ধিলাভ, তাঁর নিজস্ব উচ্চ সত্তা শয়তানী সত্তাকে বিজিত করল, তিনি শয়তানকে বর্জন করে মুক্তিলাভ করলেন। এই দ্বন্দ্ব সর্ব দেশের, সর্ব কালের, সর্ব ক্ষেত্রে, সর্ব মনুষ্যের। তাই ইহা মহামানবের কাব্য। এ সমস্যা চিরন্তন, তাই এ কাব্য অমর। এর কাব্যসম্পদ স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রবাহমান অমৃতধারা, তাই এ কাব্য বিশ্ব-সাহিত্যের অত্যুজ্জ্বল রত্ন।

"ফাউস্ত" প্রথম ভাগের নায়িকা, গরীব গৃহস্থকন্যা মার্গারেতের চরিত্র অতুলনীয়। এমন সরল, মধুর, স্বাভাবিক ও সাধ্বী নারী ইউরোপের সাহিত্যে দুর্লভ। অথচ তৎকালীন ইউরোপীয় সমাজে নারীর সম্বন্ধে যে সব হৃদয়হীন প্রথার প্রচলন ছিল, ঘটনাচক্রে তারই প্রভাবে মার্গারেতের যে হৃদয়বিদারক পরিণতি হল তা দারুণ মর্মান্তিক। আজ পাশ্চাত্যের নারী এমন সব বর্বরোচিত প্রথা হতে মুক্ত। যে সমস্ত কারণে পাশ্চাত্যের নারী

প্রাচ্যের বহু পূর্বে এই মুক্তি লাভ করেছে, গ্যোতে রচিত মার্গারেতের উপাখ্যান তার মধ্যে নিশ্চয় একটি। গ্যোতের নারীজাতির প্রতি হৃদয়ের দরদ বিখ্যাত, মনে হয় তার সবটুকু দিয়ে তিনি এই অপূর্ব মার্গারেত চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এ চরিত্রও কাল্পনিক নয়, এমন সুমধুর চরিত্রের কন্যার বাস্তবসম্পর্কে প্রথম যৌবনেই তিনি এসেছিলেন।

মহাকবি গ্যোতে তাঁর বিরাট প্রতিভার বিপুল শক্তি দীর্ঘকাল যাবৎ প্রয়োগ করে ফাউস্ত নাট্যকাব্য রচনা করেছেন। তাঁর সাহিত্যমহীরুহের ইহাই সর্ববৃহৎ কাণ্ড। এ যে তাঁর কতখানি হৃদয়ের বস্তু তা এই থেকে বোঝা যায় যে তিনি প্রায় বাইশ বৎসর বয়সে এর রচনা আরম্ভ ক'রে ৫১ বৎসর বয়সে এর প্রথম ভাগ সমাপ্ত করেন, আর ৫০ বৎসর বয়সে দ্বিতীয় ভাগের রচনা আরম্ভ ক'রে ৮৩ বৎসর বয়সে মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে তাহা সমাপ্ত করেন, অর্থাৎ তাঁর কবিত্বশক্তির উন্মেষ হতে জীবনের শেষভাগ পর্যন্ত, প্রায় ষাট বৎসর যাবৎ অর্থাৎ প্রায় আজীবনকাল তিনি ফাউস্ত রচনা করেছিলেন, কখনো দ্রুত, কখনো ধীরে, কখনো উদ্বেল হৃদয়ে, কখনো সুচিন্তিত পন্থায়। তাঁর অভিজ্ঞতাপূর্ণ দীর্ঘ জীবনের সব কিছুই যেন এর মধ্যে ঢেলে দিয়েছেন। তিনি জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠ কবি ও মনীষী, তাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'ফাউস্ত' জার্মান সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ। জার্মান জাতির অন্তরের কথা এই নাট্য-কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। দর্শন, বিজ্ঞান ও কলাসৃষ্টির ক্ষেত্রে মনুষ্যের জ্ঞানভাণ্ডারে জার্মানীর অবদান সুবিখ্যাত, যার জন্যে জার্মান জাতির প্রতি শ্রদ্ধা না হয়েই পারে না, আবার সমরক্ষেত্রে জার্মানীর ভীষণ মূর্তি দেখেও জগৎ শিহরিত হয়েছে। সম্যকরূপে "ফাউস্ত" অনুধাবন করলে এই বৈপরীত্য বোঝা যায়।

রেনেসাঁসের সূত্রপাত হতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপর্যন্ত যে সকল ভাস্কর ইউরোপীয় সাহিত্যগগনে উদিত হয়েছিলেন, তার মধ্যে একমাত্র শেক্সপীয়ার গ্যোতের সমকক্ষ। গ্যোতে স্বয়ং বলতেন, শেক্সপীয়ার সম্বন্ধে

যতো অধিকই বলা হক না তা কখনো যথেষ্ট হয় না। শেক্‌সপীয়ারের চরিত্রসৃষ্টির কাছে তাঁর নিজের সৃষ্টিকে তিনি ছোট করে দেখতেন। এ তাঁর মতন বিরাট সাহিত্যিকের উপযুক্ত গুণগ্রাহিতা, বিনয় ও দীনতা।

শেক্‌সপীয়ার তাঁর অসাধারণ প্রতিভার দৃষ্টি দিয়ে মনুষ্যসমাজে তখন যা ঘটছে ও পূর্বে যা ঘটেছিল তাই দেখেছেন ও তাঁর অতুলনীয় শিল্পীর তুলি দিয়ে তাই থেকে অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, যা মনুষ্যজাতির চিরন্তন সম্পদ। কিন্তু তাঁর যুগে বিজ্ঞানসৃষ্টির সূত্রপাতমাত্র হয়েছে। হয়তো তাই বিজ্ঞানের প্রতি শেক্‌সপীয়ারের দৃষ্টি তেমন আকৃষ্ট হয় নি।

কিন্তু গ্যোতের যুগে ইউরোপীয় বিজ্ঞান বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। গ্যোতে স্বয়ং ছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানসাধক। বিজ্ঞানের উপর তাঁর গ্রন্থাবলী আকারে সুবৃহৎ। মনুষ্য ও স্তন্যপায়ী পশুর শারীরস্থানের (anatomy-র) উপর তাঁহার সাধনা বিখ্যাত। সুতরাং "কোন অন্তর্শক্তি বাঁধি রাখে এ ধরণী" এই যাঁর সন্ধান সেই অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসী, বিজ্ঞানের তথ্যসন্ধানী ফাউস্তের বিরাট চরিত্রের সৃষ্টি একমাত্র গ্যোতের পক্ষেই সম্ভব ছিল। যে ইউরোপীয় মানুষ অদম্য জ্ঞানপিপাসা, অনুসন্ধিৎসা, সত্যনিষ্ঠা ও অকুতোভয়তার সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের সৃষ্টি করেছে, যার কাছে শ্রদ্ধায় আমাদের মস্তক আপনা হতে অবনত হয় ও যাকে আমরা ভালবেসে বিজ্ঞানের গুরু বলে মানি, তারই উপযুক্ত প্রতীক ফাউস্ত-চরিত্র। আবার যে ইউরোপীয় মানুষ বিপ্লবের পর বিপ্লব ঘটিয়ে খেটেখাওয়া মানুষের মুক্তির দ্বার খুলে দিয়েছে, তারও প্রতীক ফাউস্ত-চরিত্র। মুক্ত প্রমিথিউসের ন্যায় এত বড় মনুষ্যচরিত্র ইউরোপীয় সাহিত্যে বিরল।

জীবনের বিভিন্ন সময়ে জার্মেনীতে দীর্ঘকাল বাস করে জার্মান জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের উপর "ফাউস্তে-"র যে কী প্রভাব তা প্রত্যক্ষ করেছি। "ফাউস্ত" জার্মান জাতির শুধু গর্বের বস্তু নয়, প্রাণের বস্তু।

এর অর্থ ও রস বিভিন্ন শ্রেণীর লোক কি ভাবে গ্রহণ করে তারও অনুভূতি আমার অনেকটা হয়েছে। আর একাধিক বার জার্মেনীর শ্রেষ্ঠ নট ও নটী কর্তৃক অভিনীত ফাউস্ত প্রথম ভাগের অপূর্ব অভিনয় রঙ্গমঞ্চে দেখে কেবলই ইচ্ছা হত এই অপূর্ব সাহিত্য আমার মাতৃভাষায় রূপান্তরিত ক'রে বাঙ্গালীর হাতে তুলে দেই, তাই এ চেষ্টা।

বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাস আছে, সেই পথে বাঙ্গলা সাহিত্যে ভাব ও রস-সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ প্রণালী ও কৌশলেরও উদ্ভব হয়েছে। বাঙ্গলা কাব্যের নিজস্ব ছন্দ-প্রণালী ও প্রতীক, রূপক, অলংকার-সৃষ্টির পদ্ধতির ক্রমবিকাশ হয়েছে। বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদে, বিশেষ করে "ফাউস্তে"র ন্যায় মহাকাব্যের অনুবাদে, বাঙ্গালীর নিজস্ব রসসৃষ্টির প্রণালী, কৌশল ও ভঙ্গী অবলম্বন করলেই সে অনুবাদের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ আসবে ও তা রসযুক্ত হবে। আমিও যথাসাধ্য সেই চেষ্টা করেছি।

এই নাট্য-কাব্যে গ্যোতে বহুবিধ জার্মান ছন্দের ব্যবহার করেছেন, যথা ক্নিটেল্ (Knittel), ট্রিমিটের (Trimeter), আলেক্সাণ্ড্রিনের (Alexandriner), মাদ্রিগাল (Madrigal), জার্মান অমিত্রাক্ষর ইত্যাদি। উচ্চ ভাবধারা অধিকাংশ স্থলে জার্মান অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রকাশ করেছেন। এই নাট্য-কাব্যের প্রথমভাগে প্রায় কুড়িটি হীরা, মোতি চুনির চুমকির মতন গান আছে। যার প্রত্যেকটিতে তিনি চমকপ্রদ নিজস্ব ছন্দ ব্যবহার করেছেন। আর সমস্ত কাব্যে যেখানে যেমন ভাব ও রস সেখানে তার উপযুক্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন, এমন কি একই চরিত্রের মুখে একবার এক ছন্দ, যখন তার ভাব ও রস বদলে যাচ্ছে তখন ভিন্ন ছন্দ ব্যবহার করেছেন। ক্রমাগত এমন ছন্দের পরিবর্তন অপূর্ব ধ্বনির ঝংকার সৃষ্টি করে, তাই ইহার কাব্যসৌন্দর্য্য এমন বিস্ময়কর, আর এর প্রকাশভঙ্গী ও প্রবাহ এত সাবলীল।

এই অনুবাদে আমি এই পথই অনুসরণ করেছি, কিন্তু খাঁটি বাঙ্গলা ছন্দ যথা পয়ার, দীর্ঘপয়ার, অমিত্রাক্ষর ও মিত্রাক্ষর মুক্তক ছন্দ, লৌকিক, স্বরবৃত্ত ও বহু প্রকারের মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছি। বিভিন্ন ভাবপ্রকাশ ও রসসৃষ্টির জন্যে একই চরিত্রের মুখে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ছন্দ ব্যবহার করেছি। আমি সব চেয়ে বেশী চেষ্টা করেছি মূল জার্মান্ ফাউস্তের প্রত্যেকটি অংশের অবিকল ভাব সরল ও রসযুক্ত করে প্রকাশ করতে, অবশ্য খাঁটি বাঙ্গলা পদ্ধতিতে। তবে সেই চেষ্টা করতে গিয়ে অনেক স্থলে অধিক কথার ব্যবহার করতে হয়েছে, অনেক স্থলে আবার অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু ভাব অবিকৃত রেখেছি। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হল উচ্চ শ্রেণীর বিদেশী সাহিত্য বাঙ্গালায় অনুবাদ করার ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

এই অনুবাদে ফাউস্ত নাট্য-কাব্যের চরিত্রগুলির নামের উচ্চারণে যথাসম্ভব জার্মান উচ্চারণ ব্যবহার করেছি, যেমন মূল গ্রন্থে আছে। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ ইংরেজী উচ্চারণ করতে অভ্যস্ত। যেমন গোটে বা গোয়টে বা গেটে, ফস্ট বা ফস্টাস্, মেফিষ্টোফেলিস্ ইত্যাদি। কিন্তু আমি লিখেছি, গ্যোতে, ফাউস্ত, মেফিস্তোফেলিস্, মার্গারেত ইত্যাদি। আমার মতে ইহাই যথাযোগ্য জার্মান উচ্চারণ। বাঙ্গালীর পক্ষে ইংরেজী উচ্চারণের ব্যবহার নিষ্প্রয়োজন। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে, "t" এর উচ্চারণ "ত" না "ট"? জগৎবিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিৎ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে এই প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, জার্মান "t"-র সঠিক উচ্চারণ বাঙলা "ত" ও "ট"-এর মাঝামাঝি, অতএব "দ্বৌকর্তব্যৌ"। আমি "ত" ব্যবহার পছন্দ করি, প্রধান কারণ তা কাব্যে ভাল শোনায়।

বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ ছান্দসিক, শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর বাঙ্গলা বিভাগের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের বিখ্যাত পুস্তক "ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ" একাধিকবার পাঠ করে আমার পূর্বেকার ছন্দগঠন-প্রণালীর বিশেষ পরিবর্তন করেছি। তিনি এই অনুবাদ একাধিকবার পাঠ করে এর

ভাষা ও ছন্দ মার্জিত করে দিয়েছেন। এ-ছাড়া তিনি আমাকে এই কার্যে অমূল্য উপদেশ ও উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। সত্যই আমি তাঁর কাছে চিরঋণী।

জগৎবিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিৎ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তকের অপূর্ব উপক্রমণিকা লিখে দিয়েছেন, আর আমাকে ক্রমাগত উৎসাহ ও উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর কাছেও আমি চিরঋণী রইলাম।

প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে এই অনুবাদের কাজ আরম্ভ করি। যাঁরা আমাকে প্রথম থেকেই উপদেশ ও উৎসাহ দিয়ে এই কঠিন কাজে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন ভারতসরকারের সুযোগ্য মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বোস, অধ্যাপক বিনয়কুমার চৌধুরী ও আচার্য সুকুমার দত্ত। এঁদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

নিউ দিল্লী

২৯।৬।৬১

শ্রীকানাইলাল গাঙ্গুলী

উৎসর্গ

[প্রায় বিশ বৎসর বয়সে কবি গ্যোতে 'ফাউস্ত' রচনা আরম্ভ করে, পঞ্চাশোর্ধ্বে প্রথম ভাগ সমাপ্ত করেন। তারপরই বাল্যবন্ধুদের স্মরণ করে এই উৎসর্গ-কবিতা রচনা করেন।]

দোদুল মূরতি সব পুনরায় আসো কাছে মোর।
তোমরাই এককালে দিয়েছিলে দেখা
জীবন প্রভাতে মোর, আবেশ-আবিল-দৃষ্টিপথে!
তোমাদের সযতনে ধরি রাখিবার
করিব কি প্রয়াস এবার?
এখনো কি সেই মোহে মজে এ-হৃদয়?
আসো মোর নিবিড় পরশে!
তাই ভালো, এসো, এসো, উঠি সবে চারিপাশে মোর
বিমোচিয়া ধূম আর কুহেলী-গুণ্ঠন
কহ কি আদেশ?
যেই যাদু আবরিয়া আছে তোমাদের
করে তা হৃদয় মোর কিবা উচ্ছ্বসিত,
যৌবন-চঞ্চল!

আনো সাথে তোমাদের কত ছবি সুখ দিবসের,
কত প্রিয় চিত্রছায়া উদিত যে হয়,
আধপাসরিত এক অতীতের কাহিনীর প্রায়
জাগে প্রাণে প্রথম প্রণয়,
জাগে স্মৃতি প্রিয়দের সহিত তাহার,

বাজে তার যত ব্যথা নূতন আকারে !
ফিরি আসে পুনরায় ভ্রান্তিপূর্ণ সেই ২০
সর্পিল জীবনপথ,
জাগায় যা স্মৃতির বেদন,
সেই সব মোর স্বজন বান্ধবদের,
ভাগ্যদোষে হারায়েছে যারা
বসন্তের অধিকার বহুপূর্বে মোর !

শুনিবেনা তারা আর এই গীতি মোর,
সেই সব প্রাণ।
শুনানু যাদের মোর প্রথম সংগীত।
কোথা লুপ্ত হল সেই প্রিয়সমাবেশ ?
নীরব রহিবে হায় তাহাদের প্রথম উল্লাস !
এ গীত ধ্বনিবে আজ সেই সব জনতার মাঝে,
যাহাদের সাথে মোর নাহি পরিচয়,
তাদের প্রশংসা শুনি ভীতি জাগে হৃদয়ে আমার।
আর যারা ভালোবাসে মোর সব গান,
যদিও বা বেঁচে তারা থাকে,
রহে তারা কে জানে কোথায়,
ছড়ায়ে ভ্রমের বশে ধরণীর বুকে !

প্রাণে জাগে আরবার সেই ব্যাকুলতা,
গেছিনু যা দীর্ঘকাল ভুলে,
বিচরিতে সেই ধামে, ৪০
রাজে যেথা অশরীরী আত্মাগণ বিদগ্ধ, নীরব,

অর্ধস্ফুট গীতি মোর ভাসে
অনিশ্চিত স্বরে যেন ঝংকারিত বীন রবাবের, ৪৩*
প্রাণ কাঁপে থর থর,
অশ্রু 'পরে অশ্রুধারা ঝরে অবিরল,
হয় কিবা স্থবিনীত, বিগলিত এই
কঠিন হৃদয় ! ৪৭*
ছিল যাহা প্রাপ্ত মোর যায় যেন চলি বহু দূরে,
ছিল যাহা লুপ্ত হয়ে সত্য হয়ে আসে কাছে মোর !

নাট্যের পূর্বরঙ্গ

অধিকর্তা, কবি ও বিদূষক।

অধিকর্তা ঃ

অভাবে বিপদে মোর কতবার তোমরা দুজন,
পাশে মোর দাঁড়াইলে করিবারে বিপদভঞ্জন।
কহ এইবার,
মোর এই ব্যবসায় কিবা আছে আশা করিবার
জার্মান ভূমিতে ?
আমি চাই জনতার সন্তোষ সাধিতে,
কারণ তাহারা চায় আমাকেও জীবিত রাখিতে,
নহে শুধু নিজেরা বাঁচিতে।
রঙ্গমঞ্চে সব কিছু প্রস্তুত যখন,
স্থান সব নটগণ করিলে গ্রহণ,
সকল দর্শক চায় উৎসব তখন। ৬০
বিস্ফারিত চক্ষে সবে রহিবে চাহিয়া,
অপূর্ব বিস্ময় কিছু দেখিবে বলিয়া,
শ্লথ দেহ চেয়ারের পরে এলাইয়া।
আমি জানি,
কেমনে জনতামন খুশী করা যায়,
তবু হেন অসহায়
হই নাই পূর্বে কভু মোর ব্যবসায়।

উত্তম নাটক দেখা কভু নহে রীতি ইহাদের,
কিন্তু তবু,
ইহারা যে পড়িয়াছে বহু কিছু বহু রকমের।
কহ তো এখন,
সৃষ্টি করা যায় কিবা সতেজ নূতন,
রবে যার কিছু অর্থ, তবু ভালো লাগিবে সবার ?
কারণ নিকটে মোর
প্রিয় হবে শুধু সেই দৃশ্য হেথাকার,
বিপুল জনতা আসি কিছু পূর্বে চারিটা বাজার,
দিবসের প্রখর আলোকে,
ছোট প্রবেশের দ্বারে আক্রমণ করি বারবার,
ধাক্কাধাক্কি করিয়া ভীষণ,
জোর করি প্রবেশিবে টিকিটের ঘরে, ৮০
হাতাহাতি হবে সেথা একখানি টিকিটের তরে,
যেমন রুটির তরে বাধে কাড়াকাড়ি,
আকালে যেথায় রহে একটি "বেকারি"।
বহুবিধ লোক তরে সৃজিবারে এমন বিস্ময়,
পারে শুধু কবি,
বন্ধু মোর সাধ আজ সে কাজ নিশ্চয়।

কবি

ওহো!
কহিও না মোর কাছে
নানা বরনের হেন জনতার কথা,
দেখিলে যাদের
কবিত্ব মোদের যায় পলায়ে সুদূর!

রাখিবে গোপন
উত্তাল তরঙ্গ সম এই জনতাকে,
বাসনার প্রতিকূলে লবে যা মোদের
আপনার ঘূর্ণাবর্তে সবলে টানিয়া !
ইহা নহে,
লও মোরে শব্দহীন স্বরগের কোণে,
কবিপ্রাণে যেথা সদা মুকুলিবে বিমল পুলক,
যেথা কোনো দেবহস্ত বিরচিবে, করিবে পালন
প্রাণের মিতালি আর মধুর প্রণয়, ১০০
হৃদয়ের এই দুই মঙ্গল আশিস !
অহো !
হৃদয়ের গভীরে যা পাইল জনম,
ওষ্ঠে যার ফুটিয়াছে আধ আধ সলাজ আভাস,
যাহার প্রকাশ
হয় তো বা একবার হইল বিফল,
হয় তো বা অবশেষে হইল সফল,
প্রবল এ বর্তমান হায়
সবলে করিতে চায় তাহাকে-ও গ্রাস !
হয় তো বা বহুবার
বরষ বরষ ধরি বহুবিধ করিয়া প্রয়াস,
পরিশেষে হয় তার সফল বিকাশ।
যা উজল তা কেবল ক্ষণিকের তরে,
খাঁটি যাহা তাহাকে কখনো
হারাবে না পরবর্তিকাল।

বিদূষক ঃ

চাইনা অমন পরবর্তিকালের কথা শুনতে,
আমিই যদি ব্যস্ত থাকি আগামীকাল ভাবতে,
আজ তাহলে লোকসকলে হাসাবে কও কে আর ?
হাসতে যে চায় সক্কলে আর হাসা-ও চাই সবার।
বর্তমানটা যেমন কোনো ভালো মানুষের, ১২০
আমার মতে মূল্যবানও ভালো রকমের।
জানে যে জন গল্প বলে হৃদয় করতে জয়,
লোকের মেজাজ কিংবা খেয়াল করবে না সে ভয়।
বরং সে চায় বৃহৎ রকম শ্রোতার মণ্ডলী,
কারণ সে দেয় সকলকারই হৃদয় চঞ্চলি।
অতএব খুব সাহস করে দেখাও ভালো মতন,
কল্পনা তাঁর দলটি নিয়ে হাজির হলেন কেমন,
বিচার, বিবেক, অনুভূতি, হৃদয় আবেগ প্রবল,
কিন্তু দেখো, ভাঁড়ামিটি বাদ দিও না কেবল।

অধিকর্তা ঃ

বিশেষ করিয়া
ঘটনাবহুল কর তোমার রচনা।
লোকে তো দেখিতে আসে,
তাই তারা ভালোবাসে দেখিবারে প্রচুর ঘটনা।
চোখের সমুখে,
খেলি যাক ঘটনার চিত্র অবিরল।
কপালে তুলিয়া চক্ষু তারা তাই দেখুক কেবল।
দেখিবে তখুনি,
করিলে এ জনতাকে জয়,

হইলে তখুনি তুমি সকলের প্রিয় অতিশয়।
বিপুলতা দিয়ে শুধু বিপুলের জিনিবে হৃদয়, ১৪০
যা হতে সকলে কিছু নির্বাচিয়া লয়।
যে আনে প্রচুর সে তো
বহুজন তরে কিছু আনে,
প্রতিজন খুশী হয়ে যায় গৃহপানে।
তাই যদি কিছু দিতে চাও,
অনেক অংশের কিছু প্রথমেই দাও।
এমন ব্যঞ্জন,
পারিবে তো সহজে সৃজিতে?
যেমনি সহজে তাহা পারিবে ভাবিতে
তেমনি সহজে হবে তার অভিনয়।
আনিলে অখণ্ড কিছু কিবা লাভ হয়?
জনতা তখনি সেটি বহু ভাগে ভাঙিবে নিশ্চয়।

কবি :

তোমাদের নাহি অনুভূতি,
হেন শিল্পকর্ম হবে নিকৃষ্ট কিরূপ?
প্রকৃত শিল্পীর তরে হেন ক্রিয়া কিবা অশোভন
বুঝিলাম, ইহা হল নীতি তোমাদের,
নকল শিল্পীর যত কদর্য লিখন
করা ব্যবহার।

অধিকর্তা :

বিব্রত করে না মোরে হেন তিরস্কার। ১৬০
বিপুল প্রভাবসৃষ্টি বাসনা যাহার,
শ্রেষ্ঠ পন্থা নিতে হবে তাকে!

ভাবিছ বুঝিবা হল কার্যটি তোমার
সহজ ব্যাপার!
যাহাদের তরে লিখ দেখেছো কি তারা সব কারা?
অতিভোজনের পর আসে হেথা তারা
আলস্যে যাপিতে কাল আর কিছু না লাগিলে ভালো,
অথবা দারুণ আরো,
আসিয়াছে পাঠ করি সাংবাদিকগুলো।
মুখোসের নাচে যেন
আসিবে সকলে হেথা হয়ে অন্যমনা,
শুধু কৌতূহল যেন করিল চালনা।
যতেক মহিলাগণ
সমাপিয়া শ্রেষ্ঠ প্রসাধন,
শোভিবেন রঙ্গালয়,
বিনা বেতনেই করিবারে অভিনয়।
ঐ উচ্চ কবিসিংহাসনে
বসি কিবা স্বপ্ন দেখো আপনার মনে?
পূর্ণ রঙ্গালয়
দিবে তো বড়ই সুখ তোমারো অন্তরে।
নিকটে আসিয়া দেখো এই সুখ কারা দান করে! ১৮০
একার্ধ বর্বর, অশিক্ষিত,
অপর অর্ধেক নাহি হবে প্রভাবিত,
রহিবে শীতল,
অনেকে কেবল,
ভাবিছে খেলিবে তাস গৃহে ফিরি তার।
কেহ বা আবার

যাপিবে উদ্দাম নিশা বক্ষোপরে বারবনিতার।
হে বাতুল!
পবিত্র বাণীকে কেন
ইহাদের তরে বিরক্ত করিবে হেন?
তাই কই, প্রচুর ঘটনা,
প্রচুর, প্রচুর আরো, করিবে রচনা,
সফলতা তরে আর না রবে ভাবনা।
মনুষ্যে সন্তুষ্ট করা বড়ই কঠিন,
তাই তাহাদের কর নিয়ত উন্মনা।
হও কেন এতই চিন্তিত?
আনন্দে? অথবা বুঝি হইলে ব্যথিত?

কবি

যাও তবে,
আন ডাকি অন্য কোন বাধ্য ক্রীতদাস।
কবির যা শ্রেষ্ঠ বর, ২০০
মানবের যাহা উচ্চতম অধিকার,
প্রকৃতি কবিকে যাহা করিল প্রদান,
তোমা তরে হেন হীন কাজে
সে কি কভু করে তার অপব্যবহার?
কার বলে তাহলে সে দোলা দিবে হৃদয়ে সবার?
কার বলে পঞ্চভূতে করিবে বিজয়?
সুসংগতি বিচ্ছুরিয়া বক্ষ হতে তার
আনে না কি পুনরায় বিশ্বে তার হৃদয়ের মাঝে?
নিসর্গ যখন
বুনি যায় অনন্ত জীবন,

রহি উদাসীন,
ঘূর্ণিয়া প্রচণ্ড বলে সূত্রগুলি অনন্ত দিঘল,
পুঞ্জীভূত জীবরাশি
পরস্পরে বিশৃংখল ঘর্ষিয়া প্রবল
তোলে আর্তনাদ,
কে তাহার অনন্ত প্রবাহ
করে সুসংগত,
রচি তাহাদের মাঝে সঞ্জীবন ছন্দের নর্তন ?
যতেক একক সুরে বিশ্বসুরে করি সমাহিত
কেবা পারে সৃষ্টি করিবারে ২২০
অপূর্ব সংগীত ?
হৃদয়াবেগের কেবা উঠায় তুফান ?
জীবন্ত করিয়া কেবা রূপ দেয় সান্ধ্যলালিমাকে ?
বসন্তের মনোরম পেলব কুসুম
কে বিছায় প্রেয়সীর পথে ?
অলক্ষিত পত্রগুলি সবুজ বরন
কেবা আহরিয়া,
গাঁথি দেয় বরমাল্য সর্বক্ষেত্রে বিজয়ীর গলে ?
কে রচিবে স্বর্গে, মিলাইবে দেবগণে ?
মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ শক্তি মূর্তি পায় কবির ভিতর।

:

দিব্য এমন শক্তি এখন উত্তম কাজে লাগাও,
কবির কাজটা চালাও যেমন প্রেমের ব্যাপার চালাও।
হঠাৎ দেখলে, লাগলো ভালো, আটকে পড়লে শেষে,
এমনি করে ব্যাপারটিতে গেলে তখন ফেঁসে।

খুললো বরাত, অমনি সুরু পাবার কতোই চেষ্টা,
পেয়েই তো খুব লাগলো মধুর, যন্ত্রণা তো শেষটা,
বোঝার আগেই এমনি করে ঘটলো রমন্যাসটি,
অমনি সেটির লিখে ফেলো মধুর নাটক একটি !
জীবনটাতে ডুব দিয়ে হ'ক নাট্য লেখার কর্ম,
জীবন ধারণ করেন সবাই বোঝেন ক'জন মর্ম ? ২৪০
কাজেই যেথায় ধরবে জীবন সেটাই হবে মজার,
রঙীন চিত্রে ফোটাও নাট্য, অল্প চিন্তা যেটার,
প্রচুর ভ্রান্তি, অল্প একটু থাকবে সেটায় সত্য,
তবেই পারবে সৃষ্টি করতে বড়ই সেরা মদ্য,
হবে যেটায় জগৎ তৃপ্ত, হবে ধরার পথ্য।
যৌবনের সব শ্রেষ্ঠ কুসুম দেখবে তোমার নাট্য,
বুঝবে সেটির মর্ম পড়ে মধুর তাহার পাঠ্য।
সেটির সকল কোমল ভাবও করবে তারাই গ্রহণ,
বুঝবে সেটির ব্যথার বার্তা, লাগবে প্রাণে বেদন,
এটায়, সেটায়, অনেকটাতেই উথলে উঠবে যুবাই,
বুঝবে কাহার হৃদয় কি চায়, করবে এ সব তারাই,
কারণ এরাই পারবে এখন হাসতে এবং কাঁদতে,
ভাব আবেগের দোলায় দুলতে রূপকে ভালোবাসতে,
যাদের এখন তৈরি জীবন হয়না তাদের অমন,
কৃতজ্ঞ হয় তারাই যাদের গড়ছে এখন জীবন।

কবি

ওগো !
আমাকে ফিরায়ে দাও সে মোর জীবন,
যখন আমিই ছিনু বিকাশের মুখে।

হৃদয়ের মাঝে মোর উৎসারিত হইত যখন
অবিশ্রান্ত, নিত্য নব গানের প্রবাহ। ২৬০
যখন ভুবন মোর ছিল সমাবৃত
রহস্যের আবরণে,
কুসুমকোরক মাঝে হেরিতাম কত না বিস্ময়,
হাজার হাজার পুষ্প করিতাম যখন চয়ন,
আবরি রাখিত যাহা সর্ব উপত্যকা
অপূর্ব শোভায়।
ছিলনা যখন মোর কিছুই সম্বল,
তবু তো কতই ছিল সম্পদ আমার!
ছিল কি প্রয়াস মোর সত্য জানিবার,
ছিল কিবা স্বপ্নের বিলাস,
খর্ব নাহি করি সে সকল,
ফিরায়ে দাও গো মোরে সে নিবিড় ভাবের আবেশ,
সে সৌভাগ্য, ব্যথা-সমাকুল,
সেই শক্তি ঘৃণা করিবার,
সেই প্রাণ ভালোবাসিবার!
ওগো!
আমাকে ফিরায়ে দাও আমারি যৌবন।

বিদূষক ঃ

তাতো বটেই, বন্ধু আমার, যৌবন চাবে ফিরে,
সমরক্ষেত্রে শত্রু যখন ফেলবে তোমায় ঘিরে,
কিংবা যখন প্রিয়তমা রইবে কণ্ঠে ঝুলি, ২৮০
জবরদস্তি প্রেম যাচিবে, কইবে প্রেমের বুলি।
তোমায় যখন বিজয়মাল্য চোখ ইশারায় ডাকে,

সবার আগে দৌড়ে গিয়ে ধরতে হবে যাকে।
কিংবা ঘূর্ণীপাকে জোরে নাচটি সেরে যবে,
সুরার স্রোতে ভাসতে রাতে পরান উতল হবে।
কিন্তু সবার চেনা তোমার বীণাটিকে তুলে,
ধ্বনিয়ে সেটি মধুর স্বরে, সাহসে প্রাণ খুলে,
ভাঁড়ের সাথে লক্ষ্যে আপন এগিয়ে এখন চল,
প্রবীণ কবি! এই তো উচিত কাজটি তোমার হল।
এতেই পাবে মোদের খাতির পরান তোমার ভরে,
লোকে বলে প্রবীণ বয়স বালক মোদের করে,
তা নয় তা পায় মোদের ভিতর আসল বালকরে।

অধিকর্তা ঃ

রচিলে তোমরা বটে এতক্ষণ অনেক বচন,
দেখাও আমাকে কিছু কার্যও এখন।
যে সময়ে পরস্পরে
করিলে তোমরা এত সুখ্যাতি বর্ষণ
সে সময়ে কিছু কাজ পারিতে তো করিতে সাধন।
প্রেরণার কথা শুধু মুখে বলি হয় কিবা লাভ ?
বিলম্ব করাই শুধু যাহার স্বভাব,
প্রেরণা জাগেনা কভু হৃদয়ে তাহার। ৩০০
লভিলে যদি বা তুমি কবিকে তোমার,
সৃষ্টি কর কবিতা এখন !
তোমরা তো জানো ভালো আমাদের কিবা প্রয়োজন ?
প্রবল পানীয় !
এখনি করনা তার প্রস্তুতির ভালো আয়োজন।
সম্পন্ন করিতে যাহা না পারিবে আজ,

হইবে না কল্যও সে কাজ।
কভু না করিবে নষ্ট একটি দিবস,
সংকল্প তোমার সদা করিয়া সাহস
চাপিয়া ধরুক ঝুঁটি সর্ব সম্ভবের,
সম্ভব হবে না আর তব সংকল্পের,
সে কাজের ভার করা কভু পরিহার,
করিতেই হবে তাকে নিষ্পত্তি তাহার।
তোমরা তো জানো,
আমাদের রঙ্গমঞ্চে এই জার্মেনীর
সকলে পরীক্ষা করে নিজ নাট্যটির
অতএব
আজিকে তোমরা সবে এ-নাট্যশালার
সর্ব চিত্র, সর্ব যন্ত্র যথা ইচ্ছা কর ব্যবহার।
কর অপচয় ৩২০
স্বর্গের বৃহৎ ক্ষুদ্র সর্ব আলো আর
সর্ব তারা আকাশের।
পর্বত, আগুন, জল, পশুপক্ষী এই জগতের,
এই ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চোপরি,
বিশ্বের যা কিছু পাও আনো তাহা ধরি,
আর চল ক্ষিপ্র পদে অতি,
স্বর্গ হতে মর্তে আর, মর্ত হতে নরকের প্রতি।

স্বর্গের পূর্বরঙ্গ

[ঈশ্বর, দেবতা ও দেবদূতগণ, শেষে মেফিস্তোফেলিস্ নামক শয়তান]

রাফাএল ঃ

তারার সভায় আগেরি মতন,
গানের দ্বন্দ্বে গাহিছে তপন,
আর সমাপিছে অশনির বেগে
বিহিত আপন বিশ্বভ্রমণ।
দেখি এ দৃশ্য দেবদূতগণ
হয় বলীয়ান,
না বুঝেও এর নিগূঢ় কারণ
অতি মহীয়ান।
চিন্তার পার তোমার সৃজন,
যা ছিল আদিতে রয়েছে তেমন
অতি গরীয়ান।

গাব্রিএল ঃ

প্রচণ্ড বেগে, ৩৪০
প্রচণ্ড বেগে কল্পনাতীত,
অতি আভাময় ক্ষিতি ঘূর্ণিত।
বিকাশে দিবসে ত্রিদিবের জ্যোতি,
নিশীথে তিমির ভয়ানক অতি।
ফেনায় সাগর চূর্ণিত জলে
বিপুল নদের নগপদতলে।
সিন্ধু ও গিরি চিরকাল তরে
অতি দ্রুত ঘোরে মহা অম্বরে।

মিখাএল ঃ

ঝটিকা রণিত সরোষে
মাতিয়া ছুটিছে আহবে,
সাগর হইতে ভূমিতে,
সাগরে আবার সরবে,
প্রবল প্রকোপে হানে চারিধারে,
ঘাত শৃঙ্খল রুদ্র আকারে,
বিজলি ঝলকি উঠিছে চমকি,
দারুণ অশনিপথেরে আলোকি।
আবার তোমার দিবসে
হেরিয়া শান্ত শোভাতে,
নন্দিত তব দূতেরা
ধরার শান্ত প্রভাতে।

তিনজন একত্রে ঃ

দেখি এ দৃশ্য দেবদূতগণ
হয় বলীয়ান,
না বুঝেও এর নিগূঢ় কারণ
অতি মহীয়ান,
তোমার এমন মহান সৃজন,
ছিল যা আদিতে রয়েছে তেমন,
অতি গরীয়ান।

৩৬০

মেফিস্তোফেলিস্ (শয়তান) ঃ

মশায় যখন দয়া করে
এলেন হেথায় আবার,

নিলেন আবার খবর এমন
চলছে কেমন সবার,
আপনি আমায় স্নেহের চোখে
দেখেন সকল সময়,
সেবকগণের মাঝেও আজ
তেমনি দেখুন না হয়।
করুন ক্ষমা, কইতে কিন্তু
লম্বা বচন নারি,
তা, এঁরা সব হাসেন যদি
নাইকো তবু পারি।
আমার দশায় আপনিও ঠিক
হেসেই নিতেন জোরে, ৩৮০
হাসির বালাই আগেই নাহি
চুকিয়ে দিলে পরে।
রবির ধরার রকম সকম
নয়তো কিছুই জানি,
মানুষের যে বরাত খারাপ
এই কথাটি মানি।
আকারে আর ধরনে এই
খুদে দেবটি ধরার, ৩৮৮*
যেমন আজব ছিলেন আগে
অদ্যাপি সেই প্রকার।
ওঁর কপালটা অল্প একটু
হয়তো হত ভালো,

ওঁর মাথায় না ঢুকিয়ে দিলে
স্বর্গের কিছু আলো,
ওঁরাই যাকে বুদ্ধি বলেন,
যেটি ওঁরাই চাহেন,
যার বলেতে পশুর চাইতে
ওঁরাই পশু বনেন।
কর্তার পেলে অনুমতি
বলি আপন ভাষায়, ৪০০
এঁরা যেন লম্বা ঠ্যাঙের
মস্ত ফড়িং মশায়,
লম্ফ মেরে ওড়েন কেবল
উড়েই আবার লাফান,
ঘাসের ভিতর সেই পুরাতন
গান গেয়ে কান ফাটান,
ঘাসের ভেতর আগের মতন
আজও নিবাস খোঁজেন,
আর, এমন মন্দ জিনিসটি নেই
নাক যাতে না গোঁজেন।

ঈশ্বর ঃ

আর কিছু নাহি তব কহিতে আমারে ?
আস হেথা অভিযোগ শুধু করিবারে ?
পৃথিবীতে ভালো কিছু নাহি পাও কভু দেখিবারে ?

মেফিস্তো ঃ

না মহাশয় !
ধরায় দেখি সবই খারাপ সব সময়ে সব প্রকারে।

মানুষের এই দুঃখ দেখে আমারই যে দুঃখ জাগে,
ওদের আবার কষ্ট দিতে আমার বড়ই খারাপ লাগে।

ঈশ্বর ঃ

চেনো 'ফাউস্ত'কে ?

মেফিস্তো ঃ

আচার্যি মশায় ?

ঈশ্বর ঃ

সেবক মোদের।

মেফিস্তো ঃ

তাতো বটেই ! তাও আবার বিশেষ রকমের,
তাইতো খ্যাপার রোচে না পান আহার জগতের, ৪২০
বাতিকভরা মনটা উহার কেবল সুদূর খোঁজে,
তবে ও যে বদ্ধ পাগল অর্ধ সেটি বোঝে।
আকাশ থেকে চায় সদা ও উজল শোভন তারা,
জগৎ থেকে চায় আবার ও ভোগের সুখটি সেরা,
আর, দূরের বলুন, কাছের বলুন, দেখে যা সব চোখে,
কিছুতে ওর মন বসে না ঘোর বাতিকের ঝোঁকে।

ঈশ্বর ঃ

সেবিছে আমাকে বটে বিভ্রমে এখন,
ত্বরা ওকে জ্ঞানালোকে করিব গ্রহণ,
যখনি তরুতে ফোটে হরিৎ বরন,
মালি বোঝে ফুলফল ফলিবে কেমন।

মেফিস্তো ঃ

এমন ব্যাপার !
ফেলুন বাজি, হারান যদি সেবকটিকে আপন,

আমার পথেই আসেন যদি হর্ষে উনি চলে,
কেবল ওঁকে টানতে ধীরে আদেশ আমায় হলে।

ঈশ্বর :

জীবিত ও ধরাধামে রবে যত দিন
পেলে এ আদেশ।
লোক যদি কর্মে রত রহে অনুদিন,
রহেনা কখনো কেহ সদা চ্যুতিহীন।

মেফিস্তো ঃ

সত্যি নাকি ? তাহলে নিন ধন্যবাদ আমার,
চাইনি কোনো কালেই আমি মৃতের এ-ব্যাপার। ৩৪০
ভালোবাসি জ্যান্ত শরীর, মাংসভরা গাল,
মৃত নিয়ে ঘর করা তো আপদ চিরকাল,
এ যেন সব ইঁদুর নিয়ে ঘর করে বিড়াল।

ঈশ্বর ঃ

তাই ভালো তোমাকেই দিনু অধিকার,
চ্যুত করি লও তাকে মূল হতে তার,
আপনার হীনপথে করিও চালিত,
তবু দেখো রিপুবশে হলেও পতিত,
সুজন সজাগ রয়, পথ ফিরে পাবে সে নিশ্চয়,
পরম লজ্জায় তবে মেনো তুমি নিজ পরাজয়।

মেফিস্তো ঃ

ভয় করিনে এমন বাজি, জিতব এ ঠিক জানি,
কিন্তু ওকে লক্ষ্যে আমার আনব যখন টানি,
জিতটি আমার প্রাণ থেকে কি নেবেন তখন মানি ?

ওতো খাবেই পথের ধুলো, গিলবে ও তাই হেসে,
যেমন "মুমে" মোর জ্ঞাতিসাপ গেলে ভালবেসে।

ঈশ্বর :

অনুমতি দিনু আর,
যখনি চাহিবে তুমি যেও কাছে তার।
আমি কভু তোমাদের করি নাই ঘৃণা,
যারা মোরে করে অস্বীকার,
ক্ষুদ্র অতি মাঝে তার দুষ্টদের ভার।
মানুষের কর্মস্পৃহা অল্পে নিভে যায়, ৪৬০
তখনি সে নির্বিরোধ অলসতা চায়,
হেন সাথী দেই আমি তখনি তাহাকে,
যে উহাকে
নিত্য প্ররোচিবে আর করাইবে শ্রম,
শয়তান সম যাতে করে পরিশ্রম।
কিন্তু দেবতার প্রকৃত সন্তানগণ, ৪৬৬*
জীবন্ত সৌন্দর্যে কর পুলকিত মন।
যা চির প্রভবে আর বর্ধমান চিরকাল রয়,
চিরদিন যাহা প্রাণময়,
ভরিয়া থাকুক তাহা প্রেমেতে গভীর
তোমাদের পবিত্র আধার।
যে প্রকাশ ভাসমান নিয়ত অধীর,
নিত্য করি চিন্তা তার কর তাকে স্থির।

[ঈশ্বর, দেবতা ও দেবদূতগণের প্রস্থান]

মেফিস্তো [স্বগত] :

সময় সময় বুড়োর সাথে আলাপসালাপ করতে
ভালই লাগে, দেইনা তখন ঝগড়াঝাঁটি বাধতে,
এই দুনিয়ার সবার বড় কর্তা হয়ে কেমন
সহজ ভাবে শয়তান সাথে করলে আলাপ এখন !

প্রথম দৃশ্য

নিশীথ

[গুম্বজাকার ছাদযুক্ত সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে ঢালু টেবিলের পাশে
চেয়ারে উপবিষ্ট অস্থিরচিত্ত ফাউস্ত]

ফাউস্ত ঃ

করিনু তো হায়! অধ্যয়ন
আইন, দর্শনশাস্ত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান,
কি দুর্ভাগ্য, ধর্মশাস্ত্র আর, ৪৮০
পাঠ করি আদ্যোপান্ত, পরিশ্রম করিয়া দারুণ!
তবু আমি অভাগা বাতুল
রহিনু যে সেই বিজ্ঞ পূর্বে যাহা ছিনু!
কেহ কয় অধ্যক্ষ আমাকে,
আচার্য কেহবা,
দশেক বরষ দীর্ঘ ছাত্রদের ঘুরালাম কিবা,
নাসিকা ধরিয়া,
তির্যক, জটিল পথে, ঊর্ধ্বে নিম্নে আর,
বুঝিলাম অবশেষে,
সাধ্য নাই আমাদের জ্ঞানলাভ কিছু করিবার।
দাহিছে দারুণ কিবা এই বোধ হৃদয় আমার!
সত্য ইহা,
অধ্যক্ষ অথবা যাঁরা ধর্মগুরু হন,
কিংবা স্থূলেখক, বৈদ্য অথবা কথক,
জ্ঞান মোর ইঁহাদের হতে সমধিক!

নাহি মোর সন্দেহের কিছু,
নাহি দ্বিধা মোর,
নরকে বা শয়তানে নাহি করি ভয়।
কিন্তু হায় এরি তরে
হারালাম সর্বসুখ এই জীবনের!
নাহি মোর অভিমান, আছে সত্যজ্ঞান,
নাহি মোর অভিমান, কাহাকেও করি শিক্ষাদান,
অথবা সাধি যে কারো উন্নতিবিধান,
কিংবা আনি কোন বিবর্তন,
ভূসম্পদ কিংবা বিত্ত কিছু নাহি মোর,
নাহি মোর ঐশ্বর্য ধরার,
নাহিকো সম্মান,
কুকুরো চাহেনা হেন জীবন যাপিতে!
তাই আজ কুহকের লয়েছি শরণ।
যদি কোনো আত্মাশক্তি কিংবা তার বাণী
কহি দেয় বহু কিছু রহস্য ধরার!
তবে তো সমাপ্ত হয়
ঘর্মাক্ত হইয়া হেন সে কথা শিখানো,
যার কোনো সত্যজ্ঞান নাহি আছে মোর!
তবে তো জানিতে পারি,
কোন অন্তর্শক্তি বাঁধি রাখে এ-ধরণী!
দেখি যত বীজ তার,
আর তার শক্তিশালী বিকাশের লীলা!
তবে তো সমাপ্ত হয়, এই মোর কথার বেসাতি!

হে পূর্ণ চন্দ্রমা ! ৫২০
শেষবার দেখো মোর এ দারুণ ব্যথা ।
কত যে বিনিদ্র নিশা
কাটালাম তোমা সনে এই মোর টেবিলের পাশে !
এই সব পুঁথি আর পত্রিকার মাঝে,
হে বিষণ্ন বন্ধু, তুমি এসে দেখা দাও !
অহো !
যেতে যদি পারিতাম ঐ গিরিশিখর উপরে,
এই প্রিয় আলো মাঝে ভাসি,
ভ্রমিবারে অশরীরী আত্মাগণ সাথে
গুহা হতে গুহান্তরে !
ও প্রান্তর 'পরে
ভাসি রহি ঐ তব ধূসর কিরণে,
অবগাহি তব শিশিরেতে,
জ্ঞানের কুহেলী হতে মুক্তিলাভ করি
সুস্থ হতে যদি পারিতাম !

কী যন্ত্রণা !
এখনো আবদ্ধ রহ এই কারাগারে,
এই সিক্ত অভিশপ্ত বিষাদগহ্বরে
প্রাচীরবেষ্টনী মাঝে,
যেথা প্রিয় স্বর্গের আলোক ৫৪১
পশে শুধু ভেদ করি রঞ্জিত স্ফটিক !
ঠাসাঠাসি হেথা এই
স্তূপীকৃত, কীটদষ্ট, ধূলিময় পুস্তক পত্রিকা,

ধূমমসীলিপ্ত কাগজ যাহাকে রাখে
আবরিয়া উচ্চে ঐ গুম্বজ অবধি,
যন্ত্রপাতি পরিপূর্ণ রহে যার মাঝে,
পেটী, পানপাত্র বিক্ষিপ্ত সর্বত্র যেথা,
প্রবিষ্ট যাহার মাঝে পিতৃদত্ত গৃহ-আসবাব
এই তব বিশ্ব ?   ইহাকে সংসার কহ ?

জিজ্ঞাসিছ তবু,
প্রাণ কেন হৃদিমাঝে বদ্ধ রহে ত্রাসে ?
অকথিত ব্যথা কেন
রুদ্ধ করি রাখে নিত্য বিকাশ তাহার ?
জীবন্ত প্রকৃতি ত্যজি,
যার মাঝে ভগবান রচেছেন মানবজীবন,
রয়েছ আবদ্ধ এই ধূম আর পচনের মাঝে
চারিধারে কক্ষে তব
মৃতের কঙ্কাল যত পশু, মানবের !

ত্যজ ইহা !
বাহিরিয়া চল ঐ সুবিস্তৃত উন্মুক্ত ধরায়,
সাথে লহ মন্ত্রগ্রন্থ নস্ত্রদামুসের   ৫৬২
স্বহস্তে লিখিত।
উপযুক্ত সহচর হবে তো ইহাই।
তারার ধাবনরীতি ইহাই শিখাবে !
আর যদি শিক্ষা দেয় প্রকৃতি তোমাকে,
মুক্ত হবে আত্মাশক্তি তব,

শিখিবে কেমনে হয় বাক্যালাপ আত্মায় আত্মায় !
বিশুষ্ক তোমার এই চিত্তের নিকটে
বৃথা ঘোষে পুণ্য চিহ্ন এই পুস্তকের,
"অশরীরী আত্মাগণ ! ঘুরিতেছ চারিপাশে মোর,
কহ কথা যদি শোন মোর আবাহন !"

[গ্রন্থ খুলে "ম্যাক্রকস্‌মস্‌" বা বিশ্বযন্ত্র-চিহ্ন দর্শনে]

হা ৫৭৩*
সহসা এ দৃশ্যে বহে কী আনন্দ মোর
সমস্ত ইন্দ্রিয়ে !
সর্বস্নায়ু, সর্বধমনীতে
উদ্বেলিত উত্তপ্ত যৌবন,
উচ্ছলিত কিবা পুণ্য সৌভাগ্য নবীন !
কোন দেব এই চিহ্ন করিল রচনা ?
প্রশান্ত হইল মোর বিভ্রান্ত অন্তর।
উৎফুল্ল হইল মোর রিক্ত এ-হৃদয়।
যেন কোন গুপ্ত শক্তি উন্মোচিত করে
নিসর্গকে চারিপাশে মোর !
হনু কি দেবতা আমি ?
এত আলো ভরে মোর প্রাণে !
আত্মার সমুখে মোর এ বিমল দৃশ্যধারা মাঝে
লীলায়িত প্রকৃতির হয় কি প্রকাশ !
প্রথম বুঝিনু আমি ঋষিবাক্য এই পুস্তকের,
"হে সাধক ! রুদ্ধ নহে আত্মার জগৎ,
রুদ্ধ শুধু চিত্ত তব, স্তব্ধ শুধু হৃদয় তোমার,

উঠ,
লয়ে তব পার্থিব হৃদয়
নিশ্চিন্ত অন্তরে কর প্রভাতের রক্তালোকে স্নান।"

[উত্তম প্রকারে সেই চিহ্ন নিরীক্ষণ করে]

অণু সহ অণু মিলি বস্তু সব কিবা গাঁথি লয়,
এক অণু অন্য পরে করি ক্রিয়া হয় প্রাণময়,
শক্তিধারা স্বরগের অবিরল উঠিছে নামিছে,
স্বর্ণকুম্ভ ভরিয়া লইছে,
আশীর্বাদসুবাসিত প্রকম্পন নামি স্বর্গ হতে,
প্রবেশিয়া এ-ধরণী
ঝংকারি সকলি কিবা রচে সুসংগতি।
কিবা অভিনয়!
কিন্তু হায়, শুধু অভিনয়।
হে নিসর্গ অন্তহীন!
কোথা ধরি তব কায়? কোথা স্তন্য তব?
সর্বজীবনের ওগো তুমি মূলাধার,
স্বর্গ, মর্ত, সর্ব কিছু ভাসে নিত্য তোমারি ভিতর,
তোমা প্রতি নিত্য ধায় রিক্ত হৃদি মম,
তুমি বহ, তুমি ঢালো প্রাণে এত রস,
তবু কেন ব্যর্থতায় শুষ্ক এ-জীবন? ৬০৮

[গ্রন্থ উল্টাতে উল্টাতে, অতর্কিতে ক্ষিতিযন্ত্র-চিহ্ন দর্শনে]

কিবা ভিন্ন এই চিহ্ন ক্রিয়া করে আমার উপর! ৬০৯
হে ক্ষিতিআত্মন,
তুমি হও অতিশয় নিকট আমার।
এখুনি যে করি অনুভব,

শক্তি মোর হয় সমুন্নত!
প্রাণ যেন দীপ্ত হয় নব্য-সুরাপানে।
বক্ষে ভরে বিপুল সাহস,
বাহিরিয়া যেতে এই ধরণীর মাঝে,
বহিতে এ ধরিত্রীর সর্ব দুঃখসুখ,
যুঝিতে ঝঞ্ঝার সনে, অর্ণবপোতের
ভাঙ্গনস্বননে কভু ভীত নাহি হতে।
মেঘ জমে শিরোপরে— ৬২০
চন্দ্র তার কিরণ নিবারে—
দীপ হল নির্বাপিত—
বাষ্প ওঠে—
মস্তকের চারিধারে রক্তশিখা স্ফুরে—
ভীষণ তরঙ্গ নামি গুম্বজ হইতে
প্রকম্পিত করে দেহ মোর!
স্পষ্ট করি অনুভব, হে বঞ্চিত আত্মা,
ঘুরিছ তো চারিপাশে মোর!
হও উন্মোচিত!
হা!
হৃদয় আমার হয় কিবা উদ্বেলিত!
ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে মোর হয় উচ্ছলিত
কি নবীন অনুভূতি!
সমস্ত হৃদয় মোর সঁপিনু তোমায়,
দেখা দাও!
তাহে যদি যায় প্রাণ, যাক, যাক তাহা,
অবশ্য, অবশ্য দেখা দাও!

[গ্রন্থ ধারণপূর্বক ক্ষিতিযন্ত্র-চিহ্নের গুপ্তমন্ত্র উচ্চারণ, রক্তবর্ণ অগ্নিশিখার স্ফুরণ, তার মধ্যে ক্ষিতি-আত্মার আবির্ভাব]

ক্ষিতি-আত্মা :

কে ডাকিছ মোরে ?

ফাউস্ত [মুখ ফিরাইয়া] **:**

কী ভীষণ এ-আনন !

ক্ষিতি-আত্মা :

আমাকে করিলে তুমি তীব্র আকর্ষণ, ৬৪০

মোর ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল করিলে সাধন,

আর যে এখন—

কী যন্ত্রণা !

সহিতে তোমাকে আমি নাহি পারি আর !

ক্ষিতি-আত্মা :

রুদ্ধশ্বাসে করিলে প্রার্থনা,

শুনিতে আমার ধ্বনি,

পাইতে দর্শন মোর !

দুর্নিবার সে তোমার প্রাণের আহ্বান

তীব্র আকর্ষিল মোরে,

তাই হেথা আসিনু এখন।

কিন্তু কি দারুণ ভীতি শিহরিছে সর্ব দেহ তব,

হে অতি-মানব !

কোথায় তোমার সেই পরানের ডাক ?

কোথা বা সে হৃদয় তোমার

আপনার মাঝে যাহা
সৃজিত, পালিত আর করিত ধারণ
নূতন ধরণী ?
আনন্দের শিহরণে হয়ে যাহা কিবা উচ্ছলিত
চাহিত হইতে নিত্য আমাদের আত্মাদের সম !
নিত্য যার কণ্ঠস্বর ধ্বনিয়াছে শ্রবণে আমার।
আসিতে নিকটে মোর যে চাহিত সর্বশক্তি সহ। ৬৬০
তুমি সেই ?
অন্তরের অন্তস্তল তব
হয়েছে শঙ্কিত মোর তেজের প্রভাবে
বক্রমুখ ভীত কীট সম !

ফাউস্ত ঃ

হে মূর্ত অনল !
ভয়ে নাহি সরি যাব তোমা হতে আমি !
আমিই ফাউস্ত—তুল্য তব !

ক্ষিতি-আত্মা ঃ

জীবন-প্রবাহে,
কর্ম-তুফানে
ভাসিয়া সদাই,
উর্ধ্বে, নিম্নে,
এ-দিকে, ও-দিকে
চারিদিকে ধাই,
কভু জীবনের, ৬৭৪*
কভু মরণের,
রচি অনিবার

বদলি, বদলি
দীপ্ত প্রাণের
চির পারাবার।
এইরূপে বুনি
কালের সরব
তাঁতে পরিধান,
বস্ত্র সজীব,
যাহা আবরিয়া
রাখে ভগবান। ৬৮৫

ফাউস্ত ঃ

বিস্তীর্ণ ভুবনব্যাপী নিরলস হে ক্ষিতি-আত্মন!
কিবা তব তুল্য আমি করি অনুভব।

ক্ষিতি-আত্মা ঃ

তুমি তুল্য সে আত্মার যাকে তুমি বোঝ,
নহে মোর। [অন্তর্ধান] ৬৮৭

ফাউস্ত [ভেঙে পড়ে] **ঃ**

নহি মাত্র তোমারো সমান ?
ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি আমি, ৬৯১
তবু আমি নহি মাত্র তোমারো সমান!
[দ্বারে করাঘাত]
হা মরণ! এতো জানি, কেবা এই জন!
সহকারী অধ্যাপক এতো সেই মোর!
বিনষ্ট হইল হায় এ সুন্দর সৌভাগ্য আমার।
এ পূর্ণ আনন্দমাঝে এ-দরশনের -
আসে কিনা অকস্মাৎ শুষ্ক নিশাচর!

[পরিধানে শয়নবস্ত্র, মস্তকে টুপি ও মোমবাতির আলো হাতে "ভাগ্‌নারে"র প্রবেশ। বিরক্ত হয়ে 'ফাউস্ত' অন্যদিকে মুখ ফেরালে]

ভাগ্‌নার ঃ

ক্ষমিবেন মোরে,
শুনিলাম উচ্চে কিবা করিছেন পাঠ।
ভাবিলাম, বিয়োগান্ত কোন নাট্য গ্রীসের নিশ্চয়। ৭০০
এই শাস্ত্রে কিছু শিক্ষা লভিবারে চাই,
কারণ এখন এর বৃহৎ প্রভাব।
বহুবার বহুলোকে কহিতে শুনেছি
নট পারে পুরোহিতে ভালো শিক্ষা দিতে।

ফাউস্ত ঃ

হঁ্যা!
পুরোহিতো যদি হন নট-প্রকৃতির।
হবেন বা আজকাল অনেকে অমন!

ভাগ্‌নার ঃ

কিন্তু হায়!
বদ্ধ থাকি রাত্রদিন পাঠাগারে এই,
নাহি দেখি পৃথিবীকে ছুটির দিনেও,
মাঝে মাঝে দেখি শুধু দূর থেকে দূরবীন দিয়ে
কেমনে শিখাব মোরা মনুষ্যেরে বক্তৃতা করিয়া?

ফাউস্ত ঃ

অনুভূতি না থাকিলে,
পারিবেনা কোন দিন এ-কার্য সাধিতে,
বাণী তব নাহি হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয় হইতে,

পারিবে না কোন দিন আদিশক্তিবলে, অনায়াসে
শ্রোতাদের হৃদয় জিনিতে।
হইবে বিফল শুধু, দিবে জোড়াতালি,
পরের উচ্ছিষ্ট যত করি আহরণ
রাঁধিবে ব্যঞ্জন, ৭২০
ফুৎকারি আপন ভস্ম বাহির করিবে
কিছু বহ্নি প্রাণহীন,
বালক ও বানরের সৃজিয়া বিস্ময়,
কর তাই, যদি তাই অভিরুচি হয়।
কিন্তু তব বাণী
নাহি হয়ে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
পারিবে না কোন দিন
হৃদয়ে হৃদয়যোগ করিতে স্থাপন।

ভাগ্‌নার ঃ

শুধু বক্তৃতাও বক্তাদের
সৌভাগ্য গড়িতে পারে।
বুঝিলাম,
রয়েছি এখানো পড়ি অনেক পশ্চাতে।

ফাউস্ত ঃ

চেষ্টা কর ন্যায্যপথে ভাগ্য গড়িবার,
হবেনা কখনো
স্বর আর ব্যঞ্জনের শব্দময় প্রলাপী বাতুল!
বিদ্যা যদি অল্প হয় তবু
বুদ্ধি আর সত্যচিন্তা নিজ হতে হয় অগ্রসর
সত্য কিছু কহিবার থাকিলে তোমার

প্রয়োজন নাহি রয় কথা খুঁজিবার।
বক্তৃতা চমকপ্রদ আর যত হয় তোমাদের, ৭৪০
তাহা তো প্রসাদহীন,
পরের চিন্তার যত চর্বিতচর্বণ,
কুহাচ্ছন্ন পবনের ন্যায়
পারে শুধু মর্মরিতে শরতের শুষ্কপত্রগুলি।

ভাগ্‌নার ঃ

ভগবান!
বিদ্যা তো অসীম আর জীবন ক্ষণিক।
অধ্যয়নকালে যবে করি বিশ্লেষণ,
হৃদয়ে ও প্রাণে মোর জাগে কিবা ভয়!
বুঝি তো তখন,
কি কঠিন সূত্রটির মূলে পঁহুছানো!
ভয় হয়, অর্ধপথে বুঝিবা মানুষ
হারায় জীবন।

ফাউস্ত ঃ

পুরাতন পুঁথি মাঝে পাবে সেই পবিত্র নির্ঝর,
একটি গণ্ডূষ জল পান করি যার,
তৃপ্ত হবে চিরতরে জ্ঞানের পিপাসা?
আপন অন্তর হতে উৎসারিত হয়নি যে জ্ঞান,
অন্তরের মাঝে তাহা আনে না প্রসাদ।

ভাগ্‌নার ঃ

ক্ষমা করিবেন!
অপার আনন্দ এতো,
কালচিন্তা অধ্যয়নে নিমজ্জিত থাকা! ৭৬০

ঠিক বোঝা,
পুরাকালে জ্ঞানীজন ভাবিতেন কিবা,
আর আজ কী উপায়ে সেই চিন্তাধারা
আগায়ে এনেছি মোরা আরো কত দূর !

ফাউস্ত :

ও হ্যাঁ ! তারার সমীপে !
বন্ধু শোন, আমাদের কাছে
সপ্তমুদ্রাবদ্ধ গ্রন্থ অতীত কেবল।
আর যাকে কালচিন্তা কহ,
তাতো শুধু নিজচিন্তা আধুনিক লেখকগণের,
অতীতের প্রতিবিম্ব তাহে কিছু বিচিত্রিত হয়।
কিন্তু হায়,
অধিকাংশ এ-সকল অতীব নীরস,
জঞ্জালের পাত্র শুধু আবর্জনা-ভরা
যা হতে পলায় লোক প্রথম দর্শনে !
বড় জোর পাবে তাতে আড়ম্বরময়
তীব্র উপদেশপূর্ণ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা,
কাষ্ঠপুত্তলীর মুখে যাহা শোভা পায়।

ভাগ্‌নার :

জগতের আর
হৃদয়মনের কথা সর্ব মানবের,
কিছু তো তাহার সকলে জানিতে চায়। ৫৮০

ফাউস্ত :

ও হ্যাঁ ! লোকে যাকে জানা কয়।
কিন্তু সাধ্য কার শিশুটিকে ডাক দেয়

উচিত নামেতে তার ?
এ কথা জানিয়া ভালো যেই কয় জন
বাতুলের ন্যায়,
করে নাই হৃদয়ের বেগ সম্বরণ,
করেছে জনতা কাছে অন্তরমোচন,
মর্মকথা উদ্ঘাটন, লোকে তাহাদের
করিয়াছে ক্রুশবিদ্ধ কিংবা দগ্ধ নগ্ন চিতানলে।
বন্ধু মোর !
হয়েছে গভীর রাত্রি, বিশ্রামের হল এ সময়।

ভাগ্‌নার :

আপনার সাথে হেন উচ্চ তত্ত্বালাপে
যাপিবারে সারা নিশি পারি আমি প্রফুল্ল অন্তরে
অনুমতি দেন যদি,
পুনরায় কল্য প্রাতে, ইস্টারের প্রথম দিবসে,
জিজ্ঞাসিব আরো কিছু।
পরম উৎসাহে আমি করি অধ্যয়ন,
শিখিয়াছি বহু কিন্তু চাহি সর্বজ্ঞান।

[প্রস্থান]

ফাউস্ত [একাকী] **:**

সারহীন বাহ্য যারা চায়,
চিত্ত হতে তাহাদের আশা কভু লুপ্ত নাহি হয়। ৮০।
লুব্ধ হাতে ভূমি খোঁড়ে রত্নের আশায়,
তুষ্ট কিবা হয় তারা ক্রিমিলাভ করি !
উচিত কি ছিল হেন নরকণ্ঠ ধ্বনিল হেথায়,
আত্মশক্তি সমাবৃত ছিলাম যেথায় ?

কিন্তু তবু এইবার দীনতম ধরণীসন্তান,
লহ মোর হৃদয়ের বহু ধন্যবাদ।
দারুণ হতাশা হতে বাঁচালে আমায়,
চেয়েছিল যাহা মোর চিত্ত বিনাশিতে।
অহো! দৈত্য সম কী বিরাট
হল সেই দীপ্ত আবির্ভাব!
হয়ে গেনু ক্ষুদ্র কিবা বামনের প্রায়!
আমি, প্রতিমূর্তি ঈশ্বরের,
ভেবেছিনু চিরসত্যদর্পণের হনু সন্নিকট,
হনু তাঁর সহকারী স্বর্গজ্যোতি, জ্ঞানালোক মাঝে,
সকল-বন্ধনমুক্ত বসুধাতনয়!
হনু আমি শক্তিশালী দেবদূত হতে,
যারা করে প্রকৃতির সর্ব ধমনীতে
যথা ইচ্ছা তথা বিচরণ,
দেবতাজীবন ভুঞ্জে সৃষ্টিশক্তিশালী!
কিবা মিথ্যা পরিমাপ করেছিনু মোর!
কি দারুণ প্রায়শ্চিত্ত করি এইবার! ৮২০
অশনিনির্ঘোষমাত্র স্থানচ্যুত করি দিল মোরে!

নাহি মোর অধিকার তোমা সম ভাবিতে আমায়।
পেয়েছিনু কিছু শক্তি আকর্ষিতে তোমাকে হেথায়,
রাখিতে তোমাকে কিন্তু নাহি শক্তি মোর।
সে মহামুহূর্তে আমি করি অনুভব,
কিবা ক্ষুদ্র আমি আর কত বা মহান!
হে নিঠুর! দিলে ঠেলে পুনরায় মোরে

মনুষ্যনিয়তি মাঝে হেন অনিশ্চিত।
কে শিখাবে মোরে এইবার
কোন পথ করি পরিহার ?
হৃদয়ের সে প্রেরণা অনুসরি আর কি এখন
হব অগ্রসর ?
কর্মও তেমনি হায় দুঃখও যেমন
জীবনের পথে রচে কী দুস্তর বাধা !

রচুক তোমার মন চিন্তামালা অতীব মহান,
অমনি তাহার মাঝে নিত্য প্রবেশিবে
আবিলতা আর ততোধিক আবিলতা।
ধরার সম্পদ যদি করিলে অর্জন,
হয়ে যায় তাও হায় শেষে
উচ্চ প্রকারের কোন মায়া, প্রবঞ্চনা !
মহীয়ান অনুভূতি যত, ৮৪০
যার বলে বৃদ্ধি পায় মোদের জীবন,
জগতের কোলাহল মাঝে
হয়ে যায় তাও হায় কত না বিকল !

কল্পনা যদি বা করো বহু আশা লয়ে
উড়ে যায় দুঃসাহসে অসীমের বুকে,
কালঘূর্ণাবর্তে ভাগ্য তার
বার বার হয়ে প্রতিহত,
বদ্ধ হয় অবশেষে ক্ষুদ্র সীমা মাঝে।
অমনি বাঁধিবে বাসা দুশ্চিন্তা তখন

গভীর হৃদয়ে,
রচিবে সেথায় কত গোপন যন্ত্রণা,
হবে তার চঞ্চল প্রভাব,
করিবে বিনষ্ট হায় সর্ব শান্তি, সর্ব সুখ আর
নূতন গুণ্ঠন নিত্য করিবে ধারণ,
হয় তাহা দেখা দিবে গৃহভূমিরূপে,
নহে তো কলত্র কিংবা পুত্রকন্যারূপে,
অথবা বহ্নি বা বন্যা, অস্ত্র কিংবা গরলের রূপে।
সর্বাধিক তাহারি সন্ত্রাস,
নাহিকো অস্তিত্ব যার।
যা কখনো হয়নিকো হারা,
তারি তরে নিরন্তর কত না বিলাপ।

দেবতুল্য নহি আমি, সে চিন্তা দুরাশা,
আমি হনু ক্রিমিসম,
চরে যাহা ধুলির ভিতর,
করিয়া আহার ধুলি রহে যা জীবিত,
যতদিন পথিকের ভীম পদাঘাত
করিয়া বিনষ্ট তাকে নাহি দেয় ধুলির সমাধি!

সু-উচ্চ দেয়ালে এই সহস্র তাকের
বেষ্টনীর মাঝে আমি আবদ্ধ যে আছি,
একি নহে ধুলি এর যতেক জঞ্জাল,
সহস্র রকম যার মূল্যহীন আড়ম্বর মোরে
গতিহীন করি রাখে কীটের জগতে?

আমার অভাব পূর্ণ করিবে এ-সব ?
সহস্র সহস্র এই পুস্তকের মাঝে
কী পড়িব ?
সেই এককথা, সর্ব স্থানে সর্ব লোক
নিত্য দুঃখ পায়,
হেথা সেথা কেহ কভু হয় ভাগ্যবান ?
দন্ত বিকাশিয়া ঐ কি কহিছ মোরে
শূন্যগর্ভ মনুষ্য-করোটি ?
তোমারো মস্তিষ্ক কভু আমারি মতন
বিভ্রান্ত অন্তরে শুধু খুঁজেছিল মধুর দিবস,
খুঁজেছিল জ্ঞানের আলোক,
ভ্রান্তপথে শুধু হায় গভীর আঁধারে
পরম উৎসাহে !

ঐ যন্ত্রপাতি ! লয়ে তোমাদের যত
ঘর্ষণ-পেষণ-যন্ত্র, চক্র, দন্ত আর
উপহাস কর কি আমাকে ?
প্রকৃতির দ্বারে এসে একদিন ভেবেছিনু আমি
বুঝিবা তোমরা তার চাবি ।
তোমরা নিপুণ বটে তবু পারিলে না
খুলিতে অর্গল তার ।
দিবসের প্রখর আলোকে
নিসর্গ যে রহস্যের আবরণ পরে,
কেহ নাহি পারে তাহা করিতে হরণ ।
মানসের নিকটে তোমার
প্রকৃতি যা নিজে নাহি করে উন্মোচন,

স্ক্রু আর লিভার দ্বারা তাহাকে কখনো
পারিবে না জোর করি সেই বস্তু করাতে প্রদান। ৯০০
এই সব পিতৃদত্ত গৃহ-আসবাব,
আছে হেথা যেই হেতু পিতা মোর কভু
করেছিল ব্যবহার, নহে মোর কোন প্রয়োজনে।
পুরাতন পুঁথি যত ধূমমসীলিপ্ত হও হেথা,
যতদিন এ দীপ জ্বলিছে,
আজ ভাবি, করি নাই কেন হায় এই অল্প কিছু
পূর্বে অপচয় ?
তাহলে তো এ অল্পের বোঝা
এমন ঘর্মাক্ত মোরে করিত না আজ !
যদি চাও ভুঞ্জিবারে পৈতৃক সম্পদ,
উপার্জন কর তাহা নূতন করিয়া।
বর্তমান যাহা দেয় তারি শুধু হয় প্রয়োজন,
প্রয়োজন নাহি যার, তাতো শুধু দুর্বিষহ ভার !

কিন্তু কেন দৃষ্টি মোর ঐ স্থানে আকর্ষিত হয় ?
ক্ষুদ্র ঐ শিশিটি কি নয়ন-চুম্বক ?
কেন ভাসে আরবার প্রাণে মোর এ মধুর আলো,
রজনীতে যথা ভাসে চন্দ্রালোক কানন মাঝারে ?

একটি বোতল তুমি লহ অভিনন্দন আমার।
শ্রদ্ধাসহ তোমাকেই লইব নামায়ে।
মানুষের যত বিদ্যা, যত রসজ্ঞান
নিহিত তোমায়,

মান্য করি তাকে অতিশয়। ৭২০
জগতের যত কিছু পুণ্য নিদ্রারস
তুমি তার সার,
মরণ-প্রদানকারী যতকিছু সূক্ষ্ম ক্ষমতার
তুমি সারাৎসার!
আমি তব অধিকারী, কর কৃপা আমাকে এবার।
হেরিলে তোমাকে মোর সর্ব ব্যথা দূর হয়ে যায়,
ধরিলে তোমাকে মোর সর্ব ক্রিয়া মন্দীভূত হয়,
প্রাণের জোয়ার মোর ধীরে ধীরে হয়ে যায় ক্ষীণ,
লয়ে যাও মোরে ঐ বিশাল সাগরে,
চরণের তলে মোর ঝলকিবে জলসমতল,
নূতন দিবস মোরে ডাক দিল নূতন সৈকতে।

আসে ভাসি, দুলি দুলি, অগ্নিরথ নিকটে আমার,
হয়েছি প্রস্তুত,
প্রবেশিব এইবার নব পথ ধরি ৭৩৪*
ইথারপ্লাবিত ঐ অম্বর মাঝারে,
বিমল প্রয়াসক্ষেত্রে, নবীন জগতে,
দেবতা-পুলক-স্নাত মহান জীবনে। ৭৩৭*
কিন্তু তুমি ক্রিমিমাত্র এখনো যে হও,
আছে তব এই অধিকার?
আছে, আছে!
পৃথিবীর আদিত্যেরে রাখো শুধু পশ্চাতে তোমার
সংকল্প করিয়া দৃঢ়!
সাহসে করিয়া ভর

ভাঙো সে দুয়ার যাহার নিকট হতে
সকলে পলায় ভয়ে।
এসেছে সময়,
কর্ম করি দাও পরিচয়,
দেবতার মহত্ত্বসমীপে
মনুষ্যমর্যাদা নাহি মানে পরাজয়।
হবে না কম্পিত সেই অতীব ভীষণ
তমিস্রগহ্বরদ্বারে, কল্পনা যাহার
আনে মানুষের প্রাণে ভীষণ সন্ত্রাস!
চল সেই নরকবিবরে,
জ্বলে যার ক্ষুদ্র মুখে নিরয়ের সমস্ত অনল,
ফুল্ল মনে দৃঢ় পদে হও অগ্রসর,
তাহে যদি আসে এ-বিপদ,
মহাযাত্রা মহাশূন্যে, তবে তাই হক।

এস নেমে এস তুমি হে বিমল স্ফটিক আধার,
মুক্ত হয়ে এস তব পুরাতন আবরণ হতে।
দীর্ঘকাল ভাবি নাই তোমার বারতা।
পিতা, পিতৃব্যের আনন্দ ভোজের মাঝে ৯৬১*
কি অপূর্ব শোভা পেতে তুমি!
গম্ভীর অতিথিগণে কা আনন্দ করিতে প্রদান,
তোমাকে তুলিয়া দিত একজন যবে
অপরের হাতে!
করিত তাহারা যবে মদ্যপাত্র চুমুকে নিঃশেষ
পাঠ করি ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র সব রঙীন ছবিতে,

আছে যাহা বিচিত্রিত
গাত্রে তব কারুকার্যে অতি অপরূপ। ৯৬৯*
মনে পড়ে যৌবনের বহু প্রিয় যামিনীর কথা।
কিন্তু আজ দিব না তো তোমাকে তুলিয়া
পাশের কাহারো হাতে।
নাহি করি পরিহাস তব গুণ প্রতি,
জানি আছে তোমারি ভিতরে সেই রস
পানে যার হয়ে যায় দেহমন নিমেষে বিবশ।
তোমারি ভিতরে পূর্ণ সে রাঙা গরল,
যাহাকে করিনু আমি আজি নির্বাচন।
হয়েছি প্রস্তুত,
পরান ভরিয়া পান করিব এবার
মোর জীবনের এই সর্বশেষ পান, ৯৮০
উচ্ছ্বসিত এ-অভিনন্দন
দিয়ে যাই দিবাকরে যে আসে এখন।

[ফাউস্ত বিষপাত্র মুখের নিকট আনতেই বহু গীর্জার বহু ঘণ্টা ধ্বনিত হয়ে উঠল। ইস্টারের আগমন সূচিত হল]

দেবদূতগণের মিলিত গান ঃ

যীশুর উদয় হল আরবার
মরণতাপিতে পুলক অপার,
যাদের বেঁধেছে অমঙ্গলের
তীব্র বেদনা নরজনমের।

ফাউস্ত ঃ

কি গম্ভীর ধ্বনি এই, কি নির্মল স্বর,
কাড়ি লয় বিষাধার মুখ হতে মোর!

হে বিপুল ঘণ্টাধ্বনি,
সূচিত হল কি এই ইস্টারের প্রথম ঘটিকা ?
হে গায়কগণ, গাহিছ কি
সে অপূর্ব সান্ত্বনার গান,
দেবদূতগণ যাহা গেয়েছিল সেই
খৃষ্টসমাধির রাতে ?
ঘোষণা যা করেছিল আজিকার এ নববিধান ?

নারীগণের মিলিত গান :

ভক্ত আমরা যীশুর আপন,
শোয়ানু তাঁহাকে করিয়া যতন,
মাথানু সুবাস পেলব শরীরে,
শ্বেত পরিধানে আবরিণু ধীরে,
আজ দেখি হায় সে তনু তাঁহার ১০০০
কোথা তিরোহিত, হেথা নাহি আর।

দেবদূতগণের মিলিত গান :

উত্থান হল যীশুর আবার,
পুণ্যপরান প্রেমঅবতার,
এ পরীক্ষায় দুঃখের অতি
উত্তরি হয় ব্যথার বিরতি।

ফাউস্ত :

হে কোমল শক্তিশালী ত্রিদিবের ধ্বনি,
বাজো সেথা চারিধারে
কোমলপরান যেথা করে অধিবাস।
শুনি বটে বাণী তব নাহি তাহে বিশ্বাস আমার।
শুধু বিশ্বাসের হয় প্রিয়শিশু এমন বিস্ময়।

যেথা হতে আসে এই পবিত্র বারতা,
সাহস নাহি তো মোর যাইতে সেথায়।
কিন্তু তবু এই ধ্বনি শুনিয়াছি বাল্য হতে মোর,
আজিকেও ইহা
লয়ে যায় মোরে সেই বালকজীবনে,
যবে এই পুণ্য রবিবাসরের দিনে
শিরে মোর বরষিত স্বর্গের চুম্বন,
করিত গগন পূর্ণ ঘণ্টাধ্বনি এমনি গম্ভীর,
প্রাণ হতে করিতাম পুলকে প্রার্থনা,
কি সে এক চিন্তাতীত পবিত্র প্রেরণা, ১০২০
কাননে প্রান্তরে মোরে লয়ে যেত টানি,
গণ্ডে মোর প্রবাহিত তপ্ত অশ্রুজল,
ভাবিতাম,
নূতন ধরণী বুঝি হল বিরচিত।
যৌবনেরে ঘোষিত এ-গীত,
এল নব প্রাণবন্ত কেলী,
এল মুক্ত সৌভাগ্য সুন্দর
বসন্তের উৎসবের মাঝে।
অনুভূতিপূর্ণ এই শৈশবের স্মৃতি
নিবারিল সর্বশেষ এই চেষ্টা মোর,
হে সুমিষ্ট স্বর্গীয় সংগীত,
হও ওগো, হও ওগো, নিয়ত ধ্বনিত,
হইলাম পুনরায় ধরার তনয়।

[বিষপাত্র ত্যাগ]

খৃষ্টতরুণদের গান ঃ

কবরিত যিনি ছিলেন ভিতরে,
জীবিত শরীরে এলেন উপরে।
অপরূপ তাঁর হল আরোহণ,
বিকাশকামনা বিকচ এখন,
সৃজন-পুলক-রমিত জীবন।
এ ধরার বুকে আমরা কেবল
রহিনু সহিতে যাতনা সকল। ১০৪০
ফেলে গেলে তুমি সকল স্বজনে
বিরহ-বিধুর-পরানে পিছনে,
হে প্রভু আমরা কাঁদি যে বেদনে,
শান্তি তোমার পাই বা কেমনে?

দেবদূতগণের মিলিত গান ঃ

হল পুনরায় যীশুর উদয়,
দূষিত কবর বিদূরিত হয়,
দিবেন মুক্তি টুটিয়া বাঁধন,
দুঃখবিহীন নন্দিত মন।
ভক্তহৃদয়ে গাহ তাঁর জয়,
ভ্রাতার মিলনে ভোজনসময়,
দিকে দিকে তাঁর করিবে প্রচার,
আনন্দ তাঁর, আশিস তাঁহার,
প্রভু এসেছেন নিকটে তোমার,
তোমাদেরি তরে আগমন তাঁর।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শহরের প্রকাণ্ড তোরণদ্বার

[তোরণের ভিতর দিয়ে রাজপথের উপর বহু প্রকারের লোক ইস্টারের প্রথম ছুটির দিনে, ইউরোপীয় বসন্তের অপূর্ব জলহাওয়ায় শহরের বাইরে আনন্দ করতে যাচ্ছে]

একদল যুবক কারিগর ঃ

ওরে তোরা যাস্ কোথা ওধারে ?

দ্বিতীয়দল যুবক কারিগর ঃ

শিকারী-সরাই যেথা মোরা যাই সেথা রে।

প্রথমদল ঃ

মোরা যাই যেথা কল, সেথায় বেড়াই ।

এক যুবক কারিগর ঃ

আমি বলি, চল্ যেথা নদীর সরাই।

দ্বিতীয় কারিগর ঃ

সেই পথে ভালো কিছু দেখিবার নাই।

দ্বিতীয়দল ঃ

করবি কি তুই বল ? ১০৬০

তৃতীয় কারিগর ঃ

সবার সঙ্গে চলে যাই।

চতুর্থ কারিগর ঃ

চল্ গিয়ে গড়গাঁয়ে হইগে চড়াই,
সুন্দরী মেয়ে আর সেরা মদ ঠিক পাবি ভাই,
আর হবে কী মজাই, হৈ হৈ কতই লড়াই !

পঞ্চম কারিগর :

বন্ধু তুই যে হলি দেখি বড়ই ফুর্তিবাজ !
তৃতীয়টি বার কি রে চুলকে উঠল পিঠ আজ ?
ভয় করি ঐ গাঁয়ে, নাইকো হোথায় গিয়ে কাজ।

এক পরিচারিকা [অপরাকে] **:**

না লো না, শহরে ফিরে ফের যাই চলে।

দ্বিতীয়া :

সেথা সে দাঁড়িয়ে আছে যে লো ঝাউ তলে।

প্রথমা :

এটি তো আমার কাছে নহে সুখবর,
সে তো যাবে তোর সাথে তোর সে দোসর,
খোলা মাঠে প্রতি নাচ নাচবি দুটিতে,
মোর কিবা এসে যায় সে হাসিখুশিতে ?

দ্বিতীয়া :

যাবি তো লো সেথা তুই বড় খুশিতে,
সে বলেছে মোরে আজ তোকে বলিতে,
বাবরিওয়ালা তোর সেই সেঙাতো,
রবে ঠিক তার সাথে আজ সেথা তো।

ছাত্র

মরে যাই ! ঐ দেখ,
হাঁটছে ডবকা ছুঁড়ী দেখ, হাঁটে কিবা ঠাটে ভাই !
ওরে আয়, জোরে আয়, উহাদের সাথে মোরা যাই,
তামাকটা কড়া হবে মদ হবে জোরালো বিয়ার, ১০৮০
মেয়ে এক সাজাগোজা পছন্দ এই তো আমার !

ভদ্রমহিলা ঃ

খাসা সব ছেলেরা, শোনো কথা ফিরে চাও,
ভালো ঘরে মেশা তো, যদি চাও তাও পাও,
দাসীদের পিছনে, লাজ নেই তবু ধাও ?

দ্বিতীয় ছাত্র [প্রথমকে] ঃ

অতো জোরে যাস্ নে রে ফিরে দেখ্ পেছনে,
সেজে গুজে খাসা দুটি মেয়ে আসে এখানে,
ওরি এক হরে মন, হয় প্রতিবাসিনী,
দেখ্ ফিরে, চলে ধীরে, ওরা হবে সাথিনী।

প্রথম ছাত্র ঃ

নারে ভাই, ছাড়্ মোরে, জোর ভালোবাসিনে,
জোরে আয়, না হলে ও-বুনো ছুঁড়ী পাবিনে,
শনিবারে ঝাঁটাটিরে যার হাত চালাবে,
রবিবারে সেই তোকে খুব সুখে মাতাবে।

একজন নাগরিক ঃ

মোটে ভালো লাগে না এ নূতন মেয়র,
গদি পেয়ে কিবা তাঁর বেড়েছে গুমর !
কী বা ভালো শহরের করেছেন উনি ?
রোজ এর দুর্দশা বাড়ে না কি শুনি ?
হুকুম কিন্তু শুনবে রোজই ওঁর,
খাজনাটি রোজ যাচ্ছে বেড়েই জোর।

এক ভিখারী [গান] ঃ

সুন্দরী মহিলা ও মহাশয়দের
গাল কিবা লাল আর বাহার সাজের, ১১০০
আমারো অভাবে সবে ফেলুন নজর,

করুণা করুন কিছু আমারো উপর।
বৃথায় না করি যেন হেথায় এ-গান,
পায় তারা কত সুখ যারা করে দান।
পালেন সকলে এই পরবের দিন,
আজ মোর রোজগার ভালো হতে দিন্।

দ্বিতীয় নাগরিক :

দূর দেশে ঐ তুরস্কেতে
চলবে যখন জবর লড়াই,
মাথার খুলি ফাটায় কেমন
পরস্পরের লোকরা সবাই,
লড়তে লড়তে হাঁক কি ছাড়ে
কেমন করে লড়াই চালায়,
রোববারে আর ছুটির দিনে
শুনতে ভালো লাগে বেজায়।
জানলায় বসে মদের গেলাস
শেষ করি আর দেখি হেসে,
নানান রঙের জাহাজ কেমন
নদীর ওপর চলছে ভেসে।
সন্ধ্যে হলে ফুল্ল মনে
ফিরব ঘরে ফুর্তি সেরে, ১১২০
শান্তিরই জয় গাইব তখন
শান্তি সেথায় রাখব যে রে।

তৃতীয় নাগরিক :

ঐ কথাই তো আমিও বলি,
ওগো আমার পড়শী মশায়,

তোরা সবাই যা না চুলোয়
করনা তোদের প্রাণ যেটি চায়,
কিন্তু যেন ঘরটি আমার
আগের মতন ঠিক থেকে যায়।

এক বৃদ্ধা [এক সুন্দরী তরুণীর প্রতি]:
মরি, মরি, ও সুন্দরি!
কি সাজ লো তোর কী যৌবন!
দেখেই তোকে কোন যুবক না
হারিয়ে ফেলবে আপন মন?
করিস্‌নে আর গুমর অমন,
ঢের হয়েছে ছাড়্ এটি,
পারব দিতে পাইয়ে তোকে
মনে মনে চাস্ যেটি।

অপর তরুণী [প্রথমাকে]:
শোন্, আগাথে! যাস্‌নে ওধার
আমি তো ভাই ভয় বড় পাই,
অমন ডাইনী বুড়ীর সাথে
খোলা পথে যাইনেকো তাই,
কিন্তু ও-ভাই দেখায় বটে ১১৪০
রাত্রিতে সেই সাঁত্ আঁদ্রিয়ার,
আমার ভাবী প্রিয়তমের
চেহারা হয় কেমন প্রকার।

আমাকেও দেখায় বটে
ওর আয়নারি ভিতরে,

সেনার সাজে সেনার সাথে
আমার প্রিয়তমরে।
তারপর তাকে খুঁজলাম কত
এধারে আর ওধারে,
কিন্তু কোথাও পেলাম না ভাই
দেখতে আর তো তাহারে।

সৈনিকের গান :

দুর্গম গড় তুঙ্গ শিখর উচ্চ প্রাকার,
গর্বিতমনা উন্নতনাসা সুন্দরী আর,
এ-সকলি আমি জিনিবারে চাহি সাহসে অপার,
সাহসের কাজ প্রাপ্য ইহার কী চমৎকার!
বেজে ওঠে ভেরী উৎসব করি, আর করি রণ,
মোরা আক্রমি, সে কি বিক্রমে, এই তো জীবন!
ত্বরা দেবে ধরা, দুর্গ তখন, সুন্দরীগণ।
সাহসের কাজ, প্রাপ্য ইহার কী চমৎকার!
সেনা সারি সারি সব যায় ছাড়ি শহরের দ্বার। ১১৬০

[ফাউস্ত ও ভাগ্‌নারের প্রবেশ]

ফাউস্ত

কঠিন হিমানী হতে মুক্ত নির্ঝরিণী,
বিমুক্ত নির্ঝর,
বসন্তের সঞ্জীবন পুণ্য আঁখিপাতে,
আশার পুলকে ফুল্ল হরিৎ বরন
আবরিল সর্ব উপত্যকা।
বলহীন পককেশ শীত
পলাইল উলঙ্গ পর্বতে
সেথা হতে মাঝে মাঝে করিছে প্রেরণ

প্রাণহীন তুষারবর্ষণ,
রচে যাহা সূক্ষ্ম আবরণ
হরিৎ প্রান্তরে।
কিন্তু দিবাকর আর শুক্লবর্ণ সহ্য নাহি করে,
বর্ণচ্ছটা দিয়া তাই সর্ব কিছু করে সঞ্জীবিত,
সর্বদিকে চঞ্চলিত সৃষ্টি প্রাণময়,
সর্বদিকে জাগরিত জীবনপ্রয়াস,
পুষ্প শুধু প্রস্ফুটিত হয়নি এখনো
এ অঞ্চলে,
পরিবর্তে তার আসিছে ভ্রমিতে হেথা
সুসজ্জিত সর্ব নরনারী! ১১৮০
এই উচ্চ স্থান হতে
হের ফিরে, হের নিম্নে ঐ
নগরের অন্ধকার শূন্যগর্ভ বহির্দ্বার বহি
আসে কিবা জনস্রোত নানা বরনের,
হয়ে রবিকরস্নাত পুলকিত সবে,
প্রভুর উত্থান দিন পালিছে সকলে,
নিজেরাও হয়েছে উত্থিত,
বিমুক্ত হইয়া সবে
নিম্নগৃহ, সিক্তকক্ষ হতে,
কারখানা কিংবা হস্তশিল্প সকলের
অবরোধ হতে, চিলাঘর হতে,
দুর্বিষহ যত গৃহআচ্ছাদন হতে,
অলিগলি সকলের নিষ্পেষণ হতে,
গির্জার পবিত্র নৈশউপাসনা হতে,

আসে সবে ধরার আলোতে।
হের ঐ হের, চঞ্চল চরণে চলি
প্রসারিছে জনস্রোত কাননে প্রান্তরে।
ঐ হের স্রোতস্বিনী দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কিবা প্রসারিত,
বক্ষে তার হল কত তন্বী তরী উল্লাসে ধাবিত,
ঐ চলে শেষের তরণী,
সাধ্যের অতীত সংখ্যা নরনারী বক্ষে তার বহি। ১২০০
হের ঐ বহুদূর গিরিপথ হতে
চমকে দৃষ্টির পথে অগণিত রঙীন বসন।
মনুষ্যগুঞ্জন শুনি গ্রাম গ্রামান্তরে,
এই হল জনতার প্রকৃত ত্রিদিব,
মহোল্লাসে বৃদ্ধ যুবা করে নৃত্যগীত,
স্বাধিকারে হেথা আমি হয়েছি মানব।

ভাগ্‌নার ঃ

হে আচার্য!
আপনার সাথে হেন ভ্রমণে তো বড়ই গৌরব,
হবেও আমার এতে বহু লাভ জানি,
কিন্তু আমি একা হেথা আসি
নিজেকে না হারাতাম এমন প্রকারে।
তাহার কারণ,
যা কিছু ইতর তার শত্রু আমি হই।
এই যত বেহালার, চিৎকারের, ক্রীড়াকৌতুকের
বিকট ধ্বনিকে আমি ঘৃণি অতিশয়।
এরা যেন শয়তানবিচালিত হয়ে
করে এ বীভৎস নৃত্যগীত,

আর কয় আনন্দ ইহাই,
ইহাই সংগীত !

[লেবুতলার অঙ্গনে চাষীদের নৃত্যগীত]

গীত ও নৃত্য

রাখাল যুবক নাচের তরে ১২২০
সেজে গুজে, মাল্য পরে
চড়িয়ে রঙীন পোশাকটি গায়,
লেবুতলার অঙ্গনে যায়,
মেয়ে পুরুষ অনেক যেথায়,
নাচছিল সব মত্তেরি প্রায়।
তা তা থুন্ থুন্ তা তা থুন্ থুন্
ধিন্ তেরে কেটে তা ধিন্ ধা
চলল ছড়ি সব বেহালায়।
ঢুকল তেড়ে রাখাল সেথায়,
সুন্দরী এক নাচে যেথায়,
ঠুকল কনুই মেয়েটির গায়,
ডবকা ছুঁড়ী ঘুরিয়ে কোমর
কইল রুখে মুখের ওপর,
“দুষ্টুমি কি করেন মশায় ?”
তাতা থুন্ থুন্ তা তা থুন্ থুন্
ধিন্ তেরে কেটে তা ধিন্ ধা
দুষ্টুমি কি হল ওটায় !
নাচলে তবু সবাই জোরে,
ডাইনে ঘোরে বাঁয়ে ঘোরে,
ঘাঘরা ওড়ে কোমর ঘোরে, ১২৪০

লাল হয়ে সব উঠল ঘেমে,
শ্বাস নিতে সব দাঁড়ায় থেমে,
দাঁড়ায় হাতে হাতটি ধরে,
তা তা থুন্ থুন্ তা তা থুন্ থুন্
ধিন্ তেরে কেটে তা ধিন্ ধা
বেঁকিয়ে রাখে হাত কোমরে।
মেয়েটি কয় প্রেমনিবেদন,
চাইনা হেথায় শুনতে অমন,
বর তো কতোই বউকে ঠকায়!
আবার ঘোরে সবাই নাচে,
ধ্বনি ছোটে দূরে কাছে,
রাখাল কেবল প্রণয় জানায়,
তাতা থুন্ থুন্ তাতা থুন্ থুন্
ধিন্ তেরে কেটে তা ধিন্ ধা
চলল ছড়ি সব বেহালায়।

বৃদ্ধ কৃষক [ফাউস্তকে]:

হে আচার্য মহাশয়! করিছেন সুন্দর এ-কাজ!
এলেন লোকের ভিড়ে ঘৃণা নাহি করি আমাদের
এত বড় সুপণ্ডিত হয়ে!
নিন তবে আমাদের মদ্যপাত্র এই
সবার সুন্দর যেটি, ১২৬০
ভরেছি সতেজ মদ্য ইহাতে আমরা।
আপনার হস্তে তুলি দিনু এটি আর
উচ্চে করি প্রার্থনা আমার,
হ'ক তব তৃষ্ণানিবারণ,

শুধু তাই নয়,
যত বিন্দু মদ্য আছে ইহার ভিতর,
আয়ু তব বৃদ্ধি পাক আরো ততদিন .

ফাউস্ত :

করিনু গ্রহণ আমি এই পান তৃষ্ণানিবারক,
শুভমস্তু ! বহু ধন্যবাদ !
[জনতা ফাউস্তকে ঘিরে দাঁড়াল]

বৃদ্ধ কৃষক :

সত্য ইহা হল বটে বড় ভালো কাজ,
উৎসবের দিনে আজ এলেন হেথায়।
এসেছেন পূর্বে শুধু দুর্দিনে মোদের,
সাধিতে মোদের হিত।
এখনো জীবিত হেথা আছে বহুজন,
বাঁচালেন যাহাদের পিতা আপনার
প্রবল প্রকোপ হতে দারুণ জ্বরের,
যবে তিনি এ-অঞ্চলে সেই শেষ মহামারী সহ
করেন প্রবল রণ !
তখন নবীন যুবা মহাশয় তবু
যাইতেন প্রতি গৃহে, ১২৮০
করেছিল মহামারী যেথা আক্রমণ,
যেথা হতে বহু শব হয়েছে বাহিত,
আপনি ফেরেন কিন্তু সুস্থ দেহে সদা,
উত্তরিয়া সর্ববিধ পরীক্ষা কঠিন।
উপরের সহায়ক বাঁচালেন লোকসহায়কে।

সকলে :

রক্ষিত জীবন তব, স্বাস্থ্য তব রহুক অটুট,
করুন সুদীর্ঘ কাল লোকের মঙ্গল।

ফাউস্ত :

উঁহার নিকটে শুধু উপরের হও নতশির,
মঙ্গল উনিই দেন, শেখান উনিই,
লোকের মঙ্গল লোক করিবে কেমনে।

[ফাউস্ত ও ভাগ্‌নারের ভিন্ন স্থানে প্রস্থান]

ভাগ্‌নার :

হে অতিমানব!
নিশ্চয় পুলক জাগে প্রাণে আপনার
জনতার এ-প্রশস্তিবাদে!
সেই ভাগ্যবান, যে তার পাণ্ডিত্যগুণে
এ সম্মান আহরিতে পারে।
পিতা তার পুত্রে দেখাতেছে আপনাকে,
জনতা ছুটিয়া আসে আপনার পাইতে দর্শন,
এ উহাকে জিজ্ঞাসিছে আপনার কথা
বেহালা হয়েছে ক্ষান্ত, বন্ধ হল নর্তন সহসা,
চলেন আপনি, ১৩০০
দুই ধারে সারে সারে লোকে তোলে টুপি,
কিছু পরে নতজানু হইবে সকলে,
মনে হয় যেন কোন বিশপ মহান
চলেন আপনি।

ফাউস্ত ঃ

উচ্চে ঐ কিছু দূরে আছে যেই শিলা,
তারি 'পরে বসি এইবার
করিব বিশ্রাম মোরা এ-ভ্রমণ হতে।

[শিলার নিকটে এসে তাহার উপর উপবেশনপূর্বক]

এরি 'পরে এককালে বসিয়া একাকী,
চিন্তামগ্ন হয়ে,
দেহকে করেছি ক্লিষ্ট প্রার্থনা ও উপবাস করি।
আশাপূর্ণ মনে মোর করিতাম সুদৃঢ় বিশ্বাস,
বুঝিবা বহায়ে অশ্রু, হস্ত জোড় করি,
দীর্ঘশ্বাস ফেলি, কাতর প্রার্থনা করি,
স্বর্গের ঈশ্বর কাছে যাচি পাব বর,
সে মহামারীর উপশম !
অহো ! কিবা পরিহাস মনে হয় আজ
জনতার এ-প্রশংসাবাদ !
বুঝিতে পারিতে যদি মোর এই অন্তরের ব্যথা !
পিতাপুত্র দুইজন কী আযোগ্য হায় ১৩২০
জনতার হেন সুখ্যাতির !
ছিলেন জনক মোর রহস্যজনক
সম্মানিত ব্যক্তি একজন।
অকৃত্রিম বিশ্বাসে তাঁহার,
পরিশ্রম করিয়া দারুণ,
প্রকৃতির আর গুপ্তশক্তি প্রকৃতির
করিতেন অধ্যয়ন, কিন্তু শুধু আপন উপায়ে।
একবার তিনি আর কয় সাথী তাঁর, ১৩২৮

কিমিয়াশাস্ত্রজ্ঞ সবে,
নিযুক্ত হলেন কোনো গুপ্ত প্রক্রিয়ায়।
অগণিত পরীক্ষার পর
করেন প্রস্তুত তাঁরা সেই মিশ্র অতি ভয়ংকর,
হল যেটি কিমিয়া শাস্ত্রের
রক্তবর্ণ সিংহবীর, অতিশয় প্রেমঅভিলাষী,
যার সাথে মিলালেন শুভ পরিণয়ে
শ্বেত স্থলপদ্মে ফুটন্ত রসের মাঝে।
তারপরে সেই দম্পতিকে
জ্বালালেন তাঁরা
প্রকোষ্ঠ হইতে এক প্রকোষ্ঠে অপর
নগ্ন অগ্নি শিখার উপর।
অবশেষে জন্ম লাভ করে
বিচিত্রবরণা সেই সুকুমারী রাণী,
স্ফটিক পাত্রের মাঝে,
যাহা হল সে মহামারীর মহৌষধ! ১০৪৪*
সেবনে যাহার পঞ্চত্ব পাইল বহু,
কেহ নাহি করিল সন্ধান
কেবা হল নিরাময়।
এ উপত্যকার, এই পর্বতের, এই লোকমাঝে,
মোরা দুই পিতাপুত্র এ-গরল লয়ে
করেছি তাণ্ডবনৃত্য মহামারী হতে সমধিক!
মানবে সহস্রাধিক নিজ হাতে দিয়েছি এ-বিষ,
তারা সব গেছে পরপারে,

রহে গেন্থ শুধু আমি শুনিতে আজিকে,
স্পর্ধিত ঘাতকদের প্রশংসা করিল এরা হেন !

ভাগ্‌নার ঃ

ক্ষুব্ধ কেন হন এরি তরে ?
কলার দায়িত্ব যাকে লোকে দিয়ে থাকে,
বিবেকসম্মত পথে প্রয়োগ তাহার
করেনা কি যথাকালে সে সজ্জন সদা ? ১৩৬০
যৌবনে তোষেন যদি আপন জনকে,
তাঁর কাছে বিদ্যালাভ করেন প্রচুর !
বয়সে করেন যদি বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন,
পুত্র তব অগ্রসর হবে বহুদূর।

ফাউস্ত ঃ

ওহো !
সেই ভাগ্যবান, যে পারে রচিতে আশা,
উত্তরিবে কোনো দিন এ-দুস্তর ভ্রান্তিপারাবার !
নাহি আছে জ্ঞান যার চাহে লোক তারি ব্যবহার,
আর যাহা জানে লোক, ব্যবহার নাহি করে তার।
কিন্তু থাক,
কেন আমি নষ্ট করি এ শুভমুহূর্ত আনন্দের
দুঃখচিন্তা করি নিরন্তর !
ঐ হের অস্তগামী রবির কিরণে ১৩৭২*
হয় কিবা উদ্ভাসিত গৃহগুলি দূরে
হরিতের শোভামাঝে !
হেথা দিবা হল অবসান,
তপন চলিছে ত্বরা নূতন দিবস,

নূতন জীবন আর জাগাবারে আন জনপদে!
হায়!
কেন ছুটি পক্ষ মোরে ভূমি হতে উর্ধ্বে নাহি তোলে?
তাহলে তো চিরকাল ধাইতাম ভাস্করের পিছে, ১৩৮০
শুধু ওরি পিছে!
এ চির আলোকে সান্ধ্য আমি যে তখন,
হেরিতাম চিরকাল পদতলে নীরব ধরণী,
দিবাকরকরোজ্জ্বল পর্বতের শিখরসকল,
শান্ত যত উপত্যকা,
স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী মিলে স্বর্ণবর্ণ নদে।
দুরন্ত পর্বত আর তার যত সংকট দুস্তর
পারিতনা বাধা দিতে এই মোর দেব-অভিযানে!
মহাসিন্ধু আর উষ্ণ উপসিন্ধু তার
হেরিতাম বিস্মিত নয়নে।
ঐ ভানু লইছে বিদায়,
কিন্তু নব-অনুভূতি-উদ্বেলিত এই মোর প্রাণে,
চিরকাল ধাইতাম উহারি পিছনে!
চিরদিন উহারি আলোক
করিতাম পান,
নিরন্তর দিবস সমুখে,
রজনী পিছনে, নীলাকাশ উর্ধ্বে মোর,
নীচে নাচে অবিরাম সাগরলহরী!
এ-স্বপন কিবা মনোরম?
ঐ হল ইহাও বিলীন! ১৪০১০
অহো কল্পনার সবল পক্ষের সাথে

সাথী হইবারে,
দেহ কেন নাহি পায় পাখা ?
কিন্তু তবু প্রতি জাতকের ১৪০৫*
অন্তরের মাঝে জাগে নিবিড় প্রেরণা,
উঠিবারে উচ্চে আর অগ্রসর হতে বহুদূর,
যখন ভরতপক্ষী উচ্চতানে বিদারে গগন
লীন থাকি সুনীল অম্বরে,
ঈগল যখন ভাসে বিস্তারিয়া পক্ষ সুবিশাল
উঁচুনীচু-ঝাউতরু-বনানীর ঊর্ধ্বে অতিশয়,
সারস সাগরবক্ষে, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের পারে,
মেলি পাখা উড়ে যায় নীড়ে আপনার। ১৪১৩*

ভাগ্‌নার ঃ

জীবনে এসেছে বহু ভয়ংকর মুহূর্ত আমার,
কিন্তু কভু জাগে নাই এমন প্রেরণা !
কানন প্রান্তর দেখা দীর্ঘকাল ভাল নাহি লাগে,
পক্ষীর পক্ষের মাঝে নাহি পাই কিছু হিংসিবার,
কিন্তু কী আনন্দ জাগে অন্তরে আমার
অধ্যয়নকালে গ্রন্থ হতে গ্রন্থান্তরে,
পৃষ্ঠা হতে পৃষ্ঠান্তরে ! ১৪২০
হেন সাধনায় শীতের দুরন্ত নিশা
হয়ে যায় পবিত্র সুন্দর,
প্রাণের আনন্দ রাখে উষ্ণ করি সর্ব অবয়ব।
আর যদি পাই কোনো
চর্মপত্রে লিপিবদ্ধ মূল্যবান পুঁথি,
মনে হবে ত্রিদিবের সর্বসুখ নামিল ধরায়।

ফাউস্ত ঃ

তোমার অন্তরে জাগে একটি প্রেরণা,
তাই ভাল অন্যটির করোনা সন্ধান।
আমার হৃদয়ে হায় দুই প্রাণ করে অধিবাস
এক চায় অন্য হতে রহিতে সুদূর!
এক চায়,
প্রদীপ্ত ইন্দ্রিয়সহ বদ্ধ থাকি ধরিত্রীর বুকে
ভুঞ্জিবারে স্থূলতম কাম!
অন্য চায় মুক্ত হয়ে ধুলি হতে এই ধরণীর
উচ্চে উঠে মহাশক্তিসহ
পূর্বপিতৃপুরুষের অতি ঊর্ধ্ব মানসজগতে।
ওহো!
পবনে বিচর যদি অশরীরিগণ ১৪৩৮*
স্বর্গমর্ত-মধ্যস্থলে ভাসিয়া নিয়ত
প্রভাবিছ এ-ধরণী, এস অবতরি,
বিমোচিয়া তোমাদের স্বর্ণবর্ণ-বাষ্প-আভরণ,
লও মোরে নব নব বিচিত্র জীবনে। ১৪৪২*
পাইতাম যদি হায় যাদু আভরণ,
লয়ে যেত যাহা মোরে দেশ দেশান্তরে,
তার কাছে হয়ে যেত কিবা মূল্যহীন
বসন মহার্ঘতম,
কিংবা রাজবেশ!

ভাগ্‌নার ঃ

নাহি ডাকিবেন হেন কুখ্যাত প্রেতের বাহিনীরে!
পবনে ভাসিয়া এরা সর্বত্র বিচরে,

আনিবারে সর্ব দিক হতে
সহস্র প্রকার ক্লেশ ' ্যবনে।
উত্তর হইতে আসে তীক্ষ্ণদন্ত প্রেত,
ক্ষুরধার জিহ্বা দিয়া করে আক্রমণ,
পূর্ব দিক হতে আসি শুষ্ককারী প্রেত
করে তব হৃদয় ভক্ষণ,
দক্ষিণ হইতে যারা তপ্ত মরুদেশ হতে আসে,
তাপের উপরে তাপ করিবে প্রয়োগ
মাথার উপরে,
পশ্চিম হইতে আসি উহাদের ঝাঁক,
প্রথমে করিবে তব তৃষ্ণা নিবারণ, ১৪৬০
অচিরে ডুবাবে কিন্তু শস্যক্ষেত্র, ভূমি,
আর তব চারিপার্শ্ব প্রবল প্রপাতে।
অতি সহজেই এরা শোনে আবাহন,
মহানন্দে সাধিতে অহিত।
ভান করে আজ্ঞা পালিবারে
শুধু প্রতারণা করিবারে,
কথা বলে দেবতার ন্যায়,
শুধু মিথ্যা আচরিতে।
চলুন এবার,
সন্ধ্যা এলায়েছে তার ধূসর আঁচল,
পবন শীতল;
নামে ঘন কুহেলিকা,
হেন কালে সর্বলোক ভালবাসে গৃহদীপখানি।
কিন্তু একি? কী দেখেন?

কেন বা বিস্ময়দৃষ্টি ফেলেন ওধারে ?
হেন সান্ধ্য অন্ধকারে কী এমন করে আপনাকে
হেন অভিভূত ?

ফাউস্ত ঃ

দেখিছ কি কৃষ্ণবর্ণ সারমেয় ঐ
আসে ছুটি দ্রুতবেগে,
শস্যক্ষেত্র লতাগুল্ম ক্ষিপ্র উত্তরিয়া ? ১৪৮০

ভাগ্‌নার ঃ

দেখেছি অনেক পূর্বে, মোর কাছে ওর
বিশেষত্ব কিছুমাত্র নাই।

ফাউস্ত ঃ

দেখ নিরীক্ষণ করি, কহ মোরে কোন জন্তু উহা ?

ভাগ্‌নার ঃ

সামান্য কুকুর।
আপন উপায়ে খুঁজে প্রভুকে উহার
পদচিহ্ন অনুসরি তার।

দেখিছ কি,
ঘোরে শুধু আমাদেরি চারিধারে উহা,
রচি চক্র ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হতেছে নিকট
আর যদি ইহা মোর ভ্রান্তি নাহি হয়,
পথের উপরে উহা আপন পিছনে
রচে কিবা অগ্নিরেখা !

ভাগ্‌নার ঃ

হয়তো বা আপনার দৃষ্টিভ্রম ইহা।
আমি দেখি শুধুমাত্র কৃষ্ণবর্ণ কুকুর ছুটিছে

ফাউস্ত ঃ

মোর মনে হয় উহা যেন
নীরব যাদুর ফাঁদে আমাদের চরণ জড়ায়
বাঁধিতে মোদের কোনো ভবিষ্যবন্ধনে!

ভাগ্‌নার ঃ

আমি দেখি উহা কিছু অনিশ্চিত বটে,
ভয়ে ভয়ে আমাদের চারিধারে ঘোরে,
কারণ অপরিচিত মোদের ভিতর ১৫০০
নাহি দেখে প্রভুকে উহার।

ফাউস্ত ঃ

চক্র হল আরো ক্ষুদ্র এসেছে নিকট।

ভাগ্‌নার ঃ

দেখুন এবার,
সামান্য কুকুর এতো নহে কোন প্রেত
বসিল বুকেতে আর নাচায় লাঙ্গুল ;
হইল সন্দেহ কিছু করিছে গর্জন,
সারমেয় ব্যবহার সব।

ফাউস্ত ঃ

আয় আয় কাছে আয়,
চল্ সাথে আমাদের।

ভাগ্‌নার ঃ

দেখুন এখন,
এতো অতি অপূর্ব কুকুর !
থামুন আপনি, অমনি থামিবে এও,
ডাকুন নিকটে,
ঝম্ফ দিয়া আসিবে তখুনি,
হারান আপনি কিছু,
তখুনি আনিবে তাহা খুঁজি,
ছড়ি যদি আপনার পড়ি যায় জলে,
তখুনি ঝাঁপাবে জলে ।

ফাউস্ত ঃ

ঠিক কহিয়াছ,
মানসের কোন চিহ্ন নাহিকো ইহার, ১৫২০
এ শুধু শিক্ষার গুণ ।

ভাগ্‌নার ঃ

শিক্ষিত হয়েছে যে কুকুর
উত্তম প্রকারে,
আকৃষ্ট তাহার প্রতি পণ্ডিতে-ও হন ।
ও হ্যাঁ !
এও তব পূর্ণ কৃপা করিল অর্জন,
ছাত্রদের মাঝে এও হবে ঠিক পড়ুয়া চতুর !

[উভয়ে শহরের তোরণে প্রবেশ করলে]

তৃতীয় দৃশ্য

ফাউস্তের পড়িবার ঘর

[পিছনে কৃষ্ণবর্ণ কুকুরসাথে ফাউস্তের প্রবেশ]

ফাউস্ত :

পিছে ফেলি আসিয়াছি শস্যক্ষেত্র শ্যামল প্রান্তর,
নিশার আঁধার ঘোর নামিল সেথায়।
দ্বিধাগ্রস্ত, ভীতিপূত অন্তরের মাঝে
জাগ্রত এখন হয় উচ্চতর প্রাণ।
প্রশান্ত হইল যত দুর্দান্ত বাসনা,
বিশ্রান্ত সকল মোর উদ্দাম প্রয়াস,
জাগে প্রাণে মহামানবতা,
ভগবৎ অনুরাগ!

থাম্‌রে কুকুর!
কেন রে ছুটিস তুই এদিক ওদিক ?
কী শুঁখিস চৌকাঠের 'পরে ?
শো এখন উনুনের পাশে,
হোথা পাবি শুতে মোর উৎকৃষ্ট বালিশ। ১৫৪০
দিয়েছিস কী অপূর্ব আনন্দ মোদের
পাহাড়ের পথে পথে দৌড়ঝাঁপ করি,
এইবার পাবি তুই আমাদের সেবা,
হবি তুই অতি প্রিয় অতিথি হেথায়,
শুধু যদি থাকিস নীরব!

আমাদের ক্ষুদ্র কক্ষে আহা,
সন্ধ্যা-দীপখানি
বান্ধবের ন্যায় যবে পুনরায় কিরণ বিতরে,
প্রাণের ভিতরে মোর কী আলোক ভাসে,
হৃদয় নিজেকে চিনে, আরবার তাহার ভিতরে
বিবেকের বাণী শুনা যায়,
আশার কুসুম ফোটে,
পরান তখন মোর কী ব্যাকুল হয়
জীবনের নির্ঝরিণী তরে,
কি আকুল হয় জানিবারে,
জীবনের উৎসমুখ কোথা ?

থাম্‌রে কুকুর !
থামা তোর এই ডাক হেন পুণ্য সংগীতের মাঝে,
ঝংকারিছে যাহা মোর সমস্ত অন্তরে।
এর সাথে মিলে কিরে পশুর গর্জন ! ১৫৬০
আমরা তো জানি, ধরার মানুষ শুধু
করে হেন উপহাস,
কোন কিছু যখনি না বোঝো।
তারাই করিয়া থাকে হেন হাঁকডাক,
সুন্দরের, মঙ্গলের হলে আবির্ভাব,
যাহা তারা না পারে সহিতে,
তুই বাছা সারমেয়, তুই কেন হাঁকিস এমন ?

কিন্তু হায়, এখনি যে করি অনুভব,
প্রসাদের ধারা আর বহে না হৃদয়ে,

যত না প্রয়াস করি প্রবাহিত রাখিতে তাহায়
ব্যাকুল হৃদয়ে।
হেন পুণ্য প্রবাহিণী কেন রে শুকায়
এতই ত্বরায় ?
প্রাণে জাগে আরবার সে দারুণ তৃষা !
এই অনুভূতি মোর হল বহুবার,
অন্যভাবে এ-অভাব করিব পূরণ।
অতীন্দ্রিয় অনুভূতি মোদের নিকট
অতি মহীয়ান।
চক্ষু চায় দর্শন তাঁহার !
কোথাও পাইনা তার বর্ণনা এমন ১৫৮০
দীপ্তাক্ষরে প্রজ্জ্বলিত, মহামহিমায়,
যেমন বিবৃত ইহা নব বাইবেলে।
এসেছে আবেগ প্রাণে মূলগ্রন্থ এর
করি উদ্‌ঘাটন,
আর তার মূলবাণী, পবিত্র, মহান,
মোর প্রিয় জার্মান ভাষায়
সত্য অনুভূতি সহ করি অনুবাদ।

[নব বাইবেলের মূল গ্রন্থ উদ্‌ঘাটনপূর্বক অনুবাদ আরম্ভ]

লিখিত, "আদিতে ছিল কথা।"
এই এল বাধা,
কার সহায়তা লাভে হই অগ্রসর ?
অসম্ভব,
"কথা" এই শব্দ নহে মোর কাছে এত মূল্যবান।
আত্মার নির্দেশে আমি করি এর ভিন্ন অনুবাদ,

লিখিত "আদিতে ছিল মন।"
ভাবি দেখ এই ছত্র উত্তর প্রকারে।
কলম তোমার যেন নাহি লিখে কিছুই ত্বরায়!
মন কি স্বজিছে বিশ্ব, প্রভাবিছে সব?
উচিত ছিল তো লিখা "শক্তি ছিল আদ্যে বিরাজিত।"
কী যেন সতর্কে মোরে লিখার সময়ে, ১৬০০
এ-অর্থেও নাহি রব বহুক্ষণ আর।
এই এল নির্দেশ আত্মার,
লিখিব নিশ্চিন্তমনে, "আদিতেই ছিল এক ক্রিয়া।"

রে কুক্কুর!
যদি চাস এক ঘরে রবি মোর সাথে,
থামা তোর এ ভীষণ ডাক!
থামা এ গর্জন!
যে দেয় এমন বাধা
সে তো নাহি হবে মোর কক্ষসহচর।
হয় তুই নয় আমি এই গৃহ করি পরিত্যাগ।
উন্মুক্ত দুয়ার ঐ,
এইবার যথা ইচ্ছা কর্ পলায়ন,
অনিচ্ছায় লই মোর আতিথ্য ফিরায়ে।
কিন্তু, একী হেরি! একি কভু স্বাভাবিক?
ইহা কি বাস্তব কিংবা ইহা শুধু ছায়া?
কেমনে, কুক্কুর মোর
দৈর্ঘ্যে প্রস্থে পাইছে প্রসার?
উচ্চ হয় প্রবল শক্তিতে?

কুক্কুরের মূর্তি আর নাহি তো ইহার ! ১৬২০
কোন প্রেতাত্মারে হায় আনিনু এ-গৃহে ?
এ যে হল জলহস্তী প্রায় !
চক্ষু হতে বর্ষিছে পাবক,
বিকট দশন,
হা !
চিনেছি এবার তোকে !
হেন অর্ধনারকীর তরে
উপযুক্ত অস্ত্র হবে মন্ত্র 'সলোমন' ।

ছায়াশরীরিগণ ঃ

যাসনে ভেতর, যাসনে ভেতর, ১৬২৯*
বাইরে থাক্‌রে সবাই এখন,
ভেতরে এক পড়লো ধরা
করিসনে ওর অনুগমন ।
লোহার ফাঁদে শেয়াল যেমন,
নরকের ও হাঁপায় তেমন ।
শোন্‌রে কথা মন দিয়ে সব
ভাস্‌রে এধার, ভাস্‌রে ওধার,
ওপর দিকে, নীচের দিকে,
পড়বে খসে বাঁধন উহার ।
যাসনে কোথাও, আসবি কাজে,
ওকে ফেলে যাসনে স'রে,
ও আমাদের সকলেরই
উপকার যে অনেক করে । ১৬৪৪*

ফাউস্ত ঃ

প্রথমে এ-পশু সনে যুঝিব এখন।
তার তরে প্রয়োজন মন্ত্র চতুর্ভূত।

“জ্বলবে, অগ্নিমুখো গিরগিটি, ১৬৪৬*
ঘুরবে, জলের মাঝে জলপরী,
উড়বে, শূন্য মাঝে শাঁকচুর্ণী,
খাটবে নিরন্তরই সর্ব ভূত। ১৬৪৯*

নাহি জানে যেই জন,
আদি ভূত,
শক্তি তার,
গুণও তার,
ভূতেদের কভু নাহি হবে সে চালাক।

গিরগিটি জ্বলে যা তো অগ্নিমাঝে,
জলপরি, মত্ত হয়ে ঘোরো জলে,
শাঁকচুর্ণি উড়ে যা তো উল্কামাঝে,
ভূত, ভূত, কর্ গৃহস্থের কাজ
হ বাহির, শেষ কর্ এই অভিনয়।” ১৬৬০

এ চার ভূতের কেহ নাহি করে বাস
এই পশুমাঝে।
রহিল ও শান্ত আর করে মোর প্রতি
মুখভঙ্গী কি বিকট!
কোনও আঘাত ও যে পায়নি এখনো!

এইবার হানি মোর তীক্ষ্ণ মন্ত্রবাণ,
“ওরে সাথী যদি হ’স
নরকের পলাতক,
দেখ্ এই চিহ্ন পূত, [ক্রুশ দেখানো]
যার কাছে হয় নত
আঁধারের সর্ব চর।”
এখনি উত্থিত ওর গাত্রলোম, দেহ হয় স্ফীত!
“ওরে পাপী দুরাশয়,
পারো কি চিনিতে একে ?
এ অনাদি জন্মহীনে,
অবাঙ্মানসগোচরে,
সর্ব-স্বর্গ-সুধা-স্রোতে,
ক্রুশবিদ্ধে হিংস্রতম ?

পলাইল চুল্লীর পশ্চাতে,
হয় স্ফীত হস্তীর সমান! ১৬৮০
এ যে চায় বিস্তারিতে সর্ব কক্ষে হায়,
হয় তাই দ্রবীভূত কুহেলিকাপ্রায়!
থাম্, থাম্!
কড়িকাঠ কভু নাহি করিবি পরশ।
নত হবি তোর এই প্রভুপদতলে।
এতক্ষণে বুঝিলি নিশ্চয়,
করি নাই বৃথা আস্ফালন।
ভস্মীভূত করিবারে পারি তোকে পবিত্র অগ্নিতে।
নাহি চাবি দেখিতে সে ত্রি-অগ্নি ভীষণ!

নাহি চাবি করি প্রহরণ
তীক্ষ্ণতম মোর সেই অস্ত্র ভয়ংকর !

[ধূম্র বিলুপ্ত হল, পর্যটক পণ্ডিতের বেশে উনানের পিছন থেকে "মেফিস্তোফেলিস্" বা শয়তানের আবির্ভাব]

মেফিস্তোফেলিস্ ঃ

কেন এতো গণ্ডগোল ?
কী সেবা করিতে পারি মশায় তোমার ?

ফাউস্ত ঃ

এই হল কুকুরের আসল আকার ?
পণ্ডিত ভ্রমণকারী, এ কারণে বড় হাসি পায়।

মেফিস্তো ঃ

তোমাকে প্রণাম করি পণ্ডিত মশায়।
হইনু ঘর্মাক্ত অতি ক্রিয়াতে তোমার !

ফাউস্ত ঃ

কি নাম তোমার ? ১৭০০

মেফিস্তো ঃ

অবান্তর হেন প্রশ্ন নিকট তাহার
যে করে বাক্যরে শূন্য ঘৃণা অতিশয়।
সর্ব বাহ্য চাকচিক্য যার কাছে অতি মূল্যহীন।
যে বিচারে সত্তাদের শুধুমাত্র অন্তর গভীর।

ফাউস্ত ঃ

কিন্তু মহাশয়দের স্পষ্ট পরিচয়
পাই মোরা সর্বকালে নামের ভিতর,
যথা মক্ষিরাজ কিংবা মিথ্যাবাদী কিংবা সর্বনাশী !
আচ্ছা থাক ! কে বা তুমি হও ?

মেফিস্তো ঃ

অংশ এক সে শক্তির,
নিত্য যাহা চাহে মন্দ করিতে সাধন,
কিন্তু সাধে সর্বদা মঙ্গল।

ফাউস্ত ঃ

এ রহস্য বচনের অর্থ কিবা হয় ?

মেফিস্তো ঃ

আমি সেই ভূত,
যে কেবল অস্বীকার করে।
আর, উচিত তাহাই করা।
যা কিছু জনম পায় ধ্বংস শুধু পরিণাম তার,
অতএব প্রকৃষ্ট ইহাই,
কভু কিছু জন্ম নাহি পায় !
তোমরা যাহাকে কহ, 'কলুষ,' 'বিনাশ', ১৭২০
মোট কথা "শয়তান," তাই মোর সত্য পরিচয়।

ফাউস্ত ঃ

নিজেকে কহিলে অংশ,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে কিন্তু আছ তুমি পূর্ণ একজন

মেফিস্তো ঃ

করিলাম সবিনয়ে সত্য নিবেদন।
যদিও মানব,
যে তো ক্ষুদ্র বাতুল জগৎ,
নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে স্বভাবে আপন,
আমি জানি,

আমি মাত্র অংশ সেই মহান অংশের,
স্থষ্টির আদিতে যাহা ছিল অদ্বিতীয়।
আমি শুধু অংশ সেই মহা তমিস্রের
যাহা হতে জন্ম পায় আলো,
সেই অতি গর্বিত আলোক,
যে চায় তাহার মাতা শর্বরীর স্থান হরিবারে,
গৌরব নাশিতে,
কিন্তু বৃথা এই দুরন্ত প্রয়াস তার।
আলো শুধু জড় হতে হয় উৎসারিত,
জড়ের কিংকর আলো,
কাজ তার নিত্য করা জড়কে সুন্দর, ১৭৪০
অনাবিল গতি তার জড় করে রোধ,
আর আমি করি এই আশা,
অবিলম্বে পাবে নাশ জড়েরি সহিত।

ফাউস্ত ঃ

বুঝিলাম, কি মহান কর্তব্য তোমার।
শক্তি নাহি শ্রেষ্ঠ কিছু করিতে বিনাশ,
করিছ সর্বদা তাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিনাশের কাজ।

মেফিস্তো ঃ

সত্য কথা! হেন ক্ষুদ্র বিনাশের কার্য সব সাধি;
না পারি সাধিতে কোন সুবৃহৎ কাজ।
এই স্থূল জগতের তুচ্ছ কি যে বাধা
রুদ্ধ করে মোর যত বিনাশের কাজ,
কিছু নাহি বুঝি,
যতো না প্রয়াস করি,

আনিয়া প্লাবন, ভয়াবহ ভূকম্পন,
প্রবল ঝটিকা, অতি রুদ্র দাবানল,
পরাস্ত করিতে এই তুচ্ছ বাধাটুকু
কিছুতে না পারি,
সসাগরা এ ধরণী রহি যায় পূর্বেরি মতন।
আর এই অভিশপ্ত প্রজাতি সকলে
মানবের, পশুদের কে করিবে নাশ ?
অগণিত জনে আমি পাঠানু শ্মশানে, ১৭৬০
তবু শেষ নাই,
নবীন, সতেজ রক্ত প্রবাহিত রহে চিরদিন।
এই চলে নিরন্তর, ক্রোধে হই উন্মত্ত বৃথাই !
শুষ্ক হক, সিক্ত হক, কিংবা হক তপ্ত,
অথবা শীতল,
পবন, সলিল আর কঠিন ভূতল,
সহস্র সহস্র বীজ অংকুরিবে তবু
চিরকাল তাহারি ভিতর।
যদি না আমারি তরে রাখিতাম এ-অনলে বাঁধি,
বিশেষত্ব কিবা আর রহিত আমার ?

ফাউস্ত ঃ

এ তো শুধু কর তুমি বৃথা আস্ফালন,
শয়তানী মুষ্টি তব দেখাইয়া সে মহাশক্তিকে,
নিত্য যাহা সৃষ্টি করে আর রাখে বিশ্ব নিরাময়।
অতএব হে বিপর্যয়ের
অপূর্ব তনয় ! চেষ্টা কর অন্য কিছু।

মেফিস্তো ঃ

সত্যই দেখিব ভাবি এ-কথা তোমার,
আলোচনা হবে তার আবার আসিলে,
নিতে পারি এখন বিদায় ?

ফাউস্ত ঃ

এতো নাহি বুঝিলাম, জিজ্ঞাসার কিবা প্রয়োজন ? ১৭৮০
এইবার হল পরিচয়
দেখা দিও ইচ্ছা তব হইবে যখনি।
মুক্ত দ্বার, মুক্ত বাতায়ন,
চিমনির মধ্য দিয়া যাইতে-ও পারো
জানো তাহা উত্তম প্রকারে।

মেফিস্তো ঃ

স্বীকার করিতে হল,
বাহিরে যাবার আছে ক্ষুদ্র বাধা হেথা,
ঐ পঞ্চ-পদচিহ্ন চৌকাঠের 'পরে। ১৭৮৮*

ফাউস্ত ঃ

ঐ পঞ্চচিহ্নটুকু বাধা দেয় এতো ?
হে সন্তান নরকের! কহ তবে মোরে
কেমনে পশিলে হেথা যদি উহা পথরোধ করে ?
এতই চতুর হয়ে কেমনে বা হলে প্রতারিত ?

মেফিস্তো ঃ

দেখ ভাল করে,
চিহ্ন নহে যুক্তকোণ উত্তম প্রকারে,
বাহিরের দিকে ওর এককোণ মুক্ত কিছু আছে।

ফাউস্ত :

এতো হল ভালো আপতন!
ইহা প্রায় সিদ্ধ হল, বন্দী তুমি মোর ?

মেফিস্তো :

কুকুর দেখেনি বাধা ঝম্ফ দিয়া প্রবেশিল যবে,
এযে হল কি বিপদ বুঝি তা এখন।
নাহি পাবে বার হতে এই গৃহ হতে ১৮০০
শয়তান স্বয়ং।

ফাউস্ত :

কিন্তু মুক্ত বাতায়ন,
ঐ পথে কেন নাহি কর পলায়ন ?

মেফিস্তো :

প্রেত ও শয়তানের আছে যে নিয়ম,
যে পথে প্রবেশে তারা সে পথেই হইবে বাহির।
স্বাধীন আমরা প্রথমেতে,
দ্বিতীয়তে ক্রীতদাস।

ফাউস্ত :

নরকেও রয়েছে নিয়ম ?
এও দেখি ভালো দৈবযোগ।
তোমাদের সাথে তবে ভালো চুক্তি করাও সম্ভব ?

মেফিস্তো :

মোরা যাহা করি অঙ্গীকার—
পাবে তা নিশ্চিত।
নির্বিরোধে উপভোগ করিবে সে সব।
কিন্তু হেন চুক্তি তরে প্রয়োজন বহু সময়ের।

আবার আসিব যবে হবে হেন চুক্তি-আলোচনা,
যেতে দাও এখন আমাকে,
সনির্বন্ধ অনুরোধ মোর !

ফাউস্ত ঃ

তিষ্ঠ কিছু কাল আর,
কহ কিছু সুসংবাদ মোরে ।

মেফিস্তো ঃ

যেতে দাও, ফিরিব ত্বরায়, ১৮২৩
তখন করিও প্রশ্ন যাহা প্রাণ চায় ।

ফাউস্ত ঃ

এসেছ কি আদেশে আমার ?
আপনি আসিয়া তুমি পড়িলে এ-ফাঁদে,
যে ধরেছে শয়তানে ধরি তাকে রাখে সে নিশ্চয়,
এতো জানি, শীঘ্র নাহি দিবে তুমি পুনরায় ধরা ।

মেফিস্তো ঃ

আচ্ছা বেশ ! তাই হলে অভিলাষ তব,
আমিও প্রস্তুত মোর সঙ্গদান করিতে তোমায়,
কিন্তু শুধু এই শর্তে মোর,
মোর কিছু বিদ্যাবল দেখাব তোমাকে
উচিত প্রকারে যাতে কাটে তব কাল ।

ফাউস্ত ঃ

পেলে সেই অনুমতি, দেখিব সে বিদ্যাবল তব ।
কিন্তু তাহা হয় যেন চিত্তবিনোদক ।

মেফিস্তো ঃ

বন্ধু গো আমার !
বরষের একঘেয়ে জীবনে যা করিলে সম্ভোগ,
ভুঞ্জিবে তুমি যে তার অনেক অধিক
শুধু এই ঘণ্টারি ভিতর !
আমার কোমল এই অশরীরিগণ,
যে গান গাহিবে আর যে চিত্র ফুটাবে,
নহে তাহা শূন্য যাদুক্রিয়া।
আঘ্রাণ তোমার হবে কিবা পুলকিত, ১৮৪০
রসসিক্ত হবে কিবা রসনা তোমার,
সর্ব অনুভূতি তব হবে শিহরিত !
প্রস্তুতির নাহি প্রয়োজন,
আমরা সকলে হেথা রয়েছি হাজির,
আরম্ভ হউক !

ছায়াশরীরিগণ— (সংগীত)

অঞ্জন কালো ঘন ১৮৪৬*
আবরণ উড়ে যাও,
নীলাকাশ সুস্মিত
বন্ধুর ভাবে চাও।
মেঘ যদি যেতো উড়ে !
গেছে ! ’নভ নির্মল,
কোটি মৃদু রবি সম
জ্বলে তারা উজ্জ্বল।
স্বর্গের নন্দন,
চিন্তন সুন্দর,

স্পন্দিত হিল্লোলে
বিভাসিয়া অম্বর
ভাসি চলে সাথে লয়ে
অনুরাগী অন্তর,
চঞ্চল অঞ্চল ১৮৬০
আবরিল প্রান্তর,
আবরিল উপবন,
মুগ্ধ পরস্পরে
যুগলেরা যেথা চির
প্রণয় শপথ করে
মঞ্জুলে, মঞ্জুলে
বাঁধে হৃদি প্রেমডোরে।
সরস আঙুর ঝরি
গুচ্ছেতে লতা হতে
সুপিষ্ট যন্ত্রেতে,
রস বহে লাল স্রোতে,
বহে ত্যজি উচ্চতা
পান্না ও চুনি 'পরে,
ফেনিল সে নির্ঝর
মিলে নীল সরোবরে,
সুন্দর পর্বত
বেষ্টিয়া স্রোত ধায়,
অদ্রিতে উজ্জ্বল
হরিতের শোভা পায়।
সুধা পানে উচ্ছল ১৮৮০
উড্ডীন পাখী চলে

ঝাঁকে ঝাঁকে রবি পানে
নানা রঙে ঝলমলে,
যায় যেথা ঊর্মিতে
কম্পিত দ্বীপ ভাসে,
শোন সেথা সংগীত
করে সবে উল্লাসে,
দেখ করে প্রান্তরে
উদ্দাম নর্তন,
করে বহু মুক্তিতে
হর্ষেতে বিচরণ,
ওঠে বহু ঊর্ধ্বেতে
উন্নত গিরি'পরে,
সাঁতারিছে নির্ভয়ে
নির্মল সরোবরে,
ভাসে বহু উৎসাহে
উচ্ছ্বাসে বায়ুভরে,
জীবনের সন্ধানে,
গন্ধেতে ভরপুর,
যেতে চায় সবে যেথা,
প্রিয় তারা বহুদূর। ১৯০১*

[ফাউস্ত সুষুপ্ত]

মেফিস্তো

ও হল নিদ্রিত
হে কোমল তরুণের দল,

মেফিস্টোফেলিস্ ঃ

সত্যই সুষুপ্ত ওকে করিলে এ সুরের ঝংকারে

চমৎকার করিলে এ কাজ।
সত্যই সুষুপ্ত ওকে করিলে এ সুরের ঝংকারে!
হইনু কৃতজ্ঞ অতি এ সংগীত তরে।
হে পণ্ডিত! নহ তুমি এখনো সে জন
যে পারিবে শয়তানে রাখিতে ধরিয়া।

স্বপ্নের মুরতি দিয়া রাখো ওকে প্রতারিত করি,
রাখো ওকে নিমজ্জিত ভ্রান্তির সাগরে।
চৌকাঠের যাদু দূর করিতে এখন
প্রয়োজন মোর শুধু দন্ত ইন্দুরের।

তার তরে আহ্বানের নাহি প্রয়োজন,
ঐ আসে সে ইঁদুর সশব্দে হেথায়,
ও মানিবে আদেশ আমার।

হে ইঁদুর, আমি রাজা ছোট বড় সর্ব ইঁন্দুরের,
সর্ব মক্ষী, ভেক, ছারপোকা, উকুনের,
এখন তোমাকে আমি দিতেছি আদেশ,
লাগাও তোমার দাঁত চৌকাঠের 'পরে,
পরম সাহসে, ১৯২০
ঐখানে, যেথা চিহ্ন তৈলে বিচিত্রিত।

এইতো চলিছ বেশ নাচিয়া, নাচিয়া,
দাও তো কামড় জোরে চিহ্নটির কোণে,
কিনারায়, সম্মুখেই,
যা আমাকে বাঁধিছে হেথায়,
আর একবার, অল্প মাত্র বাকী আর।
শাবাশ, শাবাশ! কার্য সিদ্ধ এইবার।

দেখুন মধুর স্বপ্ন ফাউস্ত মশায়,
পুনদর্শনায় !

[ফাউস্ত ভিন্ন আর সকলের প্রস্থান]

ফাউস্ত [সুপ্তোত্থিত হয়ে] :
পুনরায় হনু প্রতারিত ?
বিচিত্র প্রবাহ সেই দেবযোনিদের
হল অন্তর্হিত !
তাহা নহে,
স্বপনে দেখেছি শুধু দুষ্ট শয়তানে,
ঘটিল আসলে,
কৃষ্ণবর্ণ কুকুরের খোলা দ্বার দিয়া পলায়ন ?

চতুর্থ দৃশ্য

ফাউস্তের পড়ার ঘর

[ফাউস্ত ও মেফিস্তোফেলিস্]

[দ্বারে করাঘাত]

ফাউস্ত :

দরজায় টোকা! এসো! কে করে বিরক্ত পুনরায় ?

মেফিস্তো [দরজার বাইরে] :

এলাম আমি হেথায়।

ফাউস্ত :

এসো।

মেফিস্তো :

তিনটিবার তো বলই আগে ১৯৪০

"এসো" "এসো" আমায়।

ফাউস্ত :

এসো তবে।

[মেফিস্তোর প্রবেশ]

মেফিস্তো :

এইতো তোমায় লাগল খাসা!

তোমায় আমায় বনবে ভাল করছি তারও আশা;

তোমার মাথার বাতিক যত দিতে বিদায় করে

এলাম হেথায় উচ্চ ঘরের পোষাক এমন পরে,

সোনার পাড়ের লাল স্যুটটা লম্বা কোট এই রেশমের,

মোরগপালক টুপিটায়, লম্বা ছোরা কোমরের,
বলছি তোমায় এমনি পোষাক চড়িয়ে তোমার অঙ্গে,
মুক্তবাঁধন, স্বাধীন হয়ে চল আমার সঙ্গে,
বুঝবে তখন ধরার জীবন ভরা কতই রঙ্গে।

ফাউস্ত ঃ

যে কোনো বসন পরি জানি এ উত্তম,
সংকীর্ণ-জীবন-ব্যথা এই ধরণীর
ভুঞ্জিতে হবেই মোরে সমস্ত জীবন !
বেড়েছে বয়স মোর, শুধু ক্রীড়া করিতে না পারি।
যৌবন বিগত নহে,
বাসনাবিহীন তাই হতে নাহি পারি।
কি দিবে জগৎ মোরে ?
"ইহা কর ত্যাগ, উহা কর পরিত্যাগ"
চিরকাল এই গান বাজে শুধু সকলের কানে।
সমস্ত জীবনে শুধু উচ্চ হতে উচ্চতর স্বরে ১৯৬০
নিত্য বাজে এই গান প্রতিটি প্রহরে।
ভীত মনে শয্যাত্যাগ নিত্য আমি করি।
চক্ষু মোর চাহে তিক্ত অশ্রু বিমোচিতে
হেরিয়া দিবস !
জানি যে একটি ইচ্ছা পূর্ণ নাহি হবে
সমস্ত দিবসে, নহে যে গো এক হায় !
আনন্দের যে কোন কল্পনা
জাগিলে অন্তরে,
অকারণ সন্দেহের চাপে
সে মুহূর্তে মন্দীভূত হয়ে তাহা যাবে।

সজাগ এ হৃদয়ের সর্ববিধ সৃষ্টির প্রয়াস
নষ্ট করে সহস্র সহস্র বিঘ্ন এই জীবনের।
অন্য কিবা কব,
যামিনী যখন আসে,
দ্বিধাগ্রস্ত মনে মোর শয্যা 'পরে করিলে শয়ন,
বিশ্রাম না মিলে,
দুরন্ত স্বপন মোরে সশঙ্ক রাখিবে।
যে দেবতা অধিবাস করে এ-হৃদয়ে
গভীর অন্তর মোর করিবে সে নিত্য উত্তেজিত,
অধিষ্ঠিত রবে সর্ব শক্তির উপরে, ১৯৮০
কিন্তু নাহি পারে মোরে
বাহিরের কোন কার্যে করিতে সচল।
ভারাক্রান্ত এইরূপে নিত্য এ-জীবন,
ঘৃণি ইহা! কাম্য হল মৃত্যু শুধু মোর।

মেফিস্তো ঃ

মৃত্যু তো তবুও নহে কভু কারো স্বাগত অতিথি!

ফাউস্ত ঃ

অহো! সেই ভাগ্যবান, বিজয়গৌরবে
মৃত্যু যাকে রক্তমাখা বরমাল্য পরায় গলায়।
সেও ভাগ্যবান,
উদ্দাম নৃত্যের পরে প্রেয়সীর সুকোমল কোলে
মৃত্যু যাকে চিরনিদ্রা করিবে প্রদান।
হায়! শুধু যদি একবার
সু-উচ্চ মানসরাজ্যে বিমোহিত চিতে
বিমোচিয়া এ-পরান পারিতাম মুদিতে নয়ন!

মেফিস্তো ঃ

তবু তো গো একজন
সেই রাতে সে লোহিত রসটুকু করিল না পান।

ফাউস্ত ঃ

আড়িপাতা অভ্যাসেতে বুঝি পাও আনন্দ প্রচুর ?

মেফিস্তো ঃ

সর্বজ্ঞ নহি তো ঠিক কিন্তু আমি বহুকিছু জানি।

ফাউস্ত ঃ

সেই দিন সে ভীষণ ধ্বণির সংঘাতে ১৯৯৮ *
যদি কোনো পরিচিত মিষ্ট স্বর মোরে
করি থাকে আকর্ষণ,
যদি কোনো প্রতিধ্বনি মধুর দিনের
শেষ শৈশবের মোর অনুভূতিটুকু
করি থাকে প্রতারণা,
অভিশপ্ত হক তবে সর্ব কিছু যাহা
মায়া আর যাদু দিয়া বিমোহিয়া চিত্ত আমাদের,
মুগ্ধ করি ভ্রান্তি আর চাটুবাদ দিয়া,
শৃঙ্খলিত রাখে এই নিদারুণ বিষাদগহ্বরে !
অভিশপ্ত সর্বপূর্বে উচ্চ অভিলাষ,
যাহার নিগড়ে চিত্ত স্ব-ইচ্ছায় নিবদ্ধ রহিবে।
অভিশপ্ত সর্ববিধ মোহন মুরতি,
মর্মে যাহা সূক্ষ্মভাবে নিত্য প্রবেশিবে।
অভিশপ্ত সর্ববিধ নামযশ, মিথ্যা গৌরবের
স্বপ্নের ছলনা।
অভিশপ্ত কৃষিযন্ত্র, দাসদাসী, কলত্র, সন্তান,

এ সবার স্বামীত্বের মিথ্যা প্রবঞ্চনা।
অভিশপ্ত ধন,
জাগায় অন্তরে যাহা বিত্তের পিপাসা,
যাহার লালসে জীব দুঃসাহসে করিবে প্রয়াস,
রচে যাহা বিলাসশয়ন
যাপিতে আলস্যে দিন সুনিবিড় ভোগসুখ-মাঝে
অভিশপ্ত সুরভিত আঙুরনির্যাস!
অভিশপ্ত প্রণয়ের চরম প্রসাদ,
অভিশপ্ত সর্ব আশা,
অভিশপ্ত সমস্ত বিশ্বাস,
অভিশপ্ত সর্বোপরি সর্ব সহ্যগুণ! ২০২৫

অশরীরিগণ (নেপথ্যে):

কী ব্যথা এ! কী ব্যথা এ! ২০২৬*
মুঠি তব বলশালী
সুন্দর জগতেরে
খণ্ডিত করিল যে,
ঝরি ইহা পড়িছে রে!
অর্ধদেবতা তুমি
চূর্ণিলে কিবা এরে।
ইহারি এ-কণাগুলি
লয়ে যাই শূন্যে রে।
বিমোচিব আঁখিনীর
হত সুন্দর তরে,
ধরণীতনয় মাঝে
বলশালী অতীব রে,

আরো সুন্দর করে
রচ এরে আরবার,
হৃদি মাঝে লয়ে যত
রূপরস এ-ধরার,
দীপ্ত মানস লয়ে
রচ জীবনেরে নব,
নব রাগ রাগিণীরে
নব সংগীত সব। ২০৪৬ *

মেফিস্তো ঃ
শুন বিজ্ঞের মতো
গাহে মোর নবীনেরা,
স্ফূর্তিতে, কর্মেতে,
মাতিতে কহিছে এরা,
কহিছে মুক্ত হও
এই বিজনতা হতে,
তোমাকে লইতে চাহে
বিস্তৃত এ-জগতে,
আছে যেথা বহুবিধ
চিত্ত ও রস সব,
করিবারে পুলকিত
ইন্দ্রিয়, মন তব।
ছাড় এই মন নিয়ে খেলা।
নিত্য যাহা গৃধিনীর ন্যায় ২০৬০
তিলে তিলে করে তব দেহমন গ্রাস!
অতি নীচ সমাজেও করিবে এ-বোধ

মানুষের মাঝে হও তুমিও মানুষ।
এ-কথার অর্থ ইহা নয়
সাধারণ লোক মাঝে গণ্য তুমি হলে।
যদিও নহিকো আমি উচ্চ কোন জীব,
তথাপি মিলিত হও আমারি সহিত,
মোর সাথে চল এই জীবনের মাঝে,
আনন্দে এখুনি হব এই স্থলে তব সহচর,
সর্ব অভিলাষ তব করিব পূরণ,
হনু আমি ভৃত্য তব, তব ক্রীতদাস।

ফাউস্ত ঃ

এ সেবার তরে কহ কোন মূল্য দিতে হবে মোরে ?

মেফিস্তো ঃ

সেই আলোচনা তরে আছে তো গো প্রচুর সময়।

ফাউস্ত ঃ

নহে, নহে, শয়তান অতি স্বার্থপর।
ভগবানপ্রীতি তরে সহজে সে কভু
নাহি করে হেন কাজ যাতে অপরের
হয় কোন উপকার।
স্পষ্ট করি কহ মোরে কি শর্ত তোমার ?
নহে তো এমন ভৃত্য বিপদ আনিবে মোর গৃহে।

মেফিস্তো ঃ

এ জগতে হব আমি তব অনুচর, ২০৮০
সাধিব সকল কাজ ইঙ্গিতে তোমার,
না করি বিশ্রাম কিংবা না করি শয়ন,

অপর জগতে কিন্তু হবে যবে মোদের মিলন,
হবে তুমি এইরূপ আমারি কিংকর।

ফাউস্ত :

অপর জগৎ তরে চিন্তা নাহি মোর।
বিচূর্ণ করিতে যদি পারো এ-ভুবন,
আস্থক তাহার পরে যে কোনো ধরণী!
এই ধরা উৎস যত আনন্দের মোর,
এই রবি ফেলে আলো মোর যত দুঃখের উপর,
লইব বিদায় যবে এই সব হতে,
কী ঘটিবে তার পরে কিবা তাহে এসে যায় মোর ?
শুনিব না এই কর্ণে আর
লোকে মোরে ভবিষ্যতে ভালবাসে কিংবা করে ঘৃণা,
রয়েছে অথবা নাই সে নব জগতে
উচ্চ, নিম্ন দুই স্তর।

মেফিস্তো :

এমন মানস লয়ে পারো বটে করিতে সাহস।
কর এই অঙ্গীকার,
পুলকিত চিতে মোর বিদ্যাবল দেখিবে আজিকে।
হেন দ্রব্য আনি দিব
যাহা কভু কোনো নর দেখে নাই চক্ষুতে তাহার! ২১০০

ফাউস্ত :

কি দিবে আমাকে তুমি দীন শয়তান ?
উচ্চ সাধনার ক্ষেত্রে যে প্রয়াস নিত্য করে নর,
তোমা হেন জীব তাহা কভু কি বুঝিবে ?

আছে বটে খাদ্য তব তৃপ্তি যাহে কেহ নাহি পায়,
আছে স্বর্ণ রক্তবর্ণ অবিশ্রান্ত যাহা
হয় তব হস্ত হতে বিনিঃস্রিত পারদের প্রায়,
যাহার খেলায়
হয় নাই লাভবান কোনোকালে কোনও মানব।
আছে তব সুন্দরী কামিনী,
বক্ষে মোর রহিয়া শায়িতা
আঁখি ঠারে হরিবে যে প্রতিবাসী যুবকের মন।
আছে তব দেবতাবাঞ্ছিত
সম্মানের অপার পুলক,
নিমেষের মাঝে যাহা
হয়ে যায় অবলুপ্ত উল্কাসম মহাশূন্য মাঝে।
দেখাও এমন ফল
গাড়িবার পূর্বে যাহা বৃক্ষে নষ্ট হয়,
কিংবা হেন তরু যাহা করিবে ধারণ
নিত্য নব হরিৎ বরন।

মেফিস্তো :

এমন আদেশ, ২১২০
নাহি করে বিন্দুমাত্র শঙ্কিত আমাকে,
আনি দিব অনায়াসে হেন উপহার।
কিন্তু বন্ধু মোর,
এসেছে এখন সেই সুন্দর সময়,
যখন করিতে পার বহু কিছু অতি উপাদেয়
নির্বিরোধে উপভোগ।

ফাউস্ত ঃ

আলস্যে শায়িত হয়ে যদি কোন দিন
পরিতুষ্ট হই,
মৃত্যু হক সে মুহূর্তে মোর।
ভোগসুখে, তোষামোদে যদি কোন দিন
পারো মোরে প্রতারিতে,
তবু যদি নিজেকেই ভাল লাগে মোর,
হবে জেনো তাই মোর অন্তিম দিবস,
ফেলিলাম বাজি।

মেফিস্তো ঃ

গ্রহণ করিনু বাজি!

ফাউস্ত

হল বাজি গৃহীত এখন।
যদি কোন দিন,
কোন সুখমুহূর্তকে কহি,
"বড়ই সুন্দর তুমি, রহ আরো কিছুকাল স্থির",
শৃঙ্খলে বন্ধন মোরে সে মুহূর্তে করিও নিশ্চয়। ২১৪০
আপন ইচ্ছায় আমি যাব রসাতলে,
দিকে দিকে বাজে যেন মৃত্যুঘণ্টা মোর,
অচল রহুগ ঘড়ি,
পড়ুগ ভাঙিয়া তার কাঁটা,
সে মুহূর্তে জেনো মোর পরমায়ু হইবে নিঃশেষ,
মুক্তি পাবে তুমি এই অঙ্গীকার হতে।

মেফিস্তো ঃ

ভেবে দেখো উত্তম প্রকারে !
এ-শপথ ভুলিব না মোরা ।

ফাউস্ত ঃ

পেলে তাহে পূর্ণ অধিকার ।
লঘুচিত্তে করি নাই এমন শপথ ।
ইহা মোর দাসের জীবন,
কিবা এসে যায় ক্রীতদাস হই কার ?
তোমার অথবা অপরের !

মেফিস্তো ঃ

আজিকেই আচার্যের ভোজে,
ভৃত্যের কর্তব্য মোর করিব পালন ।
রহি গেল শুধু এককথা,
জীবন অথবা মরণ শপথ করি,
লিখে দাও দুই ছত্রে এই অঙ্গীকার ।

ফাউস্ত ঃ

চাহিছ লিখিতশর্ত অতিবুদ্ধিমান ?
নাহি চেনো মনুষ্যেরে কিংবা বাক্যে তার ?
ইহা কি যথেষ্ট নহে যা করিনু আজি অঙ্গীকার
ধ্বনিত হইবে ইহা জীবনের সর্বক্ষণে মোর ?
শতধারে শত দিকে বহি যায় জীবনপ্রবাহ,
ক্ষুদ্র এই শর্ত মোরে চিরকাল রাখিবে বাঁধিয়া ?
কিন্তু জানি, এ-ভ্রান্তধারণা
প্রকৃতিতে মানবের রয়েছে নিহিত ।
আপন ইচ্ছায় কেহ ইহা হতে মুক্তি নাহি চায় ।

সেই ধন্য হৃদয়ে যে শুদ্ধ সত্য করিবে পালন,
তার তরে আত্মত্যাগে হবেনা বিমুখ।
কিন্তু হেন অঙ্গীকার লিখিত আকারে
যে মুহূর্তে ভূর্জপত্রে মুদ্রাবদ্ধ হয়,
সকলে করিবে ভয় প্রেতাত্মা তাহার,
জীবন তাহার হয় কলমেই মৃত,
গৃহে টানি লয়ে যান মহাশয়গণ
শুধুমাত্র চর্ম আর গালা!
কিন্তু কহ রে দুরাত্মা অঙ্গীকার লিখিব কেমনে?
মর্মরে, ধাতুতে কিংবা ভূর্জপত্রে কোনো,
অথবা কাগজে? লিখিব কি দিয়া তাহা?
ফাউন্টেনে অথবা কলমে,
অথবা বাটালি দিয়া? ২১৮০
তোমাকেই দিনু অধিকার,
যথা ইচ্ছা কর নির্বাচন।

মেফিস্তো:

অল্পে হয়ে উত্তেজিত অতিবাক্য কর ব্যবহার।
যথেষ্ট হইবে যদি লেখ ইহা সামান্য কাগজে,
সহিটুকু শুধু যেন একবিন্দু রক্তে লেখা হয়!

ফাউস্ত:

যথেষ্ট ইহাই যদি হয়,
পূর্ণ হক এ অদ্ভুত খেয়াল তোমার।

[এক কাগজে শর্ত লেখা ও রক্ত দিয়ে সই করা]

মেফিস্তো:

রক্ত হল সবিশেষ রস।

ফাউস্ত ঃ

কোন ভয় নাই।
কভুনা করিব ভঙ্গ অঙ্গীকার মোর।
প্রতিজ্ঞা যখনি করি পালি তাহা সর্বশক্তি সহ।
স্ফীত করে আপনাকে ভেবেছিনু আমি,
হয়েছি প্রকাণ্ড কিছু,
স্থান মোর ঐ তব নিম্নস্তরে দেখি তা এখন।
সে বিরাট আবির্ভাব কি অবজ্ঞা করেছিল মোরে!
মোর প্রতি রুদ্ধ রহে প্রকৃতির দ্বার,
হয়েছে বিচ্ছিন্ন মোর সর্ব চিন্তাধারা,
জ্ঞানার্জনে দীর্ঘকাল বিতৃষ্ণ হয়েছি,
নিমজ্জিত হব এইবার
নিবিড় ইন্দ্রিয়ভোগে, ২২০০
প্রদীপ্ত কামনারাশি প্রশান্ত করিতে।
অবিচ্ছিন্ন এ-যাদুর আবরণ-মাঝে
রহুক প্রস্তুত সদা যে কোনো বিস্ময়।
কালের আবর্তে ঘূর্ণ, ঘটনার উদ্দাম প্রবাহে
ঝম্ফ দিব এইবার,
সফলতা, বিফলতা যন্ত্রণা সম্ভোগ
আসুক উপর্যুপরি, ঘটুক যা কিছু
নিরন্তর নিরলস শুধু যেন রহে সর্ব লোক।

মেফিস্তো ঃ

নিয়ম অথবা সীমা কিছুমাত্র নাই।
যাহা কিছু প্রাণ চায় সর্বস্থানে কর তা সম্ভোগ।
যেতে যেতে যাহা পাও লহ তা কাড়িয়া,

যাহা কিছু দিবে তব ইন্দ্রিয়ে পুলক,
ভোগ করি সে সকল হও তুমি সুখী।
শুধু চাহ মোর কাছে, হ'য়ো না নির্বোধ।

ফাউস্ত ঃ

শুনিলে তো, নাহি ইচ্ছা ভোগবিলাসের।
তীব্রতম-ব্যথাপূর্ণ ইন্দ্রিয়সম্ভোগ,
প্রেমে সিক্ত ঘৃণার সংঘাতে,
সুখপূর্ণ যন্ত্রণার আবর্তে প্রবল,
ঘূর্ণাবর্তে দিব ঝাঁপ।
বিমুক্ত এ চিত্ত মোর জ্ঞানতৃষ্ণা হতে, ২২২:
করিবে না ইহা আর কভু পরিহার
বেদনার কোন অনুভূতি।
আর যাহা লব্ধ হয় ভাগ্যে মনুষ্যের,
অন্তরের সত্তা মোর নিত্য তাই করিবে গ্রহণ!
উচ্চতম, নিম্নতম সর্ব কথা সর্ব মানবের
চিন্তার সামগ্রী হবে মম মানসের।
মনুষ্যের সর্ব দুঃখসুখ
পুঞ্জীভূত হবে এই হৃদয়ে আমার।
এইরূপে সত্তা মোর
বিস্তারিয়া হয়ে যাবে সত্তা ঐ মহামানবের।
আর সর্বশেষে
ব্যর্থতা হইবে লব্ধ তাহারি মতন!

মেফিস্তো ঃ

অহো! করিও বিশ্বাস মোরে,
সহস্র সহস্র বর্ষ করিনু চর্বণ

এই খাদ্য অতীব কঠিন !
জানি আমি, জন্ম হতে শেষ যাত্রাবধি
কোনো কালে কোনো নর
পারে নাই সহিতে এ কঠোর নিয়তি।
করিও বিশ্বাস মোরে,
এই বিশ্ব সৃষ্ট শুধু ঈশ্বরের সুখবৃদ্ধি তরে, ২২৪০
নিজে তিনি রহিবেন চিরজ্যোতি মাঝে,
আমাদের রাখিবেন চির অন্ধকারে,
আর শুধু তোমাদেরি তবে
রচিলেন দিবসরজনী।

ফাউস্ত ঃ

একা আমি সাধিব ইহাই।

মেফিস্তো ঃ

এই কথা তো শোনায় ভাল কানে,
কিন্তু এটাই ভয়ের কথাই জাগায় আমার প্রাণে।
বিদ্যা হল অসীম কিন্তু জীবন সসীম সবার,
তাই বলি কি, শোনোই না গো সদুপদেশ আমার,
লও বেছে সেই বন্ধু কবি, মস্ত ভাবুক যিনি,
তোমার যত চিন্তার বোঝা লবেন মাথায় তিনি,
তোমার মাথায় পরান তিনি মুকুট সকল গুণের,
বলুন তোমার সিংহ-সাহস, ক্ষিপ্রতাও মৃগের,
ইতালীয়ের তপ্ত রক্ত, দৃঢ়তা উত্তরের,
করুন তোমার অনেক রকম সমস্যারও বিহিত,
এই ধর না, কেমন করে উদারতার সহিত
মিলিয়ে দেবে বেমালুমই ধূর্ততা-ও খাসা,

কিংবা যখন জানাও যুবার উছল ভালবাসা,
ভাল রকম হিসাবটিও রইবে তাতেই কষা।
অমন একটি ধূর্ত কবি দেখতে পাব যেই ২২৬০
"ক্ষুদ্র জগৎ" নামটি আমি অমনি তাঁকে দেই।

ফাউস্ত :

মহান মুকুট উচ্চ এ-মানবতার,
যার তরে চিত্ত মোর নিত্য ব্যাকুলিত,
যদি না ধারণ করি কিবা মূল্য এ জীবনে মোর ?

মেফিস্তো :

পরেও সেটি রইবে তো তাই যেমন আছ এখন !
লক্ষ গোছার পরচুলাটি মাথায় করে ধারণ,
কিংবা পরে প্রকাণ্ড বুট অতি অসাধারণ,
বিন্দুমাত্র বদলাবে না, কাজ কি এ সব পরে ?

ফাউস্ত :

বুঝি বটে এ কথা অন্তরে।
শ্রেষ্ঠ বিদ্যা মনুষ্যের করিলাম বৃথাই অর্জন।
স্থিরচিত্তে বসি যবে নিজ মনে ভাবি,
অনুভব করি তো তখন,
বিন্দুমাত্র নবশক্তি অন্তরেতে জন্ম নাহি পায়,
তিলমাত্র উর্ধ্বে উঠি নাই,
একপদ অগ্রসর হই নাই অনন্তের প্রতি। ২২৭৫

মেফিস্তো :

এবার মশায় দেখলেন বটে ব্যাপারটি সেই চোখে,
এটায় যেমন দেখে থাকে অপর সকল লোকে।

তাইতো জীবন বৃথায় অমন ফরসা হবার আগে,
বুদ্ধির কাজও করুন যাতে জীবন ভোগে লাগে !
কিসের চিন্তা ? হাত, পা, মুখটা, এ সকলটা তোমার,
আর মাথাটা, আর—টা নয়তো অন্য কাহার !
তাই বলেই না টাটকা টাটকা ভোগটা যখন সারো,
সুখটা সবই হয়তো তোমার নয়তো অন্য কারো।
ছয়টা যদি ঘোড়াই কিনে রাখি আস্তাবলে,
শক্তি কি তার হয়না আমার সে সব কেনা ব'লে ?
তাদের বলে ছুটলে বেগে ছোটাও হয় আমার,
হই সে মানুষ আছে যাহার গণ্ডা চয়েক পা আর !
তাইতো বলি, ফুর্তি কর, চিন্তার জ্বালা ছাড়ো,
সঙ্গে আমার এই দুনিয়ায় বাহির হয়েই পড়ো।
অধিক চিন্তা যারাই করে বলছি সঠিক তোমায়,
তাদের কাঁধেই ভূত করে ভর, বুদ্ধিটিকে খেদায়।
তারা যেন বলদ বনে ঘুরবে ধুলোর মাঝে,
দেখবেনা তো চারধারে তার সবুজ ঘাসও আছে।

ফাউস্ত :

কহ করি আরম্ভ কেমনে ?

মেফিস্তো :

বেরিয়ে পড়ি আমরা দুজন,
জীবন বলির এমন স্থানে করছ কি দিন যাপন ?
গুরুশিষ্যে মিলে চালাও একঘেঁয়েমির জীবন।
দাওনা এমন কাজের ভারটা ডক্টর ভুঁড়োর হাতে,
এতো কাটা খড়ের কুটা, দরদ কিসের তাতে ?

আসল যা তা রসের কথা বলাই তো তা বারণ,
ঐ শোনা যায় ছাত্র হেথায় করছে যে আগমন! ২৩০০

ফাউস্ত ঃ

নাহি পারি ওর সাথে মিলিতে এখন।

মেফিস্তো ঃ

বেচারি ঐ বালকটি যে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে,
ছাড়তে কি আর আছে ওকে সান্ত্বনা না দিয়ে!
তোমার ঐ যে গাউন টুপি চট্ করে দাও মোরে,
দেখো আমায় বেশ মানাবে এমন মুখোশ পরে।

[মেফিস্তোফেলিস কর্তৃক ফাউস্তের পোষাক পরা]

ভরসা রাখো এখন কেবল মোর চাতুরীর 'পরে।
সিকি ঘণ্টা লাগবে সময় কাজটি সারতে আমার,
এর ভেতরে এসো প'রে পোষাক ভ্রমণ করার।

[ফাউস্তের প্রস্থান]

এখন অবজ্ঞা কর বিজ্ঞানেরে, বিচারবুদ্ধিকে,
শ্রেষ্ঠ দুটি শক্তি মানবের।
এখন চালিত হও মায়া আর যাদুর ক্রিয়াতে
মিথ্যার ছলনা দ্বারা।
এইরূপে আসিবে নিশ্চয় কবলে আমার।
নিয়তি উহাকে যেই ধৈর্যহীন চিত্ত প্রদানিল,
উত্তরিয়া সর্ব বাধা নিত্য তাহা ধায়,
সম্মুখে উহাকে নিত্য টানি তাহা লয়,
ত্বরিত সে ধাবনের ফলে
অতিক্রম করি যায় ধরণীর আনন্দসকল। ২৩২০

এখন উহাকে আমি করিব চালিত
অশিষ্ট জীবন মাঝে, মূল্যহীন, বৈচিত্র্যবিহীন।
চুক্তিবদ্ধ হয়ে রবে যুক্ত মোর সাথে,
প্রকম্পিত প্রাণে
দর্শন করিবে মোরে স্তিমিত নয়নে,
অতৃপ্ত কামনাক্ষুব্ধ লুব্ধ রসনার
অগ্রভাগে ভাসি নিত্য সুখাদ্য, সুপেয়
ছুটাবে উহাকে।
ছুটিবে বৃথায় শুধু পিছে পিছে তার
অতৃপ্ত ক্ষুধায়।
আর যদি শয়তানে না সঁপিত প্রাণ
তবু তো ও যেত রসাতলে।

[তরুণ ছাত্রের প্রবেশ]

ছাত্র

আসিনু এখুনি আমি,
এসেছি অন্তরে লয়ে পূর্ণ অনুরাগ,
এসেছি চিনিতে আর, করিতে আলাপ তাঁর সাথে,
যাঁর নাম সর্ব লোকে লয়ে থাকে গভীর শ্রদ্ধায়।

মেফিস্তো [ফাউস্তের বেশে] ঃ

বিনয় তোমার করলে আমায় খুশী অতিশয়,
কিন্তু দেখো, আমিও মানুষ যেমন সবাই হয়।
সকল স্থানে খবর সেরে এসেছ নিশ্চয় ?

ছাত্র

করুন গ্রহণ মোরে করি অনুরোধ,
এসেছি অন্তরে লয়ে বিপুল সাহস,

সতেজ শোণিত মোর, বিত্ত-ও প্রচুর,
জননী আমার কভু চাহে নাই মোরে ছেড়ে দিতে,
তবু আমি আসিনু হেথায়,
কারণ লভিতে চাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা আপনার কাছে।

মেফিস্তো ঃ

তা! এলে তো শিক্ষার তরে আসল স্থানেতে।

ছাত্র ঃ

কহি তবে সত্যকথা, প্রাণ চায় গৃহে ফিরে যেতে।
ভাল নাহি লাগে মোর এ-প্রকোষ্ঠ, এ সব প্রাচীর,
স্থান হেথা সংকীর্ণ বড়ই,
নাহি হেথা তরুলতা, নাহি কোন হরিতের শোভা,
এই সব বেঞ্চে আর পড়িবার ঘরে,
মনে হয়, তিরোহিত হতে বুঝি চায়
শ্রবণ, দর্শন আর চিন্তাশক্তি মোর।

মেফিস্তো ঃ

অমনতর অনভ্যাসেই হয়!
মায়ের বুকটি শিশু সে কি প্রথম থেকেই লয়?
একটু পরেই লবে সে বুক সুখেই অতিশয়।
তেমনি তুমি জ্ঞানের বুকে দুগ্ধ কর পান,
খুশির চোটে রোজই তোমার উথলে উঠবে প্রাণ।

ছাত্র ঃ

খুব খুশিতে সেই বুকেতে ঝুলতে আমি চাই,
এখন বলুন ঐ স্থানেতে কেমন করে যাই?

মেফিস্তো ঃ

এগিয়ে আরো যাবার আগে কহ তো আমায়, ২৩৬০
পছন্দটি করছ তুমি কোন্ সে বিদ্যাটায় ?

ছাত্র ঃ

আমি তো চাই হয়ে যেতে প্রকাণ্ড বিদ্বান,
জানতেও চাই প্রকৃতি কি, শিখবও বিজ্ঞান,
পৃথিবীর আর স্বর্গেরও চাই সকল রকম জ্ঞান।

মেফিস্তো ঃ

সন্ধানটি ঠিক করছ বটে, তাইতো মহাশয়,
সময় যেন কোনো মতেই নষ্ট নাহি হয়।

ছাত্র ঃ

মন দিয়ে আর প্রাণ দিয়ে তো করব অধ্যয়ন,
কিন্তু গ্রীষ্মের ছুটির সময় দিনগুলি যখন,
বড়ই মধুর হয়ে ওঠে তখন শুধু চাই,
স্বাধীনভাবে ফুর্তি করে সময়টি কাটাই।

মেফিস্তো ঃ

তা তো বটেই! সময়ের এই করবে ব্যবহার,
সময় পালায় বড়ই ত্বরায় নাইকো হিসাব তার।
বিধান কিন্তু শিখতে বলে সময় বাঁচানো,
তাইতো বন্ধু দেই উপদেশ যদি তা মানো,
প্রথম শেখো যুক্তিবিদ্যা তার ফলে তখন,
বড়ই খাসা ছাঁচে ঢালা হবে তোমার মন।
যন্ত্রণার সেই কাঠামোতে বাঁধা মানসটায়, ২৩৭৭*
হিসাব করে বুঝে স্থঝে স্থবিধা কোথায়,
শিখবে তখন চলবে কেমন ক্ষেত্রে কল্পনার,

চলবে না আর এদিক ওদিক পিছে আলেয়ার।
তারপর তোমায় শিখিয়ে দেবে কয়েক দিন ধরে,
যে সকল কাজ এখন কর চিন্তা না করে,
যেমন ধর, নাওয়া খাওয়া স্বাধীন অন্তরে,
বুঝবে এর-ও নিয়ম আছে এক দুই ও তিনের।
রকমটা হয় কেমন জানো কল্পনার কলের?
এ যেন সেই তাঁতীর তাঁতটা, মাকু ছুটলে যার,
সুতো ছোটে একবার এ ধার, আবার উল্টো ধার,
অলক্ষিতে হাজার সুতোর জীবন জেগে যায়,
এক এক ঘায়ে গ্রন্থি হাজার গাঁথবে তন্তুবায়।
তখন আসেন দার্শনিক এ প্রমাণ করিতেই,
তাইতো হবে, এক দুই হলে, তিন চারটা হবেই,
এক দুই না হলে, তিন চারটা হয়না কিছুতেই।
সকল দেশেই বিদ্যারে এই মানেন পণ্ডিতে,
কিন্তু কেহই পারেন না তো বস্ত্র বুনিতে।
চাইবে যদি জীবনবিদ্যা কিছু বুঝিতে,
কিংবা তাহার উপর কিছু চাইলে লিখিতে,
কইবে তোমায় প্রথমেই তার জীবন বাদ দিতে।
রইবে হাতে সংখ্যা এবং অংশগুলি তার,
দুঃখ কেবল লুপ্তি হবে জীবনসূত্রটার।
"এই প্রকৃতির অন্তর্ক্রিয়া" আখ্যা এই আবার ২৪০:
দেয় রসায়ন কুণ্ঠাবিহীন অমন বিদ্যারে,
বুঝবেনা তো কী পরিহাস করলে আপনারে।

ছাত্র

বুঝলাম না যে ভালোমতন এই কথাটারে!

মেফিস্তো ঃ

বুঝবে, বুঝবে সময় হলে সকল কথাটাই,
শেখোই আগে সকল রকম কথার মীমাংসাই,
ঠিকমতো আর শ্রেণী বিভাগ করতে জানা চাই।

ছাত্র ঃ

এ-সব শুনে বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছে মোর,
মনে হচ্ছে মাথার ভেতর চরকি ঘুরছে জোর।

মেফিস্তো ঃ

তার পরেই না অন্য বিদ্যা শিক্ষা করার আগে,
শিক্ষা কর অধিবিদ্যা পরম অনুরাগে।
করবে ধারণ নিখুঁত রকম সেই জিনিস মাথায়,
লোকের মাথায় কল্পনা যার করাই নাহি যায়।
আসুক কিংবা না আসুক তা ভিতরে মাথার,
তৈরি রবে তাহার তরে সংজ্ঞা চমৎকার।
কিন্তু মশায়, সবার আগে অর্ধবরষ ধরে
মানতে হবে নিয়মগুলি কষ্ট কিছু করে।
প্রতিটি দিন পাঁচটি ঘণ্টা করবে অধ্যয়ন,
কাঁটায় কাঁটায় করবে নিত্য ক্লাসেতে গমন,
ক্লাসে আসার আগেই করবে পাঠ্য মুখস্থ,
অধ্যায়গুলির মর্ম ভাল করবে দুরস্ত, ২৪২০
ক্লাসে এসে বুঝবে তখন অধ্যাপক মশায়,
হুবহু তা আওড়ে যান যা গ্রন্থে পাওয়া যায়,
লিখবে তবু শুনবে যা সব এমন প্রকারে,
মনে হবে ঈশ্বর স্বয়ং লেখান তোমারে।

ছাত্র ঃ

এমন কথা দুবার বলার প্রয়োজন না রয়।
বুঝি যে ঠিক কী উপকার লিখে ফেললে হয়।
কারণ যা সব লেখা হল একটা কাগজে,
ঘরে এসে পড়া তা যায় বড়ই সহজে।

মেফিস্তো ঃ

কোন বিদ্যাটি শিখতে চাও তা বলবে কি এখন ?

ছাত্র ঃ

আইন শেখায় কিন্তু আমার বসবে না তো মন।

মেফিস্তো ঃ

তার তরে আর দোষটি তেমন দেইনা তোমারে,
জানি আমি দাঁড়ায় কি এই বিদ্যার ব্যাপারে।
ব্যবহার আর অধিকার সব চলছে দুর্নিবার
পুরুষ হতে ভিন পুরুষে ব্যাধিরই প্রকার,
বংশ হতে বংশে অপর হয় তা চালিত,
একদেশ হতে অপর দেশে ধীরে আনিত।
বিচারবুদ্ধি হয় কুবুদ্ধি আইনের মহিমায়,
সৎকাজগুলি হয় সকলি কষ্টেরি কারণ,
আর যদি হও কারো নাতি নাইকো আর উপায়!
যেই অধিকার জন্মের সাথে মোদের জন্ম পায়, ২৪৯০
তাহার কথা আইনশাস্ত্রে উহ্য থেকেই যায়।

ছাত্র ঃ

আইনশাস্ত্রে বিতৃষ্ণা মোর বাড়লো এ-কথায়,
ভাগ্য ভাল শিক্ষা যারা আপনার কাছে পায়,
ভাবছি এখন শিক্ষা করি ধর্মশাস্ত্রটাই।

মেফিস্তো :

তোমায় আমি ভুল পথে তো চালাতে না চাই,
এ শাস্ত্রের-ও রকম সকম কইব এখন তাই।
বড়ই কঠিন এই শিক্ষাতে ভুল পথ এড়ানো,
এর ভিতরে আছে অনেক গরল লুকানো,
ওষুধের আর এই গরলের প্রভেদ বড়ই ক্ষীণ,
এই পথে তাই হওয়াই ভাল একগুরুর অধীন,
গুরুর কথাই মানবে শুধু, লবে শরণ তাঁর,
মোটের ওপর করবে কেবল কথার ব্যবহার,
তাহলেই ঠিক ভিতর দিয়ে সদরদরজার
পেয়ে যাবে নিশ্চয়তার মন্দিরেরই দ্বার!

ছাত্র :

কথাগুলির অর্থ কিছু থাকতে-ও তো হবে?

মেফিস্তো :

কইলে ভাল!
কিন্তু তোমার চিন্তা করার নাইকো কিছুই রবে।
মানের অভাব যেমনি হবে অমনি সেখানটায়,
ঠিক সময়ে ঠিক কথার-ও যোগান হয়ে যায়।
কথার জোরে তর্ক তোড়ে চালানো যায় বেশ, ২৪৬০
তন্ত্র রচ সৃষ্টি ক'রে কথার সমাবেশ।
নিছক কথায় আস্থা রাখা বড়ই সহজ ব্যাপার,
কারণ কথার একটি মাত্রা নয়তো চুরি হবার।

ছাত্র

করুন ক্ষমা, প্রশ্ন করি শুধুই আমার তরে,
চিকিৎসা শাস্ত্রের-ও বিষয় চোখা কথার জোরে,

আমায় যদি ভাল কিছু বোঝান দয়া করে।
তিন শালে এর শিক্ষালাভটি হয়ে গেলে পরে,
জীবনক্ষেত্র কী প্রশস্ত মুক্ত হয়ে রবে,
আপনার বাণী শুনলে জানি এগিয়ে যাওয়া হবে।

মেফিস্তো [স্বগত] ঃ

শুকনো আলাপ আর তো ভাল লাগছে না আমার,
শয়তানী এক রসের খেলা খেলব পুনর্বার।

[প্রকাশ্যে]

চিকিৎসাশাস্ত্র সহজ তো, করবে মুখস্থ, ২৪৭৩*
বৃহৎ, ক্ষুদ্র দুই জগতের তত্ত্ব সমস্ত,
শেষটায় শুধু হালটি তাহার ছেড়ে দেবার তরে,
ভগবানের ইচ্ছায় যাতে চলে ভাল করে।
বৃথাই হয়ে গলদঘর্ম বিজ্ঞান শিখতে যাওয়া, ২৪৭৮*
বুদ্ধি যেমন শিক্ষা তেমন হবে সবার পাওয়া,
কিন্তু জানবে মুহূর্ত যে সুযোগটুকু আনে,
সেইতো মানুষ অমনি সেটি ধরতে যেজন জানে।
শরীর তোমার খাসা সবল, চেহারাটি বেশ,
সাহস আছে তাই তোমাকে দেই এ উপদেশ,
বিশ্বাস রাখো নিজের ওপর দেখবে কেমন করে,
বিশ্বের লোকে বিশ্বাস রাখে অমনি তোমার 'পরে।
শেখো এখন ভালমতন নারীর পরিচালন,
উহার বেদন হাজার রকম যাহা চিরন্তন,
উহার যত উহু আহা, আর যত ক্রন্দন,
শেখো এখন স্থান বিশেষে সারিয়ে ফেলে তারে,
কেমন করে সারাবে তার সকল যন্ত্রণারে।

শয্যার ধারে করবে অর্ধশ্রদ্ধার আচরণ,
দেখবে তখন তোমার বশে আসছে তাহার মন,
জানাও তোমার ডিগ্রী আছে, মস্ত কিছু যেটি,
বিদ্যা তোমার অনেক উঁচু, ছাড়ায় সবার সেটি,
সাত স্থানে তার স্পর্শ করে জানাও নমস্কার,
করতে যে কাজ অন্যের লাগে বর্ষ কএক আর,
হাতের নাড়ি ধরবে টিপে ঠিকটি যেমন ধরে,
আবেগভরা ধূর্ত দৃষ্টি ফেলবে তাহার 'পরে,
স্বাধীন ভাবে জাপটে ধরে ক্ষীণ কটি বালার,
ঠিক জেনে নাও স্থানবিশেষের বাঁধন কোন প্রকার ?

ছাত্র :

বলিহারি যাই !
এই তো বুঝছি কোথায় কোনটি সঠিক করা চাই।

মেফিস্তো ঃ

বন্ধু আমার, তত্ত্বকথা সকলই ধূসর,
সবুজ শুধু কল্পতরু জীবন মনোহর।

ছাত্র ঃ

করছি শপথ দেখছি যেন স্বপ্ন মনে হয়,
আসতে আবার হেথায় আদেশ পাই কি মহাশয় ?
এই উপদেশ গোড়া থেকে শুনতে আবার চাই।

মেফিস্তো ঃ

আসবে বৈকি বলব সবই শিখবে সকলটাই।

ছাত্র [একটি খাতা পকেট থেকে বার করে] **ঃ**

পারছি না যে এখান থেকে সরে যেতে আর,
এই খাতাটায় না নিয়ে এক বাণী আপনার,
একটা কিছু এর পাতায় কি লিখতে আজ্ঞা হয় ?

মেফিস্তো ঃ

নিশ্চয়, নিশ্চয় !

[ছাত্রের খাতা গ্রহণ, তাতে ল্যাটিন ভাষার বাণী লিখন ও সেটি ছাত্রকে প্রত্যর্পণ]

ছাত্র [লেখা পড়া] **ঃ**

ভগবানের সমান হয়েই যাও,
কিসে যে সুখ, দুঃখ কিসে বুঝে এ-সব নাও।

[খাতা সসম্ভ্রমে পকেটে রেখে মেফি-স্তাকে গভীর শ্রদ্ধায় অভিবাদনপূর্বক প্রস্থান]

মেফিস্তো [স্বগত] **ঃ**

চর্চ্চা করিস আদিরসের এবং মানিস আমার
"মুমে" নামক সর্পটিকে, দেখিস ফলে তাহার,
হবে কেমন দুর্দশা তোর, আঁতকে রইবি ভয়ে,
ভগবানের মতন ও তোর চেহারাও লয়ে।

[ফাউস্তের প্রবেশ]

ফাউস্ত ঃ

কহিবে এখন মোরে কোথা যেতে হবে ?

মেফিস্তো ঃ

যেথায় তোমার পরান তোমায় লবে।
দেখো প্রথম ক্ষুদ্র সমাজ লোক সাধারণের,
দেখবে পরে বৃহৎ সমাজ বৃহৎ লোকেদের,
দেখবে মোদের জীবন হবে কতই আমোদের। ২৫২০
এই ভ্রমণে লাভটা কি হয় তখন আমাদের।

ফাউস্ত ঃ

শুধু এই দীর্ঘ শ্মশ্রু মোর
বাধা দেয় যাপিবারে সহজ জীবন।
এ-প্রচেষ্টা হবে না সফল।

নাহি জানি এ-জগতে চলিব কেমনে,
অপরের সমুখে নিজেকে
ক্ষুদ্র বোধ করিব নিয়ত,
সকল সময়ে হব কিবা অপ্রস্তুত।

মেফিস্তো :

বন্ধু গো আমার!
সকল কিছুই সেই মুহূর্তে হবে চমৎকার,
যেই মুহূর্তে বিশ্বাসটুকু রাখবে নিজের 'পরে,
বুঝবে তখন জীবনধারণ করবে কেমন করে।

ফাউস্ত :

কিন্তু কহ, কেমনে বাহির হই এই গৃহ হতে ?
কোথা অশ্ব তব ?
কোথা তব দাসদাসী কোথা বা শকট ?

মেফিস্তো :

এই দেহ-আবরণ করিলে বিস্তার
হবে এ শকট,
মারুত করিয়া ভেদ লবে ইহা অক্লেশে মোদের!
সাহসের এ-সুখযাত্রায় ২০৫০
সাথে কিন্তু নাহি লবে কোনো গুরুভার।
করিব প্রস্তুত কিছু অগ্নিতপ্ত বায়ু,
পৃথিবীর বক্ষ হতে যাহা
ঊর্ধ্বে তুলি আমাদের দ্রুতবেগে লবে যথা চাহি,
শুধু যদি বোঝা হয় লঘু!
এ নবজীবন তরে লহ অভিনন্দন আমার।

পঞ্চম দৃশ্য

লাইপ্‌সিগ শহরে আওয়ারবাখ্‌ নামক ভূগর্ভস্থ সরাই

[কএকজন ফুর্তিবাজ ছাত্র]

ফ্রোশ :

কেউ কি তোরা গিলবিনে মদ কেউ কি হাসবি নে ?
শিখিয়ে দেব গোমড়া মুখে যাতে থাকবি নে।
ভিজে জাবটি হয়ে আছিস মুখে নেইকো রব,
অন্য দিন তো তুবড়ি ছোটাস আজ হল কি সব ?

ব্রাণ্ডের :

দোষতো তোরই !   করিস কোথায় একটা ভাঁড়ামি,
কিংবা একটা রগড় করে কোনো নষ্টামি ?

ফ্রোশ [ব্রাণ্ডেরের মাথায় একগ্লাস মদ ঢেলে] :

এই লে দুটোই, এখন হল ?

ব্রাণ্ডের :

তুই ডবল্‌ শুয়ার !

ফ্রোশ :

চাইলি যেটি তাইতো পেলি, হস কেন বেজার ?

সীবেল :

দোরটা খোলা, ঝগড়া চাস তো বেরিয়ে তোরা যা,
পরান খুলে আর সকলে বোতল টেনে গা,
হেইও হোল্লা হেইও হো—ও—ও—ও—

আল্‌তমায়ার :

সর্বনাশরে, গেলাম বাবা, আনরে তুলো আন,
ষাঁড়ের মতন চেঁচায় বেটা, ফাটল বুঝি কান।

সীবেল :

গুম্বজ থেকে ফিরে কেমন আসছে গলার স্বর,
হেঁড়ে গলার খোলতাই হবে এইখানেই সুন্দর ।

ফ্রোশ :

ঠিক বলেছিস, লাগছে যাদের খারাপ তারা যা,
আ তারা—লারাদা—আ—আ—আ

আল্‌তমায়ার :

আ তারা—লারাদা—আ—আ—আ—

ফ্রোশ :

গলার এবার মিল হয়েছে,—গা তো সবাই গা,

[গান]

মোদের পুণ্য রোমের রাজ্য প্রিয় অতিশয়,
কেমন করে এখনো যে টিকেই বা এ রয়—

বাগুের :

আরে ছ্যা, ছ্যা, থামা এ-গান ভাই,
রাজনীতির এ অপমানের গানটা যাচ্ছেতাই !
ভগবানের দয়ায় তোদের করতে হয়না রোজ,
রোমের রাজ্য চলছে কেমন নেওয়া তাহার খোঁজ ।
আমি তো ভাই ভাবছি আমার বড়ই জোর বরাত,
নই আমি এর প্রধানমন্ত্রী, অথবা সম্রাট !
কিন্তু মোদের থাকা তো চাই জমকালো চালক,
তাই বাছি আয় পোপের পদে মোদের কোন লোক।
তোরা তো ভাই জানিস ভাল কি গুণ তাহার চাই,
কোন গুণেই বা কোনো লোকের মিলবে উঁচু ঠাঁই ।

ফ্রোশ [গান গেয়ে ওঠা] :

বুলবুলি তুই ওঠরে জেগে যারে সেথায় উড়ে,
পিয়ারে মোর আয়তো দিয়ে হাজার চুমু ছুঁড়ে।

সীবেল :

চাইনা অমন চুমু ছোঁড়া, পিয়ায় নমস্কার !

ফ্রোশ :

পিয়ায় চুমু ও নমস্কার ছুঁড়ব হাজার বার,
তুই কি আমায় পারবি রুখতে কক্ষনো কি আর ?

[গান]

নীরব নিশীথ হল,
খোলরে দুয়ার খোলো,
দুয়ারে প্রেমিক এল,
খোলরে দুয়ার খোলো।
যখনি হবে গো ভোর,
দুয়ার বন্ধ কোরো।

সীবেল :

বেশ তো গা না, গা না তুই ওর পিরিতের গান জোরে,
আমায় ছুঁড়ি করলে জব্দ করবে নাচার তোরে,
আসবে তখন আমার সময়, হাসব পরান ভ'রে।
ভূত যেন ঐ নষ্টা ছুঁড়ির জবর প্রেমে পড়ে।
চৌমাথাতে ওর সাথে সে নষ্টামি খুব করে,
ফিরতি পথে বুড়ো ছাগল দেখেই দশা ওর,
ভেংচি কেটে, "নমস্কার গো" বলেই মারে দৌড় !
সত্যিকারের রক্তমাংসওয়ালা কোনো লোক,
চাইবে না তো অমন ছুঁড়ী প্রেমিক ওনার হক !

ওকেই আবার পিরিত জানাস্! চাই না আর তা শুনতে,
চাই শুধু ওর জানালাগুলোর কাঁচগুলি সব ভাঙতে! ২৬০০

ব্রাণ্ডের [টেবিলে এক প্রচণ্ড ঘুষি মেরে] :
শোন্‌রে তোরা, শোন্‌রে তোরা আমার কথা শোন্,
জানিস তোরা থাকতে আমি চাই উচিত মতন,
প্রেমে পড়া মানুষ হেথায় আছে কএক জন,
অভিবাদন জানাই তাদের গানটি গেয়ে প্রেমের.
হবে যেটি বড়ই রসের রে‘ওয়াজ যেমন মোদের,
ধুয়োটি তার ধরবি তোরা উঁচু গলায় তোদের।

[গান]

এক যে ছিল মস্ত ইঁদুর
মাটির নীচের ঘরে,
মাখন গেতো চর্বি খেতো,
পেটটি তাহার ভ'রে।
খেয়ে খেয়ে ফুলল বেটা
যেন মার্টিন লুথার,
রাঁধুনী তাই বিষ মিশিয়ে
দেয় খাবারে তাহার।
খেয়েই তো সে চমকে উঠল,
মেঝেয় এল নেমে,
চক্ষু হল ছানাবড়া,
পড়ল যেন প্রেমে।

সকলে [উচ্চৈঃস্বরে, মহা উৎসাহে] :
চক্ষু হল ছানাবড়া
পড়ল যেন প্রেমে।

ব্রাণ্ডের :

একবার ছোটে বাহির পানে,
একবার ছোটে ঘরে,
সকল গর্তে জল খেয়ে সে
সকল দিকে ঘোরে,
সকল দেয়াল আঁচড়ে কামড়ে
বৃথাই রেগে মরে,
আঁতকে উঠে মারলে কএক
ঝম্প বড়ই জোরে,
এমনি করে বেচারি জীব
উঠল বেজায় ঘেমে,
চক্ষু হল ছানাবড়া
পড়ল যেন প্রেমে।

সকলে [পূর্বের মতন] **:**

চক্ষু হল ছানাবড়া
পড়ল যেন প্রেমে।

ব্রাণ্ডের :

শেষটা ভয়ে দিনের বেলায়
ছুটল রান্নাঘরে ;
চুলার তলে পড়ল ঢলে,
কাঁপল থর থরে,
করলে স্বরু শেষে হাঁপানি
করুণ আওয়াজ করে,
বিষমিশানী কইল হাসি,
"আ — শেষ চিঁচিঁ যায় থেমে !

চক্ষু যে তোর ছানাবড়া
পড়লি কি রে প্রেমে ?

সকলে [পূর্বের মতন] ঃ

চক্ষু যে তোর ছানাবড়া
পড়লি কি রে প্রেমে ?

সীবেল ঃ

অসভ্য সব ছোঁড়া তোরা করিস কী ফচকেমি ?
ইঁদুরটাকে বিষ খাওয়াতে পারতুম কি রে আমি !

ব্রাণ্ডের ঃ

ইঁদুর বুঝি প্রাণের ইয়ার তোর ?

আল্‌তমায়ার ঃ

তা তো হবেই, দেখনা তোরা ওর
টেকো মাথা, দেখনা বেটার মস্ত ভুঁড়ি আর,
হবেই তো ওর ভাবনা বড়ই দুঃখে ইঁদুরটার,
ইঁদুর ভুঁড়োর ভেতর যে পায় মূর্তি আপনার।

[সকলে উচ্চে হেসে উঠল, এমন সময় ফাউস্ত ও মেফিস্তোফেলিসের প্রবেশ]

মেফিস্তো [ফাউস্তকে, জনান্তিকে] ঃ

সবার আগে ফুর্তিবাজের মধ্যে তোমায় আনি,
জীবন কতই সহজ তাহাই হেথায় লহ জানি।
পর্ব যেন লেগেই আছে সকল দিনেই এদের,
বিদ্যা অল্প কিন্তু এদের জীবন কতই সুখের।
কোকড়ানো লেজ ছোট্ট কোনো বিড়ালছানার মতন,
ছোট্ট চক্রে নেচে এরা চালায় সহজ জীবন।
যতক্ষণ না হচ্ছে কাতর যন্ত্রণাতে মাথার, ২৩৬০

কিংবা শুঁড়ি বন্ধ করে ধারের মদটি আবার,
ততক্ষণ না করবে চিন্তা, সুখের জীবন সবার।

[তাদের দেখে ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে অনুচ্চে আলাপ আরম্ভ করলে]

ব্রাণ্ডের ঃ

দেখরে, দেখরে আসছে এরা দীর্ঘপর্যটক,
পৌঁছেচে এই শহরে ঠিক একটি ঘণ্টাতক,
বোঝাই তা যায় এদের এমন চালচলনে মজার।

ফ্রোশ ঃ

ঠিক তো! জয়রে লাইপসিগের মোদের শহরটার।
এ যেন এক ছোট্ট প্যারিস কৃষ্টি এমন তার।

সীবেল ঃ

বল্‌তো কেমন বিদেশী সব এল এখন এরা?

ফ্রোশ ঃ

ব্যাপারটা সব আমার হাতেই ছেড়ে দেতো তোরা।
একটি গেলাস টানার পরেই দেখনা আমি টেনে
হাঁড়ির খবর বার করি সব, ফেলব সবই জেনে।
কিন্তু রে ভাই, দেখছি এরা মানুষ বড় ঘরের!
দেখনা দেমাক, উঁচু নাকের চালচলনটা এদের।

ব্রাণ্ডের ঃ

হাতুড়ে রে ! ফেলছি বাজি নিবি সেটা মেনে?

আল্‌তমায়ার ঃ

হয়তো তাইরে!

ফ্রোশ ঃ

দেখনা খবর বার করি সব টেনে!

মেফিস্তো [ফাউস্তকে জনান্তিকে] ঃ

দেখো লোকদের ! নাইকো খেয়াল শয়তান এল দ্বারে,
শয়তান কাঁধে ধরলে চেপে টের পাবে না তারে।

ফাউস্ত [প্রকাশ্যে, এখন থেকে উভয় পক্ষের আলাপ আরম্ভ হল] ঃ

মহাশয়গণ নমস্কার !

সীবেল ঃ

ধন্যবাদ আর নিন আমাদের প্রতিনমস্কার।

[পাশ থেকে মেফিস্তোফেলিসকে আড়চোখে দেখে, অপর সকলকে অনুচ্চে]

এই ব্যাটা দেখ্ একটা পায়ে খোঁড়ায় যে বে আবার !

মেফিস্তো [উচ্চে, মদ্যপদের প্রতি] ঃ

বসতে হেথায় পাই কি মোরা এখন অনুমতি ?
মদটা হেথায় নয়তো সরেস, কিন্তু সরসমতি
মহাশয়দের সঙ্গসুখটা আমোদ দেবে অতি।

আল্‌তমায়ার ঃ

বড়ই চড়া লাগছে যেন পছন্দটা মদের।

ফ্রোশ ঃ

আহার বুঝি সারলেন গৃহে "হান্‌স" মহাশয়ের, ২৬৮৬
রিপাক্ ছেড়ে তাই বুঝি এই বিলম্বটি পথের ?

মেফিস্তো ঃ

আজ তো মোরা এলাম তাঁহার গৃহের নিকট হতে,
গতবারে তাঁহার সহিত আলাপ হল বটে,
খুড়তুতো তাঁর ভাইদের কথা বলেন অনেক কিছু,
মহাশয়দের দিলেন অনেক প্রণাম মাথা পিছু।

[সহাস্তে ফ্রোশের দিকে ঝুঁকল]

আল্‌তমায়ার [অনুচ্চে]

কেমন হল ? লোকটা বোঝে !

সীবেল [অনুচ্চে]

বাস্তু ঘুঘু ও রে !

ফ্রোশ [অনুচ্চে]

আবার একহাত নিচ্ছি ওরে দেখ্‌না সবুর করে ! ২৬১৪

মেফিস্তো

ভুল যদি না করে থাকি শুনলাম মনে হয়,
সাধা গলার মিলিত গান ঢুকলাম যে সময়।
তাতো বটেই, গানটা হেথায় খুলবে চমৎকার,
এমন খাশা গম্বুজে হয় প্রতিধ্বনি যার।

ফ্রোশ ঃ

মশায় বুঝি মস্ত গায়ক ?

মেফিস্তো ঃ

নইতো অতদূর,
অল্প বটে গানের শক্তি, ইচ্ছাটা প্রচুর।

আলতমায়ার ঃ

গান না একটা।

মেফিস্তো ঃ

বলেন যদি গাইব কয়েকটা !

সীবেল ঃ

তার ভেতরে হয় যেন গান সবার নতুন একটা।

মেফিস্তো :

দেশ মনোহর স্পেন হতে যে এলাম ঘুরে এই,
যে দেশ মদের এবং গানের, সবাই বলে এই।

[গান]

এক যে ছিল মস্ত মাছি,
সে ছিল এক মস্ত রাজার।

ফ্রোশ :

শুনলি শুনলি ? মস্ত মাছি। বুঝলি সবাই তো ?
পরিষ্কার মোর অতিথি এই মাছি বটেই তো।

মেফিস্তো : [গান]

এক যে ছিল মস্ত মাছি
সে ছিল এক মস্ত রাজার।
রাজা তাকে বাসত ভাল
যেন মাছি পুত্র বা তার।
রাজায় দিল দরজিকে ডাক
দরজিটি তো এল ছুটে,
মেপেজুখে মাছিটিকে,
মাপগুলি সব নিল টুকে।

ব্রাণ্ডের :

ভুলবেন না সে দরজিটিকে কড়কে জোরে দিতে,
মাপগুলি সব ঠিকঠাক মতো ভুল না করে নিতে, ২৭২০
আর যদি তার কাঁধের ওপর মাথাটা চায় রাখতে,
পেন্তলেনে একটি বেভাঁজ না হয় কোন মতে।

মেফিস্তো ঃ [গান]

মখমলে আর রেশমেতে
জমকালো খুব পোষাক বানায়,
লাগায় জামায় চওড়া ফিতে,
বুকে ক্রুসের তকমা চড়ায়,
প'রেই এ-সব মাছি মশায়
রাজার সভায় মন্ত্রী হলেন,
প্রকাণ্ড এক তারার পদক
অমনি তিনি পরতে পেলেন,
মাছির যত ভাই বোনেরা
এলেন ছুটে রাজার সভায়,
সভাসদ ও পাত্রমিত্র
বনে গেলেন তাঁরাও সেথায়।
কিন্তু সভার পুরুষ, নারী,
চিরকালের সভ্য যাঁরা,
রাণী আর তাঁর কিংকরী সব
যন্ত্রণাতে হলেন সারা,
মাছিরা দেয় হুল ফুটিয়ে,
কামড়েও দেয় বিষম জোরে, ২১১০
নেই তো হুকুম মাছি মেরে
চুলকাতে গা আরাম করে।
কামড়ায় যদি মোদের মাছি
অমনি সেটি ফেলব ধরে,
ফেলব মেরে তৎক্ষণাৎ তা,
চুলকাব গা আরাম করে।

সকলে [মহা উৎসাহে, উচ্চৈঃস্বরে, একত্রে] ঃ

কামড়ায় যদি মোদের মাছি
অমনি সেটি ফেলব ধরে,
ফেলব মেরে তৎক্ষণাৎ তা
চুলকাব গা আরাম করে।

ফ্রোশ ঃ

শাবাশ, শাবাশ, খাসা এ-গান।

সীবেল ঃ

নে কেড়ে সব মাছিদের প্রাণ।

ফ্রোশ ঃ

আঙুলগুলো শানিয়ে নে রে
মারতে হবে মাঝির ঝাড়।

ব্রাণ্ডের ঃ

থাক বেঁচে মোর স্বাধীনতা
থাক বেঁচে এই মদের ভাঁড়!

মেফিস্তো ঃ

গেলাস ভ'রে পান করিতাম
স্বাধীনতার সম্মানে,
একটু সরেস মদ্য যদি
পেতাম শুধু এইখানে।

সীবেল ঃ

মোদের মদের নিন্দা অমন
চাই না শুনতে এই কানে।

মেফিস্তো ঃ

মান্য এমন অতিথি সব
এঁদের সুখের বিধানে,
দিতাম মোদের শ্রেষ্ঠ মদ্য
করতে একটু উপভোগ,
কিন্তু যদি এই সরাই-এর
কর্তা করেন অনুযোগ ?

সীবেল

নিচ্ছি সে দোষ আমার কাঁধেই,
শ্রেষ্ঠ মদ্য করুন বার ।

ফ্রোশ ঃ

দেবেন মশায় পাত্র ভ'রে
করব খুবই সুখ্যাতি,
চাকতে শুধু অল্প দিলে
হবেই সেটি কম অতি,
আর যদি চান শ্রেষ্ঠ মদের
করি আমি সুবিচার,
গালটা ভ'রে চাকতে দেবেন
নয়তো বিচার হয় কি আর ?

আল্‌তমায়ার [অনুচ্চে] ঃ

ওরে !—হয়তো বেটার রাইনমদ্য !

মেফিস্তো ঃ

আমায় এখন দিন তুরপুন ।

ব্রাণ্ডের ঃ

তুরপুন দিয়ে করবেন বা কি ?
মোদের আগে তা বলুন !
ও !—আপনার বুঝি পিপেগুলি
আছে মোদের দোরগোড়ায় ?

আল্‌তমায়ার ঃ

ওরে !—শুঁড়ির আছে যন্ত্রপাতির
একটি ঝুড়ি ঐ হোথায়।

মেফিস্তো [তুরপুন নিয়ে ফ্রোশের কাছে এসে] ঃ

কোন মদ্যটি ইচ্ছা করেন ?

ফ্রোশ ঃ

এটার মানে ? স্থান নানান ?

মেফিস্তো ঃ

ইচ্ছা শুধু করুন প্রকাশ,
তাহাই পাবেন, যে যা চান।

আল্‌তমায়ার [ফ্রোশকে] ঃ

নোলায় যে তোর এখন থেকেই
গড়াচ্চে জল বড়ই জোর।

ফ্রোশ ঃ

আচ্ছা ভাল, বাছতে হলে
রাইনমদ্য বাছব মোর,
মাতৃভূমির দান যে সেটি,
তুলনাতো নাইকো ওর।

মেফিস্তো [ইত্যবসরে টেবিলে ছিদ্র প্রস্তুত করে] :

আস্থন কিছু মোমবাতি আর
বানান ছিপি তার দ্বারা।

আল্‌তমায়ার :

ওরে এ সব টেবিলবাজি
মোদের সাথে মস্করা। ২৮০০

মেফিস্তো [ব্রাণ্ডেরকে] :

মশায়ের কি অভিলাষটি ?

ব্রাণ্ডের :

শ্যাম্পেনটিতো আমি চাই,
হওয়া চাই তা ফেনায় ভরা

[মেফিস্তোফেলিস তার সামনে ছিদ্র প্রস্তুত করলে, একজন ছিদ্রগুলিকে ছিপি আঁটতে থাকে]

বিদেশীদের সকলটাই
বর্জন করা সম্ভবও নয়,
ভাল জিনিস দূরেই রয়,
খাঁটি জার্মান ফরাসীদের
করবে ঘৃণা সব সময় ,
কিন্তু তাদের ভাল মদটা
পান করে মন খুশীই হয়।

সীবেল [ইত্যবসরে মেফিস্তো তার কাছে এলে] :

মানতে আমায় হলই কিন্তু
চাইনা ট’কো মদ্যটি,
আসল মিষ্ট মদ্য দেবেন
ভরে আমার পাত্রটি।

মেফিস্তো [তার সামনে ছিদ্র করে] ঃ
টোকায়ের মদ বইবে হেথায়।

আল্‌তমায়ার ঃ
তাকান এদিক ও মশায়,
পরিহাস কি মোদের সাথে
করেন বলুন এ-সবটায় ?

মেফিস্তো ঃ
হায়, হায়! ২৮২০
এমন মান্য অতিথি সব
কোন সাহসে করব তা ?
এখন বলুন তাড়াতাড়ি
চাহেন বা কোন মদ্যটা ?

আল্‌তমায়ার ঃ
যে কোনো মদ, শুধু আরতো
চাইনা শুনতে প্রশ্নটা।

মেফিস্তো [গম্ভীর ও অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে] ঃ
দ্রাক্ষালতা আঙুর বহে,
অজশীর্ষে শৃঙ্গ রহে,
দ্রাক্ষালতা কাষ্ঠে গড়া,
মদ্য কিন্তু রসে বহে,
কাঠের টেবিল তবু দেয়
মদ্য যাহার ইচ্ছা যেমন,
এই প্রকৃতির ভিতর দেখো,
দেখো যাদু ঘটবে কেমন !

[মদ্যপদের প্রতি উচ্চে]

টানুন ছিপি করুন-ও পান

যে যেমন চান মদ্যটা।

[সকল মদ্যপ তৎক্ষণাৎ ছিপি টেনে খোলামাত্র প্রত্যেক্যের সামনের ছিদ্র হতে বাঞ্ছিত মদ্য ফোয়ারার আকারে অবিরল ধারায় বার হয়ে তাদের পাত্র পূর্ণ করতে থাকল। তাই দেখে তারা সমস্বরে চিৎকার করে উঠল]

সকলে :

শাবাশ্ শাবাশ্! ফোয়ারা মদের

ছুটছে রে দেখ কি সুন্দর!

মেফিস্তো :

সাবধান কিন্তু উথলে যেন

না পড়ে মদ মেঝের 'পর!

মদ্যপগন [পুনঃ পুনঃ গ্লাস ভ'রে ভ'রে পান করে আর সমস্বরে মহোল্লাসে গান করে] :

জবর সুখে ভরছে রে প্রাণ ২৮৪০

সুখের বোধটা হয় চরম,

আমরা যেন গেলাম হয়ে,

পাঁচশ শুয়ার সরগরম।

মেফিস্তো [ফাউস্তকে] :

লোকরা দেখো কতই স্বাধীন

দেখছ স্ফূর্তি ইহাদের ?

ফাউস্ত :

এ-স্থান হতে পলায়নই

ইচ্ছা তো মোর অন্তরের।

মেফিস্তো :

দেখই আগে কেমন প্রকাশ
পায় পশুত্ব সকলের !

সীবেল [অসাবধানে পান করার ফলে খানিকটা মদ মেঝেয় পড়ে আগুন হয়ে যাওয়ায়] :

বাঁচা ! বাঁচা ! আগুন, আগুন !
নরক জ্বলে উঠল দেখ্ !

মেফিস্তো [তৎক্ষণাৎ আগুনের কাছে এসে] :

শান্ত হও হে বন্ধু অগ্নি !
[মদ্যপদের প্রতি]
এই নরকের বিন্দু এক !

সীবেল :

মানে কি এর ? দাঁড়া না দেখ্,
দাম দিবি এর কতটা,
মনে তো হয় বুঝিস নি ঠিক
বস্তু মোরা কেমনটা !

ফ্রোশ :

সাবধান হবি, আবার যেন
হয়না কাণ্ড এমনটা।

আল্তমায়ার :

আমার মতে কড়কে দিয়ে
বিদেয় করে একে দেই। ২৮৬০

সীবেল :

কোন সাহসে করিস্ হেথায়
ভুতুড়ে সব কাণ্ড এই ?

মেফিস্তো

চুপ কর্ বেটা মদের পিপে

সীবেল

ওরে শুয়ার! ঝঁ্যাটা মার্,
মোদের সাথে রুখে উঠে
খিস্তি করা হয় আবার!

ব্রাণ্ডের ঃ

দাঁড়া, দাঁড়া, বৃষ্টির মতো
পড়বে চাঁটি মাথায় তোর।

আল্‌তমায়ার [একটা ছিপি টানতেই আগুণের ফোয়ারা বার হওয়ায়] :

মরছি পুড়ে, মরছি পুড়ে!

সীবেল ঃ

আবার ভেল্কি চলছে ওর, ২৮৭০*
হাঁড়ি কাঠের বলি বেটা,
মার্ ক'ষে কোপ ওর ওপর। ২৮৭২*

[সকল মদ্যপ একত্রে ছোরা বার করে মেফিস্তোফেলিস্‌কে আক্রমণ কয়লে]

মেফিস্তো [গম্ভীর স্বরে] :

চিত্র হক, বাক্য হক পূর্ণরূপে ভ্রান্ত,
স্থান যাক, চিন্তা যাক বদলি একান্ত,
এই স্থানে থাকি ভাবো এটি অন্য প্রান্ত।

[মদ্যপরা বিস্ময়ে পরস্পরকে শূন্যদৃষ্টিতে দেখতে থাকল]

আল্‌তমায়ার ঃ

কোথায় এলাম? মধুর এ-দেশ!

ফ্রোশ ঃ

আঙুরের ক্ষেত, দেখছি ঠিক?

সীবেল :

এই তো হাতে আঙুর গোছা !

ব্রাণ্ডের :

ঝোপের নীচে এই হরিৎ,
আঙুরের এই ঝুলছে গোছা
এমন আঙুর হয় ক্বচিৎ !

[সীবেলের নাক ধরে সেটি কাটতে উদ্যত হল]

মেফিস্তো [যেন ওপর থেকে বলছে] :

ভ্রান্তি এখন দাও খুলে সব চক্ষু ইহাদের
বোঝ তোরা সব কেমনটা হয় লীলা শয়তানের !

[ফাউস্তকে সঙ্গে নিয়ে প্রস্থান]

[মদ্যপরা পরস্পর থেকে সরে গিয়ে সহজ দৃষ্টিতে]

সীবেল :

হচ্ছে কী এ ?

আল্‌তমায়ার :

কেমন করে ?

ফ্রোশ :

ওটা ছিল নাকটা তোর ?

ব্রাণ্ডের [সীবেলকে] :

ধরে আছি নাকটা কি তোর ?

আল্‌তমায়ার :

উঃ—পেলাম কি যে আঘাত জোর ;
সব শরীরে কি যন্ত্রণা,
যাচ্ছি পড়ে, দে চেয়ার ।

ফ্রোশ ঃ

নারে ভাই সব, বলতো আমায়

হল কি এ সকলকার ?

সীবেল ঃ

বেটা এখন গেল কোথায় ?

ফেলতাম মেরে পেলে তায়।

আল্‌তমায়ার ঃ

স্বচক্ষে ভাই দেখলাম তাকে,

পিপেয় চড়ে উড়ে যায়,

সরাই-এর ঐ দোরটা দিয়ে,

বাপ্‌ কি ভারি পা আমার,

[টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে]

হায়রে যদি ফোয়ারা মদের ৩০০০

বইতো হেথায় পুনর্বার !

সীবেল ঃ

সবই ছিল প্রবঞ্চনা,

শুধু মিথ্যা মায়া আর।

ফ্রোশ ঃ

স্বাদটা আমি পেলাম কিন্তু

সত্যিকারের মদ্যটার।

ব্রাণ্ডের ঃ

আঙুর ভেবে নাকটা ধরা

হল কি তাই বল্‌ আমায় ?

আল্‌তমায়ায় ঃ

বল্‌তো আর কি অলৌকিকটা

বিশ্বাস নাহি করা যায় ?

ষষ্ঠ দৃশ্য

ডাইনীর হেঁসেল

[অনুচ্চ জ্বলন্ত উনুনের ওপর এক বৃহৎ কড়াই থেকে ক্রমাগত বাষ্প উঠছে। বাষ্পাচ্ছন্ন কয়েকটা বিচিত্র বস্তু ঘরটাতে দেখা যাচ্ছে। এক বানরী কড়াই-এর পাশে বসে লম্বা [illegible] দিয়ে কড়াই-এর মধ্যে ফুটন্ত একরাশ রস ক্রমাগত নাড়ছে যাতে সেটা উথলে না পড়ে। বানর ও তাদের বাচ্চাগুলি উনুনের পাশে বসে আগুন পোহাচ্ছে। ঘরটার দেয়ালে ও ছাদে ডাইনীর হেঁসেলের বহুবিধ বস্তু যথা অদ্ভুত অদ্ভুত বেড়ি, ঝুড়ি, বাসনপত্র, [illegible]পাতি ইত্যাদি সাজানো, কিন্তু ডাইনী স্বয়ং অনুপস্থিত]

[ফাউস্ত ও মেফিস্তোফেলিসের প্রবেশ]

ফাউস্ত

বিরক্ত করিল মোরে এই যাদুক্রিয়া !
করিছ কি মোরে অঙ্গীকার
যৌবন ফিরায়ে দিবে মত্ততার এমন জঞ্জাল ?
তার তরে বৃদ্ধা দেবে পরামর্শ মোরে !
তার এই জঘন্য ব্যঞ্জন
দেহের বার্ধক্য মোর করিবে হরণ,
বয়স কমিবে মোর তিরিশ বরষ ?
কি দুর্ভাগ্য !
এর চেয়ে ভাল কিছু যদি নাহি জানো,
তিরোহিত হল মোর সর্ববিধ আশা !
এর তরে, ৩০২০
প্রকৃতি অথবা কোনো বিজ্ঞ মহাজন
দেয় নাই কোনো মহৌষধ ?

মেফিস্তো :

বন্ধু আমার ! কইলে আবার বাক্য চতুরের ।
স্বাভাবিক উপায় তো আছেই পুনর্যৌবনের ।
কিন্তু সেটি লিখিত্ যে গো অপর পুস্তকে ।
অপূর্ব তা ! শুনলে পুলক উঠবে সপ্তকে ।

ফাউস্ত :

কহ মোরে সেই কথা ।

মেফিস্তো :

ভালই তো গো কইব তাহাই ।
এমন কাজে পয়সাখরচ কর্পদকটি নাই ।
বৈদ্য কিংবা যাদু-ক্রিয়া চাইনা কোনটাই ।
সহজ কথা, লাঙ্গল কাঁধে মাঠে নেমে যাও,
কোপাও মাটি, কাটো নালা, ক'ষে চাষ লাগাও
ছোট্ট একটু সীমার মাঝে চালাও জীবনটায়,
চিত্ত তোমার বদ্ধরাখো নেহাৎ ক্ষুদ্রতায় ।
আহার কর সাদাসিধা রাখতে শরীরটাকে,
গরুর সহিত গরুই বন, কয়না চুরি তাকে,
নিজের ক্ষেতে আপন হাতে দিও সদাই সার,
রইবে যুবক তাহলে ঠিক হয়েও আশি পার ।

ফাউস্ত :

নহি তো অভ্যস্ত আমি করিতে এ-কাজ ।
কেমনে কোদাল পাড়ি নিজ হাতে কহ ! ৩০৪০
সংকীর্ণ জীবন হেন নহে মোর তরে ।

মেফিস্তো :

শরণ তবে নিতেই হল বুড়ী ডাইনীটার ।

ফাউস্ত ঃ

বৃদ্ধারে এ-কাজ তরে কেন প্রয়োজন ?
পার না কি নিজ হাতে রাঁধিতে ব্যঞ্জন ?

মেফিস্তো ঃ

তা হলে তো ভালই কাটে সময়টি আমার,
ঐ সময়ে বানাতে হয় পুল যে এক হাজার।
উপায় শুধু জানলে পরে যায়না এ-কাজ করা,
এর তরে চাই অসীম সময়, অশেষ ধৈর্য ধরা!
পারবে যে জন করতে অমন বরষ বরষ ধরে
গেঁজিয়ে এটির শক্তি দেবে বাড়িয়ে সঠিক করে।
এর তরে চাই মশলাপাতি কতই চমৎকার ;
শয়তান দিল ডাইনীটাকে সকল জ্ঞানই তার,
শয়তান নিজে পারবে না তো করতে এ-কাজ আর।

[বানরগুলিকে দেখিয়ে]

তাকাও এদিক দেখো কেমন কোমল ঐ বানর,
এইটি হল কিংকরী আর ঐ হল কিংকর।

[বানরদের প্রতি]

ডাইনী বুড়ী নেইকো বুঝি ? গেলো কোথায় মরতে ?

বানরগুলি ঃ

চিম্‌নি বেয়ে বাইরে গেছে মদটা ক'ষে গিলতে।

মেফিস্তো ঃ

উড়তে এমন থাকবে বুড়ী বাইরে কতক্ষণ ?

বানরগুলি ঃ

থাবা মোদের করতে গরম লাগবে যতক্ষণ।

মেফিস্তো [ফাউস্তকে] ঃ

দেখছ কেমন কোমল এরা লাগছে কও কেমন ? ৩০৬০

ফাউস্ত ঃ

জীবনে মোর দেখিনি জীব বীভৎস এমন।

মেফিস্তো ঃ

ঠিক কথা নয়। এদের সহিত আলাপ করি মজায়।

[বানরদের প্রতি]

পোড়ারমুখো বাঁদর তোরা বল্ এখন আমায়,

ফোটাস্ কি ও গাদাখানেক মস্ত কড়াটায় ?

বানরগুলি ঃ

ঝোল ফোটাই গো, হবে হেথায় কাঙ্গালী বিদায়। ৩০৬৫*

মেফিস্তো ঃ

ভিখিরির পাল আসবে বুঝি গিলতে এ সবটায় ?

মদ্দাবানর [মেফিস্তোকে খোশামোদ করে] ঃ

দাওনা ফেলে পাশা তোমার,

অমনি ধনী বনে তো যাই।

জিতিয়ে এখন দাওনা আমায়,

পয়সা কড়ি কিছুই যে নাই।

মনটা আমার চাঙ্গা হত

পেলে অনেক সোনাদানা।

মেফিস্তো ঃ

আ !

বানরমশাই লটারিতে ৩০৭৩*

ফেরাতে চান বরাতখানা !

[ইত্যবসরে বানরদের বাচ্ছারা একটা প্রকাণ্ড গ্লোব গড়াতে গড়াতে সেখানে আনলে

মদ্দাবানর [গ্লোবটা দেখিয়ে] **:**

এইটে হল জগৎ মোদের,
গড়িয়ে চলে ক্রমাগত,
একবার ওঠে, একবার পড়ে,
আওয়াজ করে কাঁচের মতো,
ভাঙবে খুবই শিগগির এটি,
ভেতরটা এর ফাঁপা কতো !
এইখানে এর অনেক আলো,
ঐখানে তা অধিক আরো,
বরাত ভাল প্রাণখানি যে
ধড়টা ছেড়ে যায়নি কারো।
শোন্‌রে ওরে বাচ্ছা আমার,
রাখ্‌ তুলে এই গ্লোবটা এবার,
নইলে ধাক্কা লেগে এটার
বেরিয়ে যাবে প্রাণ যে সবার,
সমস্ত এর তৈরি মাটির,
ভাঙলে হবে টুকরো হাজার।

মেফিস্তো :

ঐ যে একটা ছাঁকনা হোথায় ওটায় কি হয় বল্‌?

মদ্দাবানর :

চোর যদি হও ওর ভেতরে চিনব অবিকল।

[ছাঁকনাটা নিয়ে বানরীর কাছে ছুটে এসে তার
চোখের সামনে ধরে]

দেখ্‌তো, দেখ্‌তো, ছাঁকনা দিয়ে
চিনতে পারিস চোর ?
চিনিস যদি বলবি না কি
চোর হল কে তোর ?

[উভয়ে ছাঁকনির ভিতর দিয়ে মেফিস্তোফেলিসকে
দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠল]

মেফিস্তো [উনুনের নিকটে এসে] ঃ
এই খোরাটায় করিস কি বল্‌ !

বানর ও বানরী [একত্রে চিৎকার করে] ঃ
ন্যাকা হ'য়ো না !
খোরাটা কী, কড়াই বা কী, এ-সব জানো না ?

মেফিস্তো [ভৎর্সনাপূর্বক] ঃ
বেয়াড়া বাঁদর, শিষ্ট কথা বলতে পারো না ?

বানর [একটা ঝুড়ি মেফিস্তোর হাতে দিয়ে] ঃ
এইটে নিয়ে চেয়ারটিতে একটু বসো না !

ফাউস্ত ঃ [এক বৃহৎ দর্পণের সামনে বিস্ময়ে একবার নিকটে
গিয়ে আবার পেছিয়ে এসে]

কি দেখিনু ?
কার প্রতিবিম্ব হেরি এ মায়ামুকুরে ?
হে অনঙ্গ ! দাও মোরে বিহঙ্গের তুঙ্গতম বেগ,
উড়ে যাই প্রিয়া-সন্নিধানে !
না রহিলে এই স্থলে যাইলে নিকটে,
কুহেলিকা আবরিবে ওকে ।

সুন্দরীপ্রধানা ঐ রমণীসমাজে।
নারী হয় এতই মোহিনী ?
এলাইত ও-তনুর মাঝে
ফুটেছে কি স্বরগের সকল সুষমা ?
এমন সুন্দরী কভু মিলে এই ধরণীর বুকে ?

মেফিস্তো ঃ

নিশ্চয় মিলে ! ছয়টা দিনের চেষ্টাতে অশেষ,
ঈশ্বর যাকে সৃষ্টির মাঝে গড়লে সর্বশেষ,
গড়েই যাকে বললে দেখে এই তো হল বেশ,
হবেই তো গো তেমন জিনিস শ্রেষ্ঠ সবিশেষ !
ছবিই শুধু দেখো এখন নয়ন তোমার ভ'রে,
চাও তো পারি অমন মেয়ে আনতে তোমার তরে।
বরাত ভাল পারবে যে জন অমন সুন্দরীকে, ৩১২০
তুলতে ঘরে পত্নীরূপে বরের পোষাক পরে।

[ফাউস্ত মুগ্ধ হয়ে দর্পণের ভিতর সেই নারীমূর্তি দেখতে থাকল, মেফিস্তো-ফেলিস তার আসন্ন জয়সম্বন্ধে এখন নিশ্চিত হয়ে চেয়ারটার ওপর আরামে হেলান দিয়ে বসে ঝুন্তিটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললে]

মেফিস্তো ঃ

হলাম রাজা, বসনু আমার সিংহাসনে এই,
রাজার দণ্ড এইতো আমার, মুকুট শুধু নেই।

[বানরগুলি অনেক মুখভঙ্গী ও ছুটোছুটি করে একটা শিরোপো এনে মেফিস্তোফেলিসের সামনে ধরে চিৎকার করে উঠল]

বানরগুলি ঃ

এই যে, এই যে, নিননা এটি, বানান দয়া করে, ৩১২৪*
ঘাম আর রক্তে এটায় জুড়ে রাজার মুকুটরে !

[বানরদের অসাবধান ব্যবহারে শিরোপা ভেঙ্গে দুটুকরা হয়ে গেল। তারা সেই টুকরা দুটি নিয়ে ছুটোছুটি ও চিৎকার করে উঠল]

বানরগুলি ঃ

এই যাঃ! ভাঙল এটা

ঘটে গেল এমন যা তা!

আমরা এখন দেখব, শুনব,

কইব কথা, গাঁথব গাথা।

ফাউস্ত [দর্পণের মধ্যে নিবদ্ধদৃষ্টি] ঃ

কী বিপদ! হয়ে যাই ক্ষিপ্ত যে এবার।

মেফিস্তো [বানরদের প্রতি] ঃ

মাথাও আমার দেয় ঘুরিয়ে

তোদের এ চিৎকার।

বানরগুলি ঃ

বরাত মোদের খুললে ভাল,

পদগুলি সব মিললে পরে,

জন্ম পাবে কতই যে ভাব,

কতই চিন্তা ফেলব করে।

ফাউস্ত [দর্পণে দেখতে দেখতে] ঃ

হৃদয় দাহিছে মোর, করি মোরা শীঘ্র পলায়ন!

মেফিস্তো ঃ

মানতে আমায় হলই এটি,

নাই সন্দেহটি,

আসল কবি হলেন হেথায়

এই বানরকটি। ৩১৪০

[বানরী এতক্ষণ কড়ার ওপর নজর না রাখায় ঝোলটা উথলে পড়ল, অমনি কড়াই থেকে প্রকাণ্ড আগুন উঠে চিমনির ভেতর দিয়ে বাইরের আকাশে উঠল। তৎক্ষণাৎ ডাইনীবুড়ী সেই জলন্ত চিমনীর ভেতর দিয়ে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে চিৎকার করে উঠল]

ডাইনী :

আউ, আউ, আউ, আউ
হল কি এর মোর ?
হতচ্ছাড়ী ওরে বাঁদরী
ওরে বদ শুয়োর !
উথলে কড়াই পড়ছে আগুন,
পোড়াস গিন্নি তোর,
ঘাটের মড়া, যা না মরে,
মুখপোড়া বাঁদর।

[ফাউস্ত ও মেফিস্তোফেলিস্‌কে দেখে]

তোরা কারা ? কি চাস হেথায় ?
মরণ তোদের পাক।
পাঠালে কে ? তোদের হাড়ে
আগুন লেগে যাক।

[ডাইনী কড়াই থেকে হাতায় করে রাশি রাশি রস তুলিতেই তা আগুন হয়ে যায় আর তাই সকলের প্রতি ছুঁড়ে মারতে থাকে, বানরগুলি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল]

মেফিস্তো [ঝুন্তি দিয়ে পাত্রগুলি ঠুকতে ঠুকতে] **:**

ভাঙলো গেলাস, ভাঙলো কড়াই,
ছড়িয়ে পড়ল ঝোলটা,
ভাঙলো বাসন, ভাঙলো হাঁড়ি,
ভাঙবে এ সকলটা,

তোর চেঁচানির সঙ্গে বুড়ী

মিলছে কি এই সুরটা ?

[মেফিস্তোফেলিসকে চিনে ডাইনী ভয়ে আঁতকে উঠে পেছিয়ে গেল]

চিনলি এবার, হাডজিরজিরে,

ঘাটের মড়া ওরে ?

চিনলি এবার কর্তাকে তোর,

তোর রাজা এই মোরে ?

এখন তোকে বাঁচায় কে বল্

মারলে একটা বাড়ি ?

আর যত তোর বাঁদরগুলো,

আর যত তোর হাঁড়ি ?

কবে থেকে লাল জামা এই

খাতির নাহি করিস ?

এই যে আমার মোরগপালক

এটাও নাহি চিনিস্ ?

মুখোশ পরে হেথায় আমি

এলাম নাকি এবার ?

তাই কি আমায় বলতে হবে

নামটি কি হয় আমার ?

ডাইনী :

মাপ করে দাও রাজা আমার

খারাপ ব্যবহারটা,

কিন্তু কোথায় কাগ দুটি আর

ঘোড়ার পায়ের খুরটা ?

মেফিস্তো :

আচ্ছা এবার করনু ক্ষমা,
পেলি প্রাণটা ফিরে, ৩১৮০
পাস্‌নি বটে অনেকদিনই
আমার দেখাটিরে।
এর ভেতরে জগৎটারও
বদলে গেছে কৃষ্টি,
শয়তানেরও ওপর যাতে
ঘটল অনাসৃষ্টি।
নই আমি আর উত্তর দেশের
বিভীষিকা ভীষণ,
রূপকথার সে শিংটা লেজটা,
দন্ত সিংহের মতন
নাইকো এ-সব, চিনবি আমায়
কেমন করে এখন!
এমনকি যা ভয় জাগাত
লোকের মনে গভীর,
বাদ দিতে যা পারিনে আর
হতে আমার শরীর,
ঘোড়ার পায়ের মতন বিকট
খুর ছুটি সেই আমার,
মোজার গাদায় লুকিয়ে রেখে
এড়াই নজর সবার। ৩২০০

করছি এরূপ লোক ঠকাতে
অনেক বছর ধরে,
যেমন এ-সব বর্তমানের
অনেক যুবক করে।

ডাইনী [উল্লাসে নাচতে নাচতে] ঃ
শয়তান রাজা আমার রে ভাই
এলেন হেথায় এখন,
পাগল বুঝি হয়েই গেলাম
ফুর্তি জাগে এমন।

মেফিস্তো ঃ
ঐ নামেতে, ওরে মাগি,
ডাকবি নে আর আমায়।

ডাইনী ঃ
কেন ?
ক্ষতি তোমার হয় কি এমন
ঐ-নাম ধরে ডাকায় ?

মেফিস্তো ঃ
এককালেতে রূপকথাতে
থাকত লেখা ও-নাম,
এখন ও-নাম নেয় না তো কেউ
হল ওটার বিরাম।
তার ফলেতে হয়নি বটে
লোকের কিছুই ভালো,
মন্দ আছে আগের মতই,
নামেই "দুষ্ট" গেলো !

ডাকবি আমায় সঠিক নামে,
বলবি "হের্ ব্যারন!"
আমিও হলাম মস্ত প্রেমিক,
আর সকলে যেমন,
রক্তও মোর উঁচু বংশের,
সন্দেহ না করবি,
চিহ্ন তাহার এই ছাখ্ এটি
এইটি চিনে রাখবি।

[মেফিস্তোফেলিস্ অত্যন্ত অশ্লীল ভঙ্গী করলে]

ডাইনী [অট্টহাস্য করে উঠে] :

হা, হা! হা, হা!
চিরকালের শয়তানী এই
শয়তানই তো থাকবে।

মেফিস্তো [ফাউস্তকে] :

বুঝলে বন্ধু, এমনি করে
ডাইনীকে বশ করবে।

ডাইনী :

দরকারটি কী? এখন আমায়
দয়া করে বলবে?

মেফিস্তো :

চাই পুরো গ্লাস খুব পুরাতন
সেই সে রসের তোর,
অনেক বছর গেঁজিয়ে যেটির
ডবল্ হল জোর। ৩২৪০

ডাইনী ঃ

খুশী হয়ে আনছি, আছে
সেটায় ভরা বোতল,
সময় সময় চুমুক মেরে,
গতর রাখি সবল।
পুরনো তা এতোই যে আর
গন্ধ নেইকো সেটির,
একটি গেলাস খুশী হয়েই
করছি হেথায় হাজির।

[মেফিস্তোফেলিস্‌কে জনান্তিকে]

কিন্তু মশায়, আপনি এ তো
ভাল রকম জানেন,
তুক্‌ না করে এ-রস যদি
এখন ইনি গেলেন,
একটি ঘণ্টার ভেতর ইনি
অক্কা পেয়ে যাবেন।

মেফিস্তো ঃ

ইনি আমার মস্ত ইয়ার,
চাই আমি এঁর ভাল,
আঁক্‌ তোর চক্র, বল্‌ তোর মন্ত্র,
সেরে তুক্‌তাক্‌গুলো,
গেলাস ভরে দে হেঁসেলের
সরেস যে রস হল। ৩২৬০

[ডাইনী বিকৃত মুখভঙ্গী করে চক্র রচনা করলে ও তার মধ্যে বিচিত্র দ্রব্যাদি রাখলে। ইত্যবসরে গেলাস কড়াই ও অপরাপর পাত্রগুলি আপনা হতে বেজে উঠল ও একটা সুরতরঙ্গ উঠল। তারপর বৃদ্ধা বানরগুলিকে সেই চক্রের মধ্যে বসিয়ে তাদের হাতে মশাল এবং তাদের মাথায় প্রকাণ্ড একটা বই রাখলে, আর ফাউস্তকে ইঙ্গিত করলে চক্রে প্রবেশ করতে]

ফাউস্ত [মেফিস্তোফেলিস্‌কে] :

না, না,
কহ মোরে কিবা এর হবে পরিণাম ?
বিচিত্র এ-সব দ্রব্য, মুখভঙ্গী হেন মত্ততার,
এ কুৎসিত প্রবঞ্চনা, এ-সব তো চিনি।
ঘৃণা করি এ-সকল !

মেফিস্তো :

এ-সকল তো রগড় ওগো,
পরম হাসির ব্যাপার।
কিন্তু মশায় হবেন না তো
কঠোর এমন প্রকার !
বড়িটা তো তুক্‌তাক্ যত
করবে যাহা পারে,
তার ফলে তো আসবে এ-রস
তোমার উপকারে।

[ফাউস্তকে হাত ধরে চক্রে প্রবেশ করানো]

ডাইনী [উচ্চে ও জোর দিয়ে দিয়ে বৃহৎ পুস্তক থেকে পাঠ] :

সবটা এখন বুঝে ভালো,
একটাকে দশ করে ফেলো।
দুইটাকে বাদ দিয়ে তো দাও,

সমান করে তিন টেনে নাও,
এমনি করে ধনী হয়ে যাও।
তারপরেতে ছেড়ে দাও চার,
ডাইনীর কথা শোনো এবার,
পাঁচটা এবং ছয়টা নিয়ে
সাতটা আটটা লও বানিয়ে,
পূর্ণ হবে বাঞ্ছা তোমার
নয়টা হল একের প্রকার,
দশটা হবে শূন্য তখন,
একগুণে এক ডাইনী-বচন।

ফাউস্ত ঃ

মোর মনে হয়,
বিকারের প্রকোপে এ বকিছে প্রলাপ

মেফিস্তো :

এইতো সুরু! বইটা কেবল
ভরা এমন প্রলাপেই,
সময় নষ্ট অনেক আমার
হল এমন ব্যাপারেই।
বিরুদ্ধতায় যাহাই ভরা
জানবে তেমন কথাতে,
বৃহৎ রকম রহস্য পায়
চতুর এবং বোকাতে।
বন্ধু আমার, পুরাতন বা
নূতন বিদ্যা উভয়ে,

এক এবং তিন, তিন এবং এক
এই করে সব সময়ে
সত্যের স্থানে ছড়ায় ভ্রান্তি
সকল স্থানে সহজেই।
কষ্ট করে শিক্ষাপ্রচার
যা সব কর তা তো এই!
কেউ তো চায় না বাধা দিতে
এমন সকল পাগলদের,
কারণ শুনে নিছক কথা
হয় যে মনে সকলের,
ভাববার কথা আছেই কিছু
এমন শূন্য বচনের। ৩৩:•

ডাইনী [পূর্বের মতই প'ড়ে যাওয়া]:
শ্রেষ্ঠ শক্তি যা বিজ্ঞানের,
গুপ্ত সম্পদ তা জগতের,
চিন্তাশক্তি নেই যে জনের,
তেমন জনেই দেওয়া তা চাই,
নির্ভাবনায় পাবে সে তাই।

ফাউস্ত:
প্রলাপের উক্তি কিবা বৃদ্ধা বকে যায়?
হল মোর শিরঃপীড়া,
মনে হয় সহস্র বাতুল,
করিছে বিকট রব একসাথে সব।

মেফিস্তো:
ঢের হল রে, ও মোহিনী,
ও ডাইনী রসটা আন্।

গেলাস ভ'রে ও-রস এখন
বন্ধুকে মোর করা পান।
বন্ধু আমার মস্ত রসিক
পান করেছেন ঢের অমন,
কোনো বিপদ হবে না ওর,
দে এনে তোর রস এখন।

[আরো অনেক রকম তুক্‌তাক্‌ সেরে ডাইনী একটি পাত্র ভ'রে সেই রস ফাউস্তকে পান করতে দিলে। ফাউস্ত সেই পাত্র মুখে তুলতেই তা থেকে ঈষৎ আগুনের হলকা বার হল, ফাউস্ত পান করতে দ্বিধাগ্রস্ত হল]

মেফিস্তো :

যাক্‌ নেমে ও গলা দিয়ে
যাক্‌ নেমে ও শিগগির,
হৃদয় তোমার উঠবে নেচে
পুলকভরে অস্থির,
শয়তানেরি সেঙাত তুমি
করবে কি ভয় অগ্নির ?

[ফাউস্ত রসপান করলে, ডাইনী চক্র খুলে দিলে, ফাউস্তের শরীরে অভাবনীয় পরিবর্তন হল, ফাউস্ত পুনর্যৌবনপ্রাপ্ত হল। চক্র হতে যুবক ফাউস্ত বার হতেই]

মেফিস্তো [যুবক ফাউস্তকে ধরে] **:**

বাইরে চল, ত্বরায় চল
আরাম বিরাম নাইকো আর।

ডাইনী :

মশায়ের হক রস করে পান
বরাতখানা চমৎকার।

মেফিস্তো [ডাইনীকে]:

ভাল্‌পুর্গিসের রাতে আসিস,
বকশিস দেব এ-কাজটার।

ডাইনী [ফাউস্তের হাতে একটা লিখিত গান দিয়ে]:

দিলাম এ-গান, গাইলে এটি
বুঝবেন বটে তখনি,
ওষুধের গুণ বাড়ছে দ্বিগুণ,
জাগবে পিরিত এমনি।

মেফিস্তো [ফাউস্তকে]:

শিগগির চল, শিগগির চল,
চালাই তোমায় আমি রে,
সর্ব দেহে, সর্ব দেহে
ঘামতে হবে অচিরে,
তবেই তো এই রসটি তোমার
ছুটবে সর্ব শরীরে।
তারপর দেব শিখিয়ে তোমায়
জীবনযাপন আরামে,
মদন এখন নাচবে হিয়ায়,
করবে নষ্ট বিশ্রামে,
নিবিড় ভোগের সুখটি চরম
পাবেই কামের সংগ্রামে।

দেখব এখন একবার শুধু
ঐ মুকুরের ভিতরে

মনমাতানো রূপটি নারীর,
দেখব সে মুখ সুন্দরে।

[দর্পণের দিকে অগ্রসর হওয়া]

মেফিস্তো [বাধা দিয়ে] :

নাই প্রয়োজন, নাই প্রয়োজন,
পাবেই তুমি অচিরে
দেখলে যাকে আরশিতে এই
সেই সেরা সুন্দরীরে,

[রসভঙ্গীতে] রসটি এমন শিরায় শিরায়
মাতনের কাজ চালায় রে,
প্রতি বামার মধ্যে এখন,
দেখবে ট্রয়ের হেলেনরে।

সপ্তম দৃশ্য

রাজপথ, গির্জার সম্মুখে

[এই কাব্যনাট্যের নায়িকা, দরিদ্র মধ্যবিত্ত ঘরের কন্যা, সুন্দরী ষোড়শী মার্গারেত
গির্জা হতে বার হয়ে রাস্তায় আসতেই পুনর্যৌবনপ্রাপ্ত ফাউস্ত
বেগে তার সামনে এসে]

ফাউস্ত ঃ

সুন্দরী মহিলা রাখো অনুরোধ মোর,
গৃহে চল মোর সাথে
রাখি বাহু এই মোর বাহুর উপর।

মার্গারেত ঃ

নহিতো মহিলা আমি, নহিকো সুন্দরী,
একা গৃহে যেতে পারি, পথ ছাড়ি দিন দয়া করি।

[ফাউস্তের সান্নিধ্য হতে নিজকে মুক্ত করে প্রস্থান]

ফাউস্ত [উচ্ছ্বসিত] ঃ

ওগো বিধি!
এ-বালিকা কী ললিতা!
দেখিনি জীবনে কভু হেন সুললিতা!
সকল শালীন গুণ, অকলুষ মন
করে এ ধারণ,
তবু কি শানিত এর মধুর বচন!
লোহিত-অধরা-বালা, উজল-কপোলা,
এ-সুষমা এ-জীবনে যাবেনা তো ভোলা!
যে মাধুরী সহ হল আনত-নয়না, ২৬৮০
হৃদয়ে তা গেঁথে দিল কী প্রিয় চেতনা!

ও গেল চলিয়া,
কহিয়া যে দুটি কথা চকিতে চাহিয়া,
দিল তা পরানে মোর পুলক ভরিয়া !

[মেফিস্তোফেলিসের প্রবেশ, তাকে সম্বোধন করে]

শোন কথা মোর,
এনে দাও ত্বরা করে ঐ বনিতারে !

মেফিস্তো ঃ

আহা, কারে ?

ফাউস্ত ঃ

যে গেল এ-পথ ধরে এখুনি ওপারে।

মেফিস্তো ঃ

তারে ?

চাও যে দেখি অমলিনা সেই বালিকাটিকে
গির্জা হতে বার হয়ে যে গেল ঘরের দিকে !
এসেছিল করতে স্বীকার নয় কিছু তো পাপ,
পাদ্রীমশায় দিলেন করে সেই টুকুও মাপ।
পেছন থেকে সব শুনেছি, পাপ কিছু নেই বালার,
কাজেই উহার উপর শক্তি নাইকো কিছুই আমার

ফাউস্ত ঃ

চোদ্দের বেশী বয়স কিন্তু হয়েছে যে উহার !

মেফিস্তো ঃ

এখুনি যে কইছ কথা কামুকে কয় যেমন,
প্রতি প্রিয় ফুলটি যে জন চাইবে করতে আপন,
হক না বালা উচ্চ মনের কিংবা উচ্চ মানের,

চাইবে তারে বৃন্ত ছিঁড়ে করতে জিনিস ভোগের,
সবার সাথে যায় না করা এ-কাজ তাহা জানুন ! ৩৪০০

ফাউস্ত :

ঢের হয়েছে শাসকমশায় একটুখানি থামুন,
এ-সব যত নীতির কথা শিকেয় তুলে রাখুন,
আর যা বলি স্পষ্ট করি সেই কথাটি শুনুন,
রাত বারোটার মধ্যে যদি না পাই আমার বক্ষে,
ঐ মধুরা যুবতীটি, পাবে না আর রক্ষে
মোদের এমন মিতালিটি, দিন ফুরাল ইহার।

মেফিস্তো :

যায় কি করা সেই কথারও করুন কিছু বিচার !
চোদ্দটি দিন অন্তত যে লাগবে সময় আমার,
হদিস পেতে সুযোগটুকু পাই বা কেমন করে—

ফাউস্ত :

সাতটি ঘণ্টা সময় পেলে একটু বিজন ঘরে,
মধুর অমন যুবতীকে রাখব বুকে ধরে,
সেই কাজে মোর শয়তানে তো নাইকো প্রয়োজন।

মেফিস্তো :

কইলে কথা কয় কথা সব ফ্রেঞ্চ কামুক যেমন,
তিক্ত এমন করবে না তো এমন সুখের ব্যাপার,
হঠাৎ শরীর ভোগ করে কি হবে সে সুখ তোমার
যেমন হবে করলে আগে চেষ্টা নানান প্রকার
অর্থবিহীন একাজ-ওকাজ মনটি পেতে বালার
তারপরে সেই পুতুলটিকে করে নরম অধীন

করলে শেষে ভোগটি তাহার মধুর শরীর নবীন ?
এই কথাই তো শেখান যাঁরা এই কাজে হন প্রবীণ ! ৩৪২০

ফাউস্ত ঃ

এমনিতে মোর তৃষ্ণা প্রখর, চাইনা উত্তেজন।

মেফিস্তো ঃ

কই তাহলে আসল কথা শেষবারের মতন,
তিরস্কার ও ঠাট্টা সকল করি বিসর্জন,
রূপসী ঐ বালিকাটির নিকট হতে কিছুই
পাবেনা তো ঝড়ের বেগে তাড়া করে শুধুই !
কৌশল কিছু করতে হবে ধৈর্য কিছু ধরে—

ফাউস্ত ঃ

ও দেবদূতের একটা কিছু আনো আমার তরে,
লওনা মোরে দয়া করে উহার শোবার ঘরে,
দাওনা এনে অন্তত ওর বুকের কোনো বস্ত্র,
কিংবা প্রিয়ার মোজার ফিতা, কামের কিছু শস্ত্র !

মেফিস্তো ঃ

তোমার এমন যন্ত্রণারই করতে উপশম,
দেখ এখন করি কেমন উচিতমতন শ্রম,
সময় নষ্ট আর না করে আজই লব তোমায়,
কন্যারত্ন শয়ন করে যেই ঘরেতে সোথায় !

ফাউস্ত ঃ

দেখব তাকে ? পাব তাকে ?

মেফিস্তো ঃ

না, এখনো নয়।

রইবে বালা প্রতিবেশীর ঘরে যে সময়,
লব তোমায় একলা সেথায় করবে যাহা হয়,

ভবিষ্যতের স্বপ্নে সুখের মগ্ন হয়ে রবে,
বা তার দেহের সুবাসভরা হাওয়ায় ঘুরে লবে।

ফাউস্ত :

যাব এখন ? ৩৪৪০

মেফিস্তো :

না সে যাওয়া বড়ই শীঘ্র হবে।

ফাউস্ত :

তাহার তরে শীঘ্র আনো শ্রেষ্ঠ উপহার।

[প্রস্থান]

মেফিস্তো :

এখুনি যে দেয় উপহার ! এ বিষম ব্যাপার !
কন্যারত্ন করবে এ লাভ সন্দেহ কি তার ?
রাখি প্রাচীন গুপ্তধনের খোঁজ নানান প্রকার,
খুঁজেপেতে সে সব দেখি পাই কি উপহার।

অষ্টম দৃশ্য

পরিপাটী শয়নকক্ষ

মার্গারেত [চুল বাঁধতে বাঁধতে] ঃ

কে ছিল সেজন এখুনি দেখিনু যাকে ?
কত না দিতাম চিনিতে, জানিতে তাকে !
সুঠাম গঠনে তাহার দেহের বুঝিনু সে অতি উচ্চ কুলের,
সে কথা লিখিত কপালে যেন বা তার,
না হলে অমন সাহস হবে বা কার ?

[প্রস্থান]

[ফাউস্ত ও মেফিস্তেফোলিসের প্রবেশ]

মেফিস্তো [অনুচ্চে] ঃ

ভেতর এসো ! আস্তে আস্তে ! ভেতর এসো এখন !

ফাউস্ত [কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে] ঃ

যাও তো একটু বাইরে এখন, হক তো এ-ঘর বিজন।

মেফিস্তো [ঘরের চারিদিকে দেখে] ঃ

কোন মেয়েই বা থাকতে জানে পরিচ্ছন্ন এমন ?

[প্রস্থান]

ফাউস্ত [ঘরের চারিদিকে ভাবে বিভোর হয়ে দেখতে দেখতে] ঃ

সাঁঝের মিষ্ট আলোক তোমায় কই স্বাগত !
পবিত্র এই কক্ষে পিয়ার হও আগত।
প্রেমের মধুর যন্ত্রণা মোর হৃদয় ভর,
আশার কুহক-বাষ্পে বৃথায় জীবন ধর।

কী এক শান্তি, কী এক তৃপ্তি, হেথায়ও রে,
কী এক ছন্দ ঘরটিতে এই সকল থরে ! ৩৪৬০
দারিদ্র্য এর দূর করে দেয় কী পূর্ণতা,
প্রাণের কি এক পরশ জাগায় প্রসন্নতা !

[চর্মকেদারায় উপবেশনপূর্বক কেদারা সম্বোধন করে]

তোমার বুকেতে মোরে কর গো ধারণ,
ধরিতে যেমন,
প্রেয়সীর পূর্বপুরুষেরে,
দুঃখে সুখে সকল সময়ে
মুক্তবাহু হয়ে।
পিতৃসিংহাসন এই ঘিরি কতবার
সমবেত হত শিশুসার,
এইখানে প্রেয়সী আমার
হয়তো বা পেত তার খৃষ্ট উপহার,
আর তার ধন্যবাদ করিতে জ্ঞাপন
ললিত-কপোলা বালা করিত চুম্বন,
জীর্ণ শুষ্ক হস্ত দুটি ধর্মপ্রাণ প্রপিতামহের।
হে বালিকা !
এইখানে স্পর্শ পাই তব মানসের,
পূর্ণতার শৃঙ্খলার !
প্রাণময় মোর চারিধারে
পাই সে মানস দেখিবারে,
যা তোমাকে মাতৃসম প্রতিদিন কয়, ৩৪৮০
বিছাতে কেমনে হয়,
টেবিলের উপরে ও শুভ্র আবরণ,

পদতলে বালুকার ঐ বিস্তরণ,
দেববালাসম
প্রিয় তব হাত দুটি করে সবি কিবা সুশোভন
এ আলয়,
পরশে তোমার হল পুণ্য দেবালয়।
আর শয্যা এই

[বিছানার পর্দা সরিয়ে]

এ ধরাতে নাহি কিছু এর সমতুল,
ভরিছে হৃদয় মোর পুলকে বিপুল,
থাকিতে হেথায় মোর পরান আকুল
দীর্ঘকাল—ওরে দীর্ঘকাল!
নিসর্গ একদা হেথা বুনেছিল মিষ্ট স্বপ্নজাল,
সে স্বপ্ন-আবেশে রচে দেবশিশু এই ধরণীর,
সে যে হেথা করিত শয়ন, হত তার দেহটির
প্রাণতপ্ত ক্ষুদ্র হৃদি স্পন্দনে অধীর!
স্বর্গের সুষমা লয়ে করেছে গঠন
সেই দেবশিশু হতে প্রকৃতি এ স্বর্গের রতন,
তাই বালা দেববালা, এমনি মোহন!

আর তুমি! ৩৫০০
কি কারণে হল তব হেথা আগমন?
অন্তরে তোমার কেন হেন আলোড়ন?
কি চাহ এখানে?
কেন এ হৃদয় বহে এত গুরুভার?

হতভাগ্য রে ফাউস্ত !
চিনিতে তোমাকে আমি নাহি পারি আর।

যাতুর স্থবাস কিবা বহে এ-পবন,
এসেছিনু হেথা লয়ে কামতপ্ত মন,
প্রেমের স্বপনে আমি হনু বিগলিত !
বায়ুচাপে হয় কি গো আমাদের এ-পরিবর্তন ?

এখন হেথায় বালা করিলে প্রবেশ,
কহ কিবা অনুতাপ করিবে অশেষ,
এই লজ্জাহীনতার তরে ?
বৃহৎ পণ্ডিত হবে কি ক্ষুদ্র তখন ?
হবে দ্রবীভূত,
পদানত হয়ে তার ধরিবে চরণ !

মেফিস্তো [ব্যস্ত হয়ে ঢুকে] :
শিগগির চল, দেখলাম তাকে, নীচেয় এসে গেছে।

ফাউস্ত :
দূর হয়ে যাও, ফিরব না আর, রইব ইহার কাছে।

মেফিস্তো [একটি গয়নার কৌটা তুলে ধরে] :
এই দেখ না গয়নাভরা কতই ভারি কৌটা,
আর স্থান হতে হরণ করে আনমু অমি এইটা। ৩৫২০
ওর দেরাজে রাখ এখন শিগগির এটি পুরে,
দেখেই এটি ঠিক জেনো তার মাথাই যাবে ঘুরে,
খুব দামী সব গয়নাগাটি এর ভেতরে ভরি,
অপর মেয়ের মন ভোলাতে আনমু যা সব হরি,
তা মেয়ে তো সবাই মেয়ে, খেলাও খেলাই ধরি।

বুঝছি না ঠিক করব কি তাই ?

মেফিস্তো :

তাও আবার জিজ্ঞাসা ?

নিজেই এটির মালিক হবার করছ না কি আশা ?

লোভী মশাই, তবে থামাই আমার মাথাব্যথা,

বাঁচাও তোমার দিনটি খাসা, শোনই আমার কথা।

কিন্তু বোধ হয় নওতো তুমি তেমন কৃপণ মোটেই,

ভাবছি তো তাই করব তাহাই করতে যাহা হবেই,

[দেরাজ খুলে তাতে কৌটাটি চট করে রেখে, দেরাজটি আবার চাবিবন্ধ করে]

শিগগির চল, কাজ তো গেল হয়েই !

করছি এ-সব যায় বালিকা, অমন মধুর নবীন,

আপন ঝোঁকে নরম হয়ে হয় তোমারি অধীন,

আর তুমি রও হাঁ করে ঐ, যেন নিজের ক্লাসে,

দর্শন, জ্ঞানের প্রাচীন পুঁথি জীবন্ত চারপাশে।

শিগগির চল !

[ফাউস্ত ও মেফিস্তোর প্রস্থান]

মার্গারেত [মোমবাতি হাতে মার্গারেতের প্রবেশ] **:**

বড়ই গুমট্ ! কেমন থম্‌থমে !

[ঘরের জানালা খুলে বাইরে একটু দেখে]

বাইরে হাওয়া নয়তো গরম, এমন ছম্‌ছমে !

পরান আমার হয় যে কেমন উতল অন্তরে, ৩৫৪০

সাহস পেতাম, মা যদি মোর থাকতো এ-ঘরে !

শিউরে উঠছে সকল শরীর হচ্ছে কেমন ভয়,

বুদ্ধিবিহীন মেয়েই আমি ভয়টা অল্পে হয়।

[চুল খুলে আঁচড়াতে আঁচড়াতে]

[গান]

থুলের রাজা

থুলের রাজা বাসত ভাল
এতই বেশী তার পিয়ারে,
প্রেমের তাহার হলনা ক্ষয়,
এলেও মরণ তার দুয়ারে।
পিয়ায় দিল প্রিয়রে তার,
সময় এলে জগৎ ছাড়ার,
সোনায় গড়া মদের গেলাস
বড়ই সাধের সে উপহার।
শোকে কাতর রাজার হল
সেইটি প্রিয় সবার উপর,
তাতেই কেবল করত সে পান,
প্রতি ভোজে মদ্যটি তার,
ভাসতো চক্ষু অশ্রুনীরে,
পান করিলে প্রতিটিবার!

রাজার এলে নিদান সময়,
সারলে সকল হিসাব তাহার,
বংশধরকে দিলে সবই, ৩৫৬০
নয় শুধু সেই পাত্র সোনার।
সিন্ধুতীরে রাজপ্রাসাদে,
দরদালানে জলের ধারে,
ডাকলে রাজা ভোজের সভায়
মান্যগণ্য সব জনারে,

শেষের পানও সারলে রাজা
স্বর্ণপাত্র করে শূন্য,
ফেললে ছুঁড়ে সমুদ্রেতে
সেই উপহার স্মৃতিপুণ্য,
দেখলে সেটি কেমন করে
ভরল জলে, ডুবল জলে,
পিয়ার দেওয়া স্বর্ণপাত্র
তলিয়ে গেল সাগরতলে,
অমনি চক্ষু বুজল রাজার
এক ফোঁটা পান করলে না আর !

দেরাজ খুলে কাপড়চোপড় তুলে রাখতে গিয়ে মেফিস্তোফেলিস্ কর্তৃক রক্ষিত কৌটা দেখে]

ওমা ! ওমা ! কৌটো হেথায় !
রাখল কে এর ভেতরে ?
দেরাজ চাবিবন্ধ ছিল !
ভেতর এল কী করে ?
কী চমৎকার ! দেখতে তো চাই ৩৫৮০
মধ্যে এটার বন্ধ কী ?
ধার নিতে কি মার কাছে কেউ
রাখল কৌটো বন্ধকী ?
এই এর চাবি, ঝুলছে গায়েই
দেখব কী এর ভেতরে ?
[চাবি দিয়ে কৌটা খুলে]
হায় ভগবান ! কী অপূর্ব
গয়না বাক্সটি ভ'রে !

এমন গায়না আগে তো আর
দেখিনি এই জীবনে!
ধনীর বধূই পরবে এ-সব
বাইরে ছুটির ভ্রমণে!
হারটি এমন মানায় কেমন
পরলে আমার বুকেতে?
এত দামের গয়না এ-সব
এল যে কার ভাগ্যেতে!

[অলংকারগুলি পরে আয়নার সামনে এসে]

কাণের এমন দুলটি শুধু
হত যদি আমারই,
এই পরেই তো অন্যরকম
চেহারা হয় সবারই!
কাজ কি এমন নগ্ন রূপে ৩৬০০
আর এ নবীন যৌবনে,
ভাল তো খুব, সুন্দরও বেশ
খাতির করে কয়জনে?
দয়া করে সুখ্যাতি এর
হয়তো কেহ করবে রে,
হয় যে সবাই সোনার অধীন,
চায় যে সবাই স্বর্ণরে!
সবাই সবাই! হায়রে গরীব!
মন্দ মোদের ভাগ্য রে!

নবম দৃশ্য

ভ্রমণপথ

[ফাউস্ত চিন্তামগ্ন হয়ে এধার ওধার ঘুরছে, এমন সময়ে মেফিস্তোফেলিসের প্রবেশ]

মেফিস্তো ঃ

ধরার যত নষ্ট পিরিত শপথ নিয়ে তার,
নরকে যে জ্বলছে আগুন সেটার শপথ আর,
জানলে আরো ভীষণ কিছু, শপথ তাহার করে,
অভিশাপ সব দিতাম এখন পরান আমার ভ'রে।

ব্যাপার কি হে ? হচ্ছে তোমার কষ্ট কিসের এমন
দেখিনি তো জীবনে মোর মূর্তি এমন ভীষণ !

মেফিস্তো ঃ

প্রাণটা চাইছে সঁপতে নিজকে শয়তানেরি হাতে,
নিজেই দুষ্ট না হলে তো লেগেই যেতাম তাতে।

ফাউস্ত ঃ

তোমার মাথায় কল কিছু কি হয়েছে বিকল ?
তোমার মুখে মানায় এমন খেপার বচন সকল !

মেফিস্তো ঃ

ভাবতে পারো, গয়না আনি মার্গারেতের তরে, ২৮২০
পাদ্রী বেটা নিলে সে সব বগলদাবা করে ?
তাহার কারণ ? দেখেই গয়না মা জননীর প্রাণে,
জাগল কিসের গোপন যে ভয় ভগবানই জানে।

সে মহিলার গন্ধ শোঁকার বাতিক মাথায় ভরা,
বাইবেল ধরে শুঁকবে কেবল, দেখবে যায় কি ধরা,
শুঁকবে যত টেবিল চেয়ার কিংবা খাটবিছানা,
দেখবে পুণ্য কিংবা পাপের স্পর্শ আছে বা না ?
গয়নাগুলি দেখেই তিনি বুঝলেন নির্ভুলই,
ভগবানের আশিসপূত নয়তো সেগুলি।
অমনি বলেন গ্রেট্‌শেনেরে, "অন্যায্য যা প্রাপ্তি,
হয় তাতে শোন্, মনের পতন, দেহেরও কি শাস্তি!
ওরে বাছা কাজেই দে সব মেরি মাতার হাতে,
মাতার দয়া ঠিকই পাবি জানিস বাছা তাতে।"
গ্রেট্‌শেন্ রাণী শুনেই করেন মুখটি ঘোড়ার মত,
ভাবলে বুঝি পড়ে পাওয়ার হিসেব কেন অতো ?
এওতো ঠিক, যে দেয় এমন দামী অলংকার,
ভগবানের বিরোধী মন হয় কখনো তার ?
মাতা কিন্তু আনেন তাঁহার পাদ্রীটিকে ডেকে,
বুঝল সেতো ব্যাপারটা কি একঝলকে দেখে।
বললে হয়ে বেজায় খুশী, "এইতো সঠিক বিচার, ৩৬৭০
লোভ সামলাবে যে জন তাহার লাভ হবে অপার।
গির্জার উদর বড়ই বিশাল, নাইকো তার বদহজম,
ফেললে গিলে বেমালুম সব জমিই কতরকম!
অতএব মোর মহিলাগণ জানুন গির্জা কেবল,
করবে হজম বেমালুম এই পাপের গয়না সকল।"

ফাউস্ত ঃ

এ তো কেবল চলতি প্রথা, নতুন কিছুই নয়,
ইহুদি আর রাজারা এই করেন সব সময়।

মেফিস্তো ঃ

এই বলেই না নেন টপাটপ হারটা, দুলটা, বালা,
শেষটা কৌটা যেন সেইটা কড়াইমুড়ির ডালা।
বেশী কিংবা কম ধন্যবাদ মোটেই নাহি দিয়ে,
অবিলম্বে গির্জায় পাড়ি দিলেন সবই নিয়ে।
যাবার সময় গেলেন বলে, "স্বর্গে প্রচুর পাবে।"
মা জননী খুশির চোটে বলেন, "ভালই হবে।"

ফাউস্ত ঃ

আর গ্রেতেলের—

মেফিস্তো ঃ

অশান্তিতে শুধুই জীবনযাপন,
বেচারি তো বুঝছে না ঠিক করবে কি তাই এখন,
দিবারাত্রি দেখছে কেবল গয়নাগুলির স্বপন,
অধিক আরো ভাবছে তাকেই, দিলে এ-সব যেজন।

ফাউস্ত ঃ

প্রেয়সীর এই যন্ত্রণাতে পরান আমার কাঁদে,
আরো অনেক গয়না এনে দাওগে তাহার হাতে। ৩৬৬০
কৌটাতে ঠিক ছিল না তো তেমন বেশী গয়না!

মেফিস্তো ঃ

তা তো বটেই!
কর্তার কাছে ছেলেখেলার বেশী কিছুই হয় না।

ফাউস্ত ঃ

লাগো কাজে! কর এখন বলছি তোমায় যেমন,
তার তো আছে প্রতিবেশী, লওনা তাহার শরণ।

করো কিছু, শয়তান তুমি, নও তো মূর্তি কাদার,
খুঁজেপেতে কর এবার অঢেল গয়না যোগাড়।

মেফিস্তো :

আচ্ছা হুজুর! খুশির সহিত করছি এ-কাজ আবার।

[ফাউস্তের প্রস্থান]

প্রেমে পাগল এমন বোকায় হয়তো উড়ে হাওয়াতে,
ফু দেবে ঐ চন্দ্রে, সূর্যে আর যত সব তারাতে,
যাতে ওনার পিয়ার সময় কাটে বড়ই মজাতে!

দশম দৃশ্য

[মার্গারেতের মধ্যবয়স্কা প্রতিবেশিনী "মার্থে" নিজের ঘরে, একাকিনী

মার্থে ঃ

হা ভগবান !
দোষের তরে স্বামীর 'পরে ক'রো না গো রোষ,
যদিও সে আমার সাথে করলে বিষম দোষ।
ঘরবাড়ি সব ফেলেই গেল ঘুরতে তুনিয়ায়,
ফেলেই গেল আমায় এমন খড়ের গাদাটায় !
কবেই বা তার কোন আমোদে দিতাম বাধা আমি,
কতই তাকে বাসতাম ভাল জানেন অন্তর্যামী।

[কান্না]

হয়তো বা সে মরেই গেছে ! বরাত যা আমার !
পেতেম যদি সার্টিফিকেট মরণেরই তার ! ৩৬৮০

[ডুকরে কেঁদে ওঠা, এমন সময়ে সারা অঙ্গে ঝকমকে গয়না পরে মার্গারেতের প্রবেশ]

মার্গারেত ঃ

মার্থে মাসি !

মার্থে ঃ

আবার কি রে ? একি রে তোর সাজ ?

মার্গারেত ঃ

অবাক ব্যাপার ! হাঁটু আমার পড়ছে ভেঙে আজ।
আবার এল গয়না যে গো ! স্থানও সেই দেরাজ।
কৌটা আবলুস কাঠের এবার দেখতে চমৎকার,
ভেতরে তার গয়না অঢেল, নেইকো হিসাব যার,
দামটিও তার যায় না কষা এতই বেশী সেটা !

মার্থে [স্বগত]

ঘুণাক্ষরে কয়না যেন 'মা'-টিকে ওর এটা !
অমনি যাবে গির্জার পেটে এ-সব গয়না ওর !

মার্গারেত ঃ

মাসি দেখো, মাসি দেখো, দেখো গয়না মোর ।

মার্থে [মার্গারেতের গয়নায় হাত বুলোতে বুলোতে] ঃ

বরাত যে তোর খুলল কত ভাগ্যি বলব তোর ।

মার্গারেত ঃ

এ সব পরে পারব না যে চলতে রাস্তা দিয়ে,
কিংবা লোককে দেখাতে এ গির্জাতে যে গিয়ে !

মার্থে ঃ

ভাবিস নে লো, গয়নাগুলো হেথায় টেনেই আনিস,
স্বাদ মিটিয়ে সব লুকিয়ে হেথায় বসেই পরিস,
ঘণ্টাখানেক আরশির দিকে এদিক ওদিক ঘুরিস,
সেটাই মোদের কী মজাই যে দেবে তখন দেখিস,
তারপর কোনো পালা কিংবা একটা কোনো পর্বে,
এক এক করে এ সব গয়না দেখতে পাবে সর্বে,
প্রথমটা বা হার ছড়াটা পরে মুক্তার দুলটা, ৩৭০০
বুঝবে না মা, বুঝিয়ে দেব ওজর কিছুর একটা ।

মার্গারেত ঃ

কিন্তু কৌটা আমার ঘরে এল এমন করে ?
আমি তো কই, গলদ বড়ই আছেই এর ভেতরে !

[দরজায় করাঘাত]

ঐ বুঝি মোর মা এল গো ! হবে কি এখন ?

মর্থে [পর্দার ভেতর থেকে উঁকি মেরে দেখে] ঃ

না লো এতো অজানা লোক ।

[বাইরের লোককে]

করুন আগমন !

[মেফিস্তোফেলিসের প্রবেশ]

মেফিস্তো ঃ

করনু অবাধ প্রবেশ,

তাই মেয়েদের নিকট ক্ষমা চাইছি সবিশেষ ।

[সালংকরা মার্গারেত্তকে দেখে যেন বিশেষ অপ্রস্তুত হবার ভান করে, পিছিয়ে গিয়ে]

ফ্রাউ মার্থে স্বের্ডলাইন্ সাথে বিশেষ কথা আছে ।

মার্থে ঃ

আমিই মার্থে, এখন বলুন কথা আমার কাছে ।

মেফিস্তো [মার্থেকে জনান্তিকে] ঃ

তুমিই মার্থে ? নিলাম চিনে, এই তো হল কাজ ।

এখন হেথায় মহিলা যে ! আসব আবার আজ ।

করবে ক্ষমা, স্বাধীনভাবে এলাম হেথায় ঢুকে,

বিকেলবেলায় এলেই শুনো কথা আমার মুখে ।

[প্রস্থানের উপক্রম]

মার্থে [উচ্চে হেসে উঠে] ঃ

শোন্‌রে বাছা, ও মার্গারেত, মজার কথা শোন্,

ভাবেন ইনি, হবি বা তুই মহিলা একজন !

মার্গারেত ঃ

গরীবেরই কন্যা আমি অল্প বয়সের,

এমন ভাবা বড়ই কৃপা এই মহাশয়ের,

গয়না আর এ সাজগুলি সব নয়তো আমাদের ।

মেফিস্তো ঃ

গয়না দেখেই ভাবিনি গো তোমায় এমনতর, ৩৭২০
কেমন তোমার চালচলনটি, দৃষ্টি কেমন খর,
তা আমি তো হলাম খুশী, পেলাম হেথায় থাকতে।

মার্থে ঃ

এলেন হেথায় বলতে আমায় কী তা চাই যে শুনতে।

মেফিস্তো ঃ

খুশির সহিত চাই তো কেবল ভাল খবর বলতে,
কিন্তু এ যে বড়ই খারাপ! দোষ দিওনা আমায়,
মৃত তোমার স্বামী, তোমায় প্রণাম তাহার জানায়।

মার্থে [ডুকরে কেঁদে উঠে] **:**

অ্যাঁ—সে মৃত?
হায় সে স্বজন হলেন গত! বুক যে ফেটে গেল!
স্বামী আমার হলেন মৃত! বুক যে ফেটে গেল!

মার্গারেত ঃ

হায় মাসিমা! শোকে অমন হ'য়ো না গো কাতর!

মেফিস্তো ঃ

এখন শোনো আর সব যত আছে শোকের খবর।

মার্গারেত ঃ

এই কারণে চাইনা আমি কাউকে বাসতে ভালো,
এমন শোকে নিবেই যাবে মোর জীবনের আলো।

মেফিস্তো ঃ

সুখ হতেই তো দুঃখ আসে, দুঃখ হতেই ভালো।

মার্থে ঃ

এখন বলুন কেমন করে মরণ তাহার হল?

মেফিস্তো :

কবর তাঁহার গাড়া হল পাদুয়া শহরে,
পুণ্য-আত্মা অন্টোনিয়াস পাশের কবরে,
কবরটি তাঁর মন্ত্রপূত হল ভাল মতন,
শান্তি-শয্যায় লাভ করেছেন শান্তির চিরশয়ন।

মার্থে :

আপনাকে কি কয়নি কিছুই আমার কাছে বলার ? ৩৭৪০

মেফিস্তো :

তা, জানালেন তোমাকেই তো অনুরোধও তাঁহার,
কল্যাণে তাঁর তিনশতবার নাম গাওয়াবে গির্জায়,
পয়সা কিন্তু কপর্দকটি ত্যান নি পকেটটায় !

মার্থে :

দিলে না কি পদক কিংবা একটা কোনো গয়না ?
মজুরও যা বাঁচায়, সবই উড়িয়ে সে তো দেয়না।
স্মৃতিচিহ্নের মতন সেটি ঠিক সে বাঁচাবে,
ভিক্ষে করবে, শুকিয়ে মরবে, সেইটি না খোয়াবে।

মেফিস্তো :

মাদাম ! দুঃখিত হলাম, কিন্তু সান্ত্বনাও আছে,
বাজে খরচ হয়নি কিছুই কইল আমার কাছে,
আর তার যত দোষের তরে কী পরিতাপ করল,
বরাত এমন খারাপ ব'লে বেশীই বটে কাঁদল !

মার্গারেত :

হায় যত লোক পায় কত শোক পায় যে দুঃখ কত,
তাঁর তরে রোজ নামপাঠ আমি করব নিয়মমত।

মেফিস্তো ঃ

তুমি হলে সুন্দরী গো! তোমার আসছে বর।

মার্গারেত ঃ

না মহাশয়! বিয়ে এখন হবে না তো মোর।

মেফিস্তো ঃ

নাইবা হল, আসবে তবু, হবে সে নাগর!
স্বরগের সুখ পাবে যে জন ধরবে তোমায় বুকে,
তাইতো নাগর আসছে তোমার, বাসবে ভাল সুখে। ৩৭৬০

মার্গারেত ঃ

মোদের দেশে নাইকো অমন প্রথারই চলন।

মেফিস্তো ঃ

প্রথা অমন থাক বা না থাক আসছে সে একজন।

মার্থে ঃ

বলুন আরো।

মেফিস্তো ঃ

হাজির ছিলাম মৃত্যু-শয্যাতে,
শয্যাটি তার ছিল ভাল, মল ছিল না তাতে,
অর্ধপচা খড় ছিল না ভবতি সেটাতে,
মৃত্যু তাঁহার হ'ল ভাল খৃষ্ট প্রথাতে,
ছিল তাঁহার জুয়ার ঋণটা বড়ই মোটা বটে,
বললে কেঁদে, "ঘৃণার জীবন চাইনা এমন মোটে,
স্ত্রী আর কাজটা ফেলেই এলাম, তাইতো হল এমন,
সেই স্মৃতিই তো আনলে আমার এমন অকাল-মরণ,
হায় শুধু মোর পত্নী যদি করেন ক্ষমা মোরে।

মার্থে [কেঁদে উঠে] ঃ

স্বজন স্বামী ! মাপ তো আমি কবেই দিলাম করে

মেফিস্তো ঃ

কইল আবার,

"দোষটি কিন্তু, ঈশ্বর জানে, বেশীই ছিল তাহার ॥"

মার্থে ঃ

এমন মিথ্যে কইলে মিনষে পৌঁছে মরণদুয়ার ?

মেফিস্তো ঃ

একটু আধটু বুঝিতো ঠিক লোকের রকম সকম,

শেষের দিকে ভাবতো বটে মিথ্যে নানান রকম।

বললে, "পত্নী জন্ম দিলে অনেক পুত্রকন্যার,

পাইনি সময় অন্নটুকু স্থির হয়ে তো গেলার, ৩৭৮০

করতে হত দিবারাত্র শুধুই রুটির যোগাড।"

মার্থে ঃ

ভুলেই গেল সতীত্ব মোর ভালবাসা প্রাণের,

রাত্রদিনের খাটুনি মোর সমস্ত জীবনের ?

মেফিস্তো ঃ

ভোলেনি তো ! সেই কথা ঠিক বলতে তোমায় পারি।

বললে "মাল্টা হতে মোদের জাহাজ দিলে পাড়ি,

প্রার্থনা কি করতাম জোরে স্ত্রীপুত্রেরই তরে,

তাইতো লাগল মোদের পালে হাওয়া বড়ই জোরে,

অমনি পড়ল তুর্কি জাহাজ মোদের কাছে ধরা,

যেটা ছিল সুলতানেরই ধনদৌলতে ভরা,

সাহসের যা পুরস্কার তা পেলাম মোরা সবাই,

পেলাম আমার অংশটি তার ন্যায্য যাহা তাইাই

তা ! হল তা মোটাসোটা ভাল কিছুই ধরুন—"

মার্থে ঃ

অ্যাঁ—তা কত ? অ্যাঁ—তা কোথায় ? পুঁতল কি তা বলুন !

মেফিস্তো ঃ

তা কে জানে ! হাওয়ায় যে তা ছড়িয়ে আছে কোথায় ?
তার অজানা নেপ্‌লসেতে ঘুরতে হেথায় হোথায়,
জুটিয়ে নিলে সুন্দরী খুব বান্ধবী যে সেথায়,
সে না তাকে করলে খুশী এমনি সেবাই করে,
ভুললে না সে প্রেয়সীকে মরণশয্যা-'পরে !

মার্থে ঃ

ও জুয়াচোর ! নিজের ছেলের ধনদৌলতের চোর,
এত দুঃখ, এত দৈন্য, হুঁস হল না তোর !
রইলি ডুবে এমন পাপে সারা-জীবন-ভোর !

মেফিস্তো ঃ

বুঝলে এখন ? তাইতো তাহার জীবন হল ভোর।
তোমার স্থলে আমি হলে শোকের বছরেই
লেগে যেতাম অপর কোনো স্বামীর তল্লাসেই !

মার্থে :

হায়রে কপাল ! প্রথমটি যা ছিল সে আমার,
রাজ্যি খুঁজে অমনটিতো পাবোনাকো আর,
অমন প্রিয় বোকাটি তো এই দুনিয়ার বার !
কেবল ছিল বড়ই বেশী ঘোরার বাতিক তার,
পরস্ত্রী আর পরের মদটা চাইতো করতে ভোগ,
আর ছিল তার জুয়া খেলার সর্বনেশে রোগ।

মেফিস্তো :

তা তো বটেই ! এ সবই তো সইতে তুমি পারতে,
শুধুই যদি একটু যত্ন পারতো তোমায় করতে।
তবু তুমি এমন উদার ? শর্ত এমন পেলে,
তোমায় বুঝি বিয়েই করি আংটি বদলে ফেলে।

মার্থে :

তুমি বুঝি ঠাট্টা কর এ-সব কথা বলে ?

মেফিস্তো [স্বগত] **:**

আর হেথা নয়, সটকে পড়ি, এ যে দেখ্‌ছি প্রায়,
শয়তানকেও ধরবে চেপে বেফাঁস কথাটায়।

[উচ্চে গ্রেট্‌শেনের প্রতি]

ও সুন্দরি ! বলবে এখন হৃদয় কিবা চায় ?

মার্গারেত :

এই কথাটির মানে কি হয় বলবেন কি মশায় ?

মেফিস্তো [স্বগত] **:**

নিষ্পাপ মেয়ে, বড়ই সরল, তুলনা ওর নাই।
[প্রকাশ্যে]
মহিলাগণ, নিলেম বিদায়।

মার্গারেত :

নমস্কার জানাই।

মার্থে [মেফিস্তোকে সম্বোধন করে] **:**

কও তো ওগো, কেমন করে সাক্ষী একটি পাই,
বলবে যে জন, কোথায় কবে মরল প্রিয় মোর,
কেমন করে মরল বা সে, কোথায় তার কবর,

আইন মানি, দেখতে-ও চাই এমন সব খবর,
এখানকার ও সাপ্তাহিকে ছাপার অক্ষরে।

মেফিস্তো :

স্নভগে গো! আনব অমন দুজন সাক্ষারে,
এ-সব সত্য করবে তারা ঠিক মতন প্রচার,
আছে হেথায় বড়ই সুজন বন্ধু-ও আমার,
তাকেই আমি জজের কাছে করব উপস্থিত,
কও তো তাকে আনি হেথায়

মার্থে :

আনবে তো নিশ্চিত ?

মেফিস্তো :

আর কুমারী! ফের তোমারি দেখা পাব মোরা ?
যুবক সে জন বড়ই সুজন অনেক দেশে ঘোরা,
মহিলাদের মধুর কেমন জানায় অভিবাদন।

মার্গারেত :

লাজেই আমি হব রাঙা দেখব তাকে যখন!

মেফিস্তো :

লাজের তোমার নাই প্রয়োজন কোনো রাজার কাছে!

মার্থে :

বাড়ির আমার পিছন দিকে বাগান খাসা আছে,
সেই যুবকের আশায় মোরা রইব সেথায় সাঁঝে।

একাদশ দৃশ্য

রাস্তা

[ফাউস্ত ও মেফিস্তোফেলিস্]

ফাউস্ত :

খবর কি হে ? করছ কিছু ? ঘটবে কিছু শিগগির ?

মেফিস্তো :

বাহা !—এখনো সেই প্রেমের জ্বালায় অস্থির ?
আজই পাবে গ্রেতেল্ তোমার ! সন্ধ্যা হলে পরে,
দেখবে তাকে প্রতিবেশী মার্থে মাগীর ঘরে,
কুট্‌নী এবং জিপ্সির কাজ যে স্বভাববশেই করে।

ফাউস্ত :

তাইতো ভাল !

মেফিস্তো :

তাতো বটেই ! করবে কাজটি তাহার ?

ফাউস্ত :

উপকারের বদলি দিতে হবেই প্রত্যুপকার।

মেফিস্তো :

বেশ তাহলে করব মোরা সাক্ষ্যটি-ও দান,
এই বণিতার স্বামীমশায় হারিয়ে তাঁহার প্রাণ,
পাদুয়াতে লাভ করেছেন পুণ্য কবর তাঁহার।

ফাউস্ত :

কী যে বুদ্ধি। সুদূর দেশে হয় যে যেতে এবার।

মেফিস্তো ঃ

বড়ই সহজ! নাই প্রয়োজন স্বদূর দেশে গমন,
না জেনেই যে সাক্ষ্যটুকু ফেলবে দিয়ে এখন।

ফাউস্ত ঃ

অন্য উপায় না জান তো কর এ সব ক্ষান্ত।

মেফিস্তো ঃ

ওরে আমার পুণ্যবানটি হওতো একটু শান্ত।
দাওনি পূর্বে মিথ্যাসাক্ষ্য ? দাও কি প্রথমবার ?
কওনা রূপ কি ভগবানের ? বিরাট বিশ্বটার ?
তার ভিতরে যা সব চলে কী সব তাহার রীতি ?
আর মানুষের হৃদয়মনের হয় বা কি প্রকৃতি ? ৩৮৬০
কতই আখ্যা, কতই ব্যাখ্যা, দাওনা বারেবার ?
দম্ভভরে, বুক ফুলিয়ে, করছ না প্রচার ?
তলিয়ে দেখে হৃদয় তোমার মানতে হবে তোমায়,
"স্বের্ডলাইন্" যে কবর পেল মিথ্যা এমন কথায়,
আর এ সকল তত্ত্বে তফাৎ রইল আবার কোথায় ?

ফাউস্ত ঃ

কূটতার্কিক ও মিথ্যাবাদী হওতো চিরকালের।

মেফিস্তো ঃ

তা তো বটেই ! জানি যে গো ইচ্ছা তোমার মনের,
কালই তুমি ঘুরিয়ে মাথা বেচারী গ্রেট্শেনের,
করবে না কি প্রেমনিবেদন কতই যেন প্রাণের ?

ফাউস্ত ঃ

সর্ব হৃদয়ের !

মেফিস্তো

বেশ তো এ বলে ফেলার পরে,
সততা ও অনন্ত প্রেম কপচে আবেগভরে,
জাগবে যখন ঐ আদিরস শরীর রী রী করে,
তাও কি হবে দেহে তোমার শুধুই মনের ব্যাপার ?

ফাউস্ত ঃ

রাখো ওসব ! তাইতো হবে ! এই পরানে আমার,
এই অনুভব, এই আলোড়ন, নাম না জানি যাহার,
দেখব যখন হৃদয় না পায় নামটি খুঁজে তাহার,
খুঁজব সর্ব আবেগ লয়ে সর্ব জগৎ ঘুরে,
ডাকব সর্ব উচ্চ নামে নীরব ব্যাকুল সুরে,
এই দাহন যা জ্বালায় আমায় বলব তাকে যখন, ৩৮৮০
"অনন্ত" বা "চিরন্তন" আর চিরদিনের মতন,
তাও কি হবে শয়তানেরি মিথ্যালীলার বচন ?

মেফিস্তো ঃ

আমার কথাই হল তো ঠিক !

ফাউস্ত ঃ

শোনো আমার বিচার !
করছি তোমায় এই অনুরোধ বাঁচাও বক্ষ আমার।
আর পারিনে কইতে কথা ক্লান্ত আমার মনন,
বলবে সেজন একই বচন, জিদটি রাখে যেজন,
বলছ ঠিকই, কারণ ও-কাজ করতে হবে এখন।

দ্বাদশ দৃশ্য

মার্থের বাগান

[মার্থের বাগানে সন্ধ্যার সময়ে একবার হাতে হাত রেখে ফাউস্ত ও মার্গারেতের প্রবেশ। তারা আলাপ করে প্রস্থান করছে আর তারা অদৃশ্য হওয়ামাত্র মার্থে ও মেফিস্তোফেলিসের প্রবেশ। তারাও আলাপ করে প্রস্থান করছে। এই রকম দৃশ্যপরিবর্তন ক্রমাগত চলছে]

[ফাউস্ত ও মার্গারেতের প্রবেশ]

মার্গারেত ঃ

বুঝি আমি, দোষ মোর নাহি ধরি করেন বিনয়,
লজ্জা পাই অতিশয়।
যাঁরাই ভ্রমণকারী তাঁরাই এমন।
তাঁরা হন উদারহৃদয়,
সব কিছু ভালভাবে করেন গ্রহণ।
এও জানি,
এ বিপুল অভিজ্ঞতা লভিতে যে পারে
এ দীন আলাপ মোর তোষে না তো তারে!

ফাউস্ত ঃ

কর যদি আঁখিপাত, কহ শুধু মধুর বচন,
কহে তাহা জগতের সর্ব বিদ্যা হতে সমধিক,
করে কানে মধু বরিষণ!

[মার্গারেতের হস্তচুম্বন]

মার্গারেত ঃ

কেন হন বিব্রত এমন
এই হাত করিয়া চুম্বন? ৩৯০০
এ যে বড় অকোমল, বড়ই মলিন,

গৃহকাজ করি নিশিদিন
মাতার শাসনাধীন।

[ফাউস্ত ও মার্গারেতের প্রস্থান, মেফিস্তো ও মার্থের প্রবেশ]

মার্থে ঃ

আর মশায়টি! তুমিও বুঝি বেড়াও জগৎ ঘুরে?

মেফিস্তো ঃ

তা! পেশা আর কাজের তাগিদ ডাকে মোদের দূরে
কষ্ট কতই হয় তো কোনো জায়গা বিশেষ ছাড়তে,
কিন্তু কাজের ডাক যে টানে আর পারিনে থাকতে।

মার্থে ঃ

চলবে অমন মন্দ তো নয় যে কয় বছর যৌবন,
দুনিয়া জুড়ে এ-দিক ও-দিক ঘুরেই কেবল মরণ,
মন্দ সময় আসবে তো ঠিক তখন জেনো যে জন,
আইবুড়োটি থেকেই করে কবরপানে গমন,
একলা তেমন লোক যে বড়ই কষ্ট পেয়ে মরে!

মেফিস্তো ঃ

দূর থেকে তা ভাবলে পরে বুকটা কাঁপে ডরে।

মার্থে ঃ

কাজেই বিহিত কর এখন, দেরি না হয় পরে।

[প্রস্থান, ফাউস্ত ও মার্গারেতের প্রবেশ]

মার্গারেত ঃ

আঁখি হতে যাব যবে সরে,
ভুলিবেন মোরে,
এখন করেন শুধু ভদ্রতাপালন
আপন স্বভাবে,

জানি আছে আপনার বহু প্রিয়জন, ৩৯২০
আমা হতে তাঁহাদের কত উঁচু জ্ঞান !

ফাউস্ত ঃ

হে—উত্তমা !
যাকে কহ জ্ঞান,
অনেকের তাহা শুধু তারি অভিমান,
অথবা জ্ঞানের ভান।

মার্গারেত ঃ

অর্থ কিবা ঐ কথার ?

ফাউস্ত ঃ

হায় !
সরলতা, বিমলতা নাহি জানে মূল্য আপনার।
এমন বিনয়, প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দান,
প্রকৃতি যা ভালবেসে করিছে প্রদান—

মার্গারেত ঃ

অবসরে ভাবিবেন কথাটি আমার,
আমি পাব দীর্ঘকাল আপনার কথা ভাবিবার।

ফাউস্ত ঃ

থাকো বুঝি একাকিনী অনেক সময় ?

মার্গারেত ঃ

সংসার মোদের বটে ছোট অতিশয়,
সব কিছু প্রয়োজন ইহারো তো হয়।
চাকরাণী নাহি আমাদের,
সব কাজ সংসারের,
রন্ধন, বুনন আর গৃহ সম্মার্জন,

সকালে সন্ধ্যায় কেনা যাহা প্রয়োজন,
একা আমি করি এ সকল, ৩১৭০
সব কাজে জননীর হিসাব প্রবল।
প্রয়োজন নাহি এত কষ্ট করিবার,
সাধারণ হতে
সংগতি মোদের আছে সুখে থাকিবার,
গিয়াছেন রেখে কিছু জনক আমার,
সম্পত্তি সুন্দর,
শহরের উপকণ্ঠে বাগিচা ও গৃহ মনোহর।
তবু কাটে একাকিনী দিনগুলি মোর।
সৈনিক আমার ভ্রাতা,
শৈশবেই ভগিনীকে নিলেন বিধাতা,
ছিল সেই শিশুটির বড় প্রয়োজন
মোর সেবা, আদর যতন,
সে কাজের ভার আমি চাহি পুনরায়,
এত প্রিয় ছিল সেই শিশু অসহায়।

ফাউস্ত :

শুধু কোনো দেবদূত হতে পারে তোমার মতন।

মার্গারেত :

আমি তাকে করেছি পালন,
বড় ভালবাসিত সে বালিকা আমায়।
পিতার মৃত্যুর পর জন্ম সে যে পায়,
ছেড়েছিনু জননীর জীবন-আশায়,
হন তিনি এত রুগ্ন, এত অসহায়, ৩১৬০
ধীরে ধীরে হন তিনি শেষে নিরাময়,

শিশুর পালন তাঁর সাধ্যে নাহি রয়,
তাই আমি সেই শিশু করেছি পালন,
দুধ দিয়ে, জল দিয়ে ধীরে ধীরে করিনু আপন,
এই কোলে, বাহুতে আমার
খেলিত সে বালিকাটি পুলকে অপার,
থাকিত সে বড় সুখে, বৃদ্ধি পেত দেহটুকু তার।

ফাউস্ত ঃ

বিমল আনন্দ তাতে পেয়েছ নিশ্চয় ?

মার্গারেত ঃ

হত কত অসুবিধা এ-কাজেও অনেক সময় !
মোর বিছানার পাশে দোলাখানি ঝুলিত তাহার,
যেমনি জাগিত শিশু নিদ্রা মোর নাহি হত আর,
অমনি উঠায়ে তাকে করেছি আদর,
করায়েছি দুগ্ধপান,
পাশে তাকে শোয়ায়েছি শয্যা'পরে মোর,
তবু শান্ত নাহি হলে, বক্ষে তাকে ধরে,
নাচিতাম দীর্ঘকাল কক্ষের ভিতরে।
স্নান তাকে করাতাম টবের জলেতে যত্ন করে,
করিতাম বাজারে গমন,
গৃহের রন্ধন,
দিনের পরেতে দিন কাটিত এমন,
আলস্যে যাপিনি কভু আমার সময়, ৩৯৮০
তাই হয় অন্ন মধুময়,
বিশ্রাম মধুর হয়, ওগো মহাশয় !

[প্রস্থান]

[মেফিস্তোফেলিস ও মার্থের প্রবেশ]

মার্থে:

বেচারী সব নারীদের এ সমস্যা তো মস্ত,
আইবুড়োদের মন ঘোরানোর কাজে হওয়া ব্যস্ত।

মেফিস্তো :

তোমার মতন কাজের মানুষ করবে এ-কাজ সাধন,
আমার মতন ঝানুর মনেই ঘটাও বা বিবর্তন।

মার্থে:

বলবে আমায় এখনো কি পাওনি কাউকে মনের ?
হৃদয় তোমার কাহারও কি পায়নি পরশ প্রেমের—— ?

মেফিস্তো:

কথায় বলে, নিজের বাড়ি, নিজের স্ত্রীটি সার,
মুক্তা সোনার চেয়ে অধিক মূল্য হল তার।

মার্থে:

বলছি, মানে, এখন অব্ধি হয়নি ইচ্ছা প্রাণে ?

মেফিস্তো:

আমায় যে গো আদর করেই ডাকে সর্ব খানে।

মার্থে:

চাইছি জানতে, হৃদয় তোমার সদাই দেবে ফাঁকি ?

মেফিস্তো:

নারীর সহিত কক্ষনো কি যায় করা চালাকি ?

মার্থে:

আঃ, বুঝবেনা তো করব কি ?

মেফিস্তো :

দুঃখিত বড়ই হলাম,
আমার প্রতি সদয় তুমি বুঝেই তা তো নিলাম !
[প্রস্থান]

[ফাউস্ত ও মার্গারেতের প্রবেশ]

ফাউস্ত :

মধুরা রে !
চিনেছিলে তখুনি আমারে,
দেখেছিলে যবে মোরে বাগিচাত্বয়ারে ?

মার্গারেত :

দেখো নাই হনু লাজে আনতনয়ন ? ৪০০০

আমাকে কি ক্ষমিলে তখন ?
ক্ষমিলে কি মোর সেই অভদ্র, নির্লজ্জ আচরণ,
গির্জা হতে বার হয়ে গৃহে যেই করিলে গমন ?

মার্গারেত :

সহসা হইনু বটে বড়ই চকিত,
এমন ঘটেনি কভু হইনু বিস্মিত !
কেহ তো কখনো দোষ দেয় নাই মোরে,
তবু আমি ভাবিনু অন্তরে,
হয়তো ধৃষ্টতাদুষ্ট হয়েছিল মোর আচরণ,
কিছু অশোভন,
তাই বা ভাবিলে,
পারো করিবারে মোর মূল্য নিরূপণ !

বুঝি নাই কী যে পেলে দেখিয়া আমারে,
তাই হয়ে উত্তেজিত আচরিলে অমন প্রকারে ?
দুষিনু নিজেরে অতি,
কেন না হলাম আমি রুষ্ট তোমা প্রতি ?

ফাউস্ত ঃ

সুমধুরা প্রিয়তমে !

মার্গারেত ঃ

থামো কিছুক্ষণ ।

[একটি সূর্যমুখী ফুলের একটির পর একটি পাপড়ি ছেঁড়া]

কেন ফুল ছিঁড়িছ অমন ?

মার্গারেত ঃ

ইহা এক খেলা—

সে কেমন ? ৪০২০

মার্গারেত ঃ

হাসি পাবে শোন যদি, সরে তুমি যাও ।

[এক একটা পাপড়ি ছেঁড়া আর বিড় বিড় করে কিছু বলা]

কি কহিছ আমাকে তা বলে তুমি দাও ।

মার্গারেত [অস্ফুটে] **ঃ**

ভালোবাসে—বাসেনা—ভালোবাসে—বাসেনা—

ও সুন্দরি ! স্বর্গের ললনা !

মার্গারেত [উচ্চে] ঃ

ভালোবাসে—বাসেনা—ভালোবাসে—বাসেনা—

[শেষের পাপড়ি ছিঁড়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে]

ভা—লো—বা—সে !

ফাউস্ত ঃ

প্রেয়সী বালিকা মোর,

এ পুষ্পবারতা হক দেবলিপি বড়ই সুন্দর !

সে তোমাকে বাসে ভালো।

বুঝিলে কি অর্থ এর ভালো ?

সে তোমাকে বাসে ভালো।

[ফাউস্ত মার্গারেতের দুই হাত ধরলে]

মার্গারেত ঃ

কম্পিত হৃদয় মোর শরীর বিবশ !

ফাউস্ত ঃ

কম্পিত হ'য়ো না প্রিয়ে পেয়ে এ-পরশ,

আঁখিতে আঁখিতে এ-মিলন,

বাহুতে বাহুতে এ-বাঁধন,

বলুক তোমাকে বাণী ভাষা নাহি যার,

হৃদয়ে হৃদয় দান পুলকে অপার,

এ যে অন্তহীন, চিরন্তন,

যাহার বিরাম আনে মনের বিকার,

নাহি আছে অন্ত যার। ৩০৪০

[মার্গারেত ফাউস্তের দুই হাত অল্প একটু চেপে ধরে হঠাৎ নিজকে মুক্ত করে দৌড়াতে আরম্ভ করল। ফাউস্ত অল্প একটু চিন্তা করে তার পশ্চাতে ছুটল। উভয়ের প্রস্থান]

[মেফিস্তোফেলিস ও মার্থের প্রবেশ]

মার্থে [প্রবেশ করতে করতে] **:**

রাত যে বাড়ে !

মেফিস্তো :

তাতো বটেই, এবার যেতে হয় ।

মার্থে :

বোলতাম আরো থাকতে হেথায়, তাতো সম্ভব নয়,
জায়গাটা যে বড়ই খারাপ লোকরা যা তা কয় ।
এদের যেন কাজ কিছু নেই মস্ত জগৎটায়,
প্রতিবেশীর প্রতি কাজই চক্ষে গিলতে চায়,
যাই কর না অমনি সেটির গুজব রটে যায়,
কোথায় জোড়ের পায়রা মোদের ?

মেফিস্তো :

ঐ যে উড়ে যায় ।

বুলবুলি তুই মধুমাসের ।

মার্থে :

যুবক ওকে চায় !

মেফিস্তো :

মেয়েও যুবক ! চলছে তো এই মোদের তুনিয়ায় !

ত্রয়োদশ দৃশ্য

বাগানের এক কুঞ্জকুটীর

[মার্গারেত ছুটে এসে লাফ দিয়ে এই কুঞ্জকুটীরে প্রবেশ করল। দরজার পাশে লুকিয়ে আঙুলের ডগা মুখে ঠেকিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে বাহিরের দিকে তাকিয়ে]

মার্গারেত :

ঐ সে আসে !

ফাউস্ত [প্রবেশপূর্বক] :

ওরে দুষ্টু—এই তো এলাম !

দুষ্টুমি কি করছ হেথায় ?

[মার্গারেতকে চুম্বন]

এইতো পেলাম !

মার্গারেত [ফাউস্তকে আবেগভরে আলিঙ্গন করে ও প্রতিচুম্বন দান করে] :

প্রিয়তম !—সর্বহৃদয় তোমায় দিলাম !

[উভয়ে পরস্পরকে নিবিড়-চুম্বন-দান করে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়েছে, এমন সময়ে মেফিস্তোফেলিস্ কুটীরের দ্বারে বার হতে করাঘাত করলে]

ফাউস্ত [সজোরে মেঝেয় পদাঘাত করে] :

কে ?

মেফিস্তো :

বেশ বন্ধু !

ফাউস্ত :

আঃ, জানোয়ার !

মেফিস্তো :

সময় হল যাবার !

[মার্থে ও মেফিস্তোফেলিসের কুটীরে প্রবেশ]

মার্থে :

মশায় অনেক রাত হয়েছে।

ফাউস্ত [মার্গারেতকে] :

সঙ্গে যাব তোমার ?

মার্গারেত :

কিন্তু মা যে !—না গো বিদায়—

ফাউস্ত :

যেতেই হবে আমায় ?

তবে বিদায়।

মার্থে :

মশায় বিদায়।

মার্গারেত :

দেখা দিও পুনরায়।

[ফাউস্ত ও মেফিস্তোফেলিসের প্রস্থান]

ভগবান ! কত কথা এ-পুরুষ পারে যে ভাবিতে !
সলাজে সমুখে আমি পারি শুধু দাঁড়ায়ে থাকিতে,
আর প্রতি কথাটিতে শুধু মোর সায়টুকু দিতে।
জ্ঞানহীনা বালিকা যে আমি কী করিতে পারি আর ?
বুঝিনা ভিতরে মোর কী যে পায় ভালবাসিবার !

চতুর্দশ দৃশ্য

অরণ্য ও কন্দর

ফাউস্ত [একাকী] ঃ

হে বিরাট ক্ষিতি-আত্মা!
যা চেয়েছি, দিয়েছ দিয়েছ মোরে সকলি সে-সব।
বুঝি এইবার, বৃথা নাহি দেখাইলে
সেই তব অগ্নিময় প্রদীপ্ত আনন!
দিয়েছ আমাকে এই নিসর্গের রাজ্য মনোরম,
দিয়েছ হৃদয়ে শক্তি বুঝিতে ইহাকে,
করিতে এ উপভোগ, নহে শুধু একে
বিস্মিত, নিষ্প্রাণ চক্ষে করিতে বীক্ষণ! ৪০৮০
দিয়েছ আমাকে দৃষ্টি নেহারিতে হৃদয় ইহার,
যেমন আমরা দেখি বান্ধবহৃদয়।
আমার সম্মুখ দিয়ে লয়ে যাও প্রাণী সারে, সারে,
আর দাও পরিচয় ভ্রাতাদের মোর,
যারা চরে প্রকৃতির শান্ত কুঞ্জে, পবনে, সলিলে!
আর যবে মত্ত প্রভঞ্জন
বনানীতে আনে সেই রুদ্র আলোড়ন
ঝঞ্ঝনানিস্বনে,
মহীরুহ সুবিশাল মড়মড়ি পড়ে ভূমিপরে
বৃক্ষশাখা, বৃক্ষশীর্ষ নিকটের চূর্ণি ভীম রবে,
প্রকম্পিয়া পর্বত, কানন,

স্বনন যাহার গর্জে যত শূন্য গিরিগুহা মাঝে,
লয়ে যাও তুমি মোরে ভয়শূন্য শৈলের কন্দরে।
অমনি প্রকাশ কর এ আমাকে আমারি নিকট!
বক্ষ হতে মোর হয়ে যায় উন্মোচিত,
রহস্য সকল কী আশ্চর্য, কী গভীর!
দৃষ্টির সম্মুখে মোর ভাসি উঠে বিমল চন্দ্রমা
জুড়ায়ে পরান,
ভাসি আসে মূর্তি যত বিস্মৃত সে পূর্বজীবনের,
উজল অচলগাত্র হতে, আর্দ্র উপত্যকা হতে, ৪১০০
করে মোর শুষ্ক চিন্তা কিবা রসসিক্ত!

কিন্তু হায়, বুঝিনু এখন,
সর্বাঙ্গসুন্দর কিছু নাহি মিলে মনুষ্যজীবনে!
দিলে এ আনন্দ যাহা
লয় মোরে দেবতাসমীপে,
সাথে সাথে দিলে এই সাথী
যাকে আর নাহি পারি করিতে বর্জন,
করিলেও সে আমাকে কিবা ক্ষুদ্র আমারি সম্মুখে
অকম্প স্পর্দ্ধার সহ, কথার যাদুতে
করিলেও তুচ্ছ সর্ব আনন্দসম্ভার
দিয়েছ আমাকে যাহা ভরি প্রাণমন!
কি দারুণ কামানল সে জ্বালায় হৃদয়ে আমার,
জাগায়ে অন্তরে মোর সে মধুরা বালিকার স্মৃতি!
অমনি অন্তর মোর হয়ে যায় কিবা অসহায়!
চাহি তৃপ্তি উপভোগ মাঝে,

উপভোগ মাঝে আরবার
জাগে কিবা অতৃপ্ত বাসনা !

[মেফিস্তোফেলিসের আবির্ভাব]

মেফিস্তো ঃ

আশ মিটিয়ে হল করা এমন জীবনযাপন ?
পাও যে কী সুখ সুদীর্ঘকাল কাটিয়ে এমন জীবন !
বেশ তো কিছু এই পরীক্ষা করলে না হয় মিছে,
ঢের তো হল ! লাগো এখন নতুন কিছুর পিছে !

ফাউস্ত ঃ

বিরক্ত না করি মোরে সুখ মাঝে হেন, ৪১২০
আছে তো অনেক কাজ সে সকল নাহি কর কেন ?

মেফিস্তো ঃ

বেশ তো ! বেশ তো ! দেই না বাধা এ-বিশ্রামে তোমার,
কও বা কেন কঠিন হয়ে বাক্য এমন প্রকার ?
তোমার মতন বন্ধু এমন পাগল, কঠিন, নিদয়,
নাই বা রইল, তাতে আমার ক্ষতি এমন কি হয় ?
তোমার তরে সারাটি দিন খাটছি ভূতের বেগার,
কর্তার তবু মেজাজখানি সাধ্য নেইকো বোঝার,
লাগল ভাল কিংবা খারাপ হদিস না পাই তাহার।

ফাউস্ত

হল বটে কথা এই তোমারি প্রকার,
প্রথমে করিলে ক্লান্ত মোর এ জীবন,
চাহিছ এখন,
এরি তরে ধন্যবাদ করি নিবেদন !

মেফিস্তো

ও বেচারী ধরার ছেলে কওতো কেমন করে,
আমায় ছাড়া চলত তোমার জীবন ধরার 'পরে ?
ভাবের তো সেই পঙ্ক গুলে থাবি খেতে তাতে,
এখন যে তায় নিস্তার পেলে কও না কাহার হাতে ?
আমিই নাহি থাকলে পরে কবেই যে গো তুমি,
মারতে পাড়ি জীবনপারে ছেড়ে জগৎভূমি !
পাহাড়ের এই পাঁজরাটাতে গর্তগুলোয় যত, ৪১৪০
করছ কি সব চোখটি বুজে হুতোম প্যাচার মত ?
ভেজা পাথর, শেওলাপচায় কোলাব্যাঙের মতন
বাস করে কও গিলছ কি সব করতে জীবন ধারণ ?
কাটছে তো খুব সুখেই সময়, বরাত সুখের বেজায়,
তোমার ভেতর আজও গুপ্ত সেই আচার্যি মশায় !

ফাউস্ত :

নবশক্তি জন্মলাভ কিবা করে প্রাণে,
নির্জনে নিবাস তাই করি এইখানে,
যদি তার পাইতে আভাস,
শয়তান তুমি মোর এ-সৌভাগ্য করিতে বিনাশ ।

মেফিস্তো :

সেটি বুঝি সৃষ্টিছাড়া সুখের তরে মাতন ?
শিশিরভিজে রাত্রিকালে পর্বতেতে শয়ন,
আনন্দে আর স্বর্গ এবং সারা বিশ্ব-স্মরণ ?
উথলে উঠে হয়ে যাওয়া দেবতাদেরই মতন,
এই জগতের উৎস কোথায় জানতে ব্যাকুল হওয়া,
ছয়টা দিনের সৃষ্টিকথায় মগজ ভরে নেওয়া,

গর্বভরে জানিনা কি ভোগেই মত্ত হওয়া,
সর্বজীবের ভালবাসায় ভিজে গলে যাওয়া,
হয়ে যাবে অন্তর্ধানও ধরার তনয় তখন,
স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চজ্ঞানের হবে——,

[কুৎসিত মুখভঙ্গী করে]

বারণ আছে——করতে যে উচ্চারণ।

ফাউস্ত ঃ

ধিক শত ধিক! ৪১৬০

মেফিস্তো ঃ

কথাগুলি জুতসই বুঝি লাগল নাকো ঠিক,
তাই যে ছুড়লে সাধুর মতন আমার প্রতি ধিক?
মশায় যে সব অভ্যাসগুলি পারেন না আর ছাড়তে,
নেই বুঝি তার নামগুলি আর সাধুর কানে শুনতে?
বেশতো চালাও আর কিছুদিন এমন মিথ্যাচরণ,
অধিক দিন যে চলবে না এ জানি ভালমতন।
ক্লান্তিচিহ্ন চোখেমুখে এখুনি যে স্পষ্ট,
আর কিছুদিন করলে পরে এমন প্রকার কষ্ট,
বিচ্ছিন্ন বা ক্ষিপ্ত হয়ে করবে জীবন নষ্ট,
হোথায় কিন্তু পিয়ার জীবন হয় যে গো বিনষ্ট!
সব কিছু তার তিক্ত লাগে এই দুনিয়ার 'পরে,
তুমি মশায় যাচ্ছ না যে মন থেকে তার সরে,
সত্যিকারের ভালবেসে এখন যে সে মরে!
প্রথম তোমার প্রবল প্রেমের বন্যা উথলে উঠে
ছুটল তোড়ে, ঝরণা ছোটে যেমন বরফ টুটে,

হৃদয়ে তার গেল তোমার পিরিতখানি গেঁথে,
এখন তোমার প্রেমের নদী উঠছে না আর মেতে!
তাইতো বলি বনের রাজা না থেকে আর এখন,
কর্তামশায় করুন কিছু যাতে ছোট্ট অমন
বালিকাটির প্রেমপিপাসা মেটে ভালমতন! ৪১৮০
সময় যে তার চায়না কাটতে, তাই জানালার ধারে
দাঁড়িয়ে সে যে দেখে কেমন মেঘ চলে যায় সারে,
তার শহরের প্রাচীন যত প্রাচীরগুলির 'পরে।
"আমি যদি হতাম পাখী" গানটি গাহে জোরে,
দিবারাত্র প্রাণটা তাহার হা-হুতাশই করে।
কখনো তার খুশির মেজাজ অধিক বিষণ্ণতা,
কখনো বা কেঁদেই সারা, কখনো নেই কথা,
দেখে এ-সব হয় যে মনে জবর প্রেমের ব্যথা!

ফাউস্ত ঃ

সর্প, তুমি সর্প!

মেফিস্তো [স্বগত] **ঃ**

কেমন তোমায় ধরছি চেপে ব্যথা যেথায় তথা!

ফাউস্ত ঃ

রে দুষ্ট উন্মত্ত শয়তান,
ত্যাজ এই স্থান!
মোর এই অর্ধক্ষিপ্ত চিত্তের সমুখে,
লবেনা সে সুন্দরীর প্রিয় নাম মুখে,
জাগাবেনা পিপাসা আমার,
সুমধুর তনু তরে তার।

মেফিস্তো

সে যে ভাবছে সটকে পড়লে! এই কথাই সে বলে,
ব্যাপারটি যে দেখছি-ও তাই প্রায় যে হতে চলে!

ফাউস্ত ঃ

চিরদিন রহি আমি নিকটে তাহার,
থাকি না যেখানে আমি, যত দূরে আর। ৪২০০
তাকে আমি কভু নাহি পারি ভুলিবারে,
কভু নাহি পারি হারাবারে।
অন্য কিবা কব,
খৃষ্টমূর্তি যদি করে স্পর্শ তার মধুর অধর,
হিংসা জাগে তবু কি প্রখর!

মেফিস্তো ঃ

এমন ব্যাপার? বন্ধু তোমায় আমিই করি হিংসা,
গোলাপ রঙের ডালিম দুটি জাগায় কী রিরংসা!

ফাউস্ত ঃ

ঘৃণ্য দূত! দূর হও!

মেফিস্তো ঃ

বকছ তুমি? উথলে উঠছে হাসিই আমার বুকের।
যে ভগবান করেন বিধান প্রেমিক-প্রেমিকাদের,
বোঝেন তো বেশ পুণ্যমিলন ঘটিয়ে দিতে তাদের!
চলুন এখন, মামুন এ তো বড়ই ক্ষোভের ব্যাপার,
কর্তা এখন না থেকে সেই কক্ষটিতে পিয়ার,
এমন ভীষণ কবরমাঝে করেন জীবন কাবার!

ফাউস্ত [অতিশয় উত্তেজিত] :

ত্রিদিবের কিবা সুখ বাহুতে তাহার !
সুকোমল বক্ষে তার মোরে তপ্ত করা
কি নিবিড় পুলক তাহাতে!
চাহে যে নিয়ত তাই পরান আমার !
মোর সেই সর্বনাশা ক্ষুধা হতে বাঁচাতে তাহাকে,
হই নাই হেথা পলাতক ? ৪২২০
হই নাই গৃহহীন, হই নাই হেন অমানুষ
বিশ্রাম-উদ্দেশ্যহীন ?
হয়ে যেন তৃষাতুর সলিলপ্রপাত,
ছুটি নাই অদ্রি হতে অদ্রিতে অপর
তুরন্ত ঝঞ্ঝায়, অবিরল অধঃপাতে ?
আর পার্শ্বে মোর,
সরল মানস লয়ে শিশুর মতন
ছিল যে বালিকা তার ক্ষুদ্র গৃহটিতে
গৃহকার্যে নিত্য রত আল্প্সের সে ক্ষুদ্র প্রাঙ্গনে,
ক্ষুদ্র তার সংসারেতে,
অভিশপ্ত আমি, তৃপ্ত নাহি হয়ে যত
পর্বত উখাড়ি আর করি চুরমার,
করিব কি অবশেষে
সে বালার সর্বশান্তি সর্বসুখ নাশ ?
হে নরক, প্রয়োজন ছিল তব এমনি বলির ?
তবে তাই হ'ক !
রে পাপিষ্ঠ শয়তান ! হও সহায়ক,
কর এই যন্ত্রণার শীঘ্র অবসান,

অবশ্য ঘটিবে যাহা ঘটুক এখুনি !
হউক নিয়তি তার চূর্ণ মোর সাথে, ৪২৪০
মোর সাথে সেও যাক নিয়ে অধঃপাতে !

মেফিস্তো :

টগ্‌বগিয়ে ফুটল পিরিত, উঠল জ্বলে আবার,
ওরে পাগল ! চল এখন, জুড়াও হিয়া পিয়ার।
সামনে সোজা পথটি খোলা একবার নাহি পেয়ে,
বসলে ভেবে শেষ বুঝি তার অমনি গেল হয়ে।
সাহস করে এগিয়ে যে যায় সেই তো হল ধন্য,
শয়তান হতে এখন তুমি নওতো কিছু অন্য,
আর সন্দেহে শয়তান যদি পেছোয় কোনো কাজে,
তার চেয়ে আর খারাপ ব্যাপার নাই দুনিয়ার মাঝে !

পঞ্চদশ দৃশ্য

গ্রেটশেনের কক্ষ

[মার্গারেত একাকিনী, গান গেয়ে চরকায় সুতা কাটছে]

মার্গারেত :

[গান]

শান্তি আমার বিদায় নিল,
হৃদয় হল ভার,
শান্তি আমার ফিরবে না তো,
ফিরবে না তো আর !

যেথায় সে নাই সবই সেথা
কবর মনে হয়,
সর্বজগৎ সেথায় যেন
তিক্ত হয়ে রয় !

বেদনকাতর আমার মন
পাগল হল প্রায়,
উদাস মনের ভাবনাগুলি
টুকরো হয়ে যায় ।

৪২৬০

শান্তি আমার বিদায় নিল,
হৃদয় হল ভার,
শান্তি আমার ফিরবে না তো,
ফিরবে না তো আর!

বাইরে তাকাই জানলা দিয়ে
দেখব তাকে তাই,
তাহার মিলন পাবার তরে
ঘরকে ছেড়ে যাই।

তাহার চলন কী যে শোভন,
সুঠাম দেহ তার,
মুখের মধুর মৃদুল হাসি
মোহন দিঠি আর,
সুধার মতন কথায় যাদু
কতই বা না খেলে,
পুলক হাতের পরশ পেলে,
হরষ চুমা খেলে!

শান্তি আমার বিদায় নিল,
হৃদয় হল ভার,
শান্তি আমার ফিরবে না তো, ৪২৮০
ফিরবে না তো আর।

হৃদয় আমার তাহারে চায়,
তাহার পানে ধায়,
হায়রে তাকেই পেতাম যদি
ধরতে এ-হিয়ায়,
পারতেম দিতে তাকেই চুমা
যেমন হৃদি চায়,
ডুবিয়ে দিতাম চুমাতে তার
জীবনচেতনায় !

ষোড়শ দৃশ্য

মার্থের বাগান

[ফাউস্ত ও মার্গারেত]

মার্গারেত :

প্রিয় মোরে, বলিবে কি ?

ফাউস্ত :

পারি তো নিশ্চয়।

মার্গারেত :

কহ মোরে কিবা ভাবো ধর্মের বিষয় ?
জানি প্রিয়, তুমি হও অতি শিষ্ট জন,
কিন্তু ধর্মে নাহি দাও মন !

ফাউস্ত :

ছাড় প্রিয়ে কথা এই,
ভালবাসি জানো আমি শুধু তোমাকেই,
আর যাকে ভালবাসি তার তরে প্রাণ দিতে পারি,
বিশ্বাস ধরম তার কভু কেহ নাহি লবে কাড়ি।

মার্গারেত :

যথেষ্ট ইহা তো নয়,
তাহাতে বিশ্বাস অবশ্য রাখিতে হয়।

ফাউস্ত :

অবশ্য রাখিতে হয় ?

মার্গারেত :

হায় যদি পারিতাম কিছু করিবারে, ৪৩০০

ফিরাতে পারিত যাহা তোমার চিন্তারে।

মানো না যে বাইবেলে!

ফাউস্ত :

করি তা সম্মান।

মার্গারেত :

কিন্তু নহ তার প্রতি কিছু ভক্তিমান।

গির্জায় প্রার্থনা কিংবা পাপের স্বীকারে

যাও নাই দীর্ঘকাল পুণ্য লভিবারে,

মানো ভগবান ?

ফাউস্ত :

বল এ সাহস কার,

ভগবান মানি কহিবার ?

জিজ্ঞাসা যাহাকে কর সুপণ্ডিত কিংবা পুরোহিতে,

তোমার প্রশ্নের শুধু উপহাস পাইবে শুনিতে।

মার্গারেত :

তাহলে মানো না।

ফাউস্ত :

সুন্দরি! আমারে তুমি ভুল বুঝিও না।

কার আছে অধিকার

নাম ধরে তাঁকে ডাকিবার ?

অঙ্গীকার কে করিবে,

ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে তার ?

কিংবা কহ কার আছে হেন অনুভূতি
যে করে ঈশ্বরে অস্বীকার ?
সর্বধর, সর্বাশ্রয় করেনি ধারণ ৪৩২০
করেনা গ্রহণ
তোমাকে আমাকে আপনারে ?
মাথার উপরে হের ঐ চারিধারে
রয়েছে খিলানাকারে নভ অচঞ্চল,
পদতলে স্থির ধরাতল,
তারা ঝলমল
ওঠে না কি চিরকাল হাসিয়া গগনে ?
দেখিনা তোমাকে রাখি নয়ন নয়নে ?
মস্তকে, হৃদয়ে তব করে না প্রবেশ
এই সব সৃষ্টির আবেশ ?
আর চির আবরণে চিররহস্যের
ভাসে নাকি সর্বধারে তব জীবনের
অদৃশ্য অথবা দৃষ্ট সর্ব চরাচর ?
যবে তব সুবিশাল হৃদয় অন্তর
পূর্ণ করি দেয় এ সকল,
সর্ব অনুভূতি তব হলে তাহে আনন্দচঞ্চল,
কর সেই মহানন্দে কোনো নাম দান,
যাহা কিছু চাহে তব প্রাণ,
সৌভাগ্য, হৃদয়, প্রেম কিংবা ভগবান,
কিছু নাহি এসে যায়,
মোর প্রাণ কোনো নাম খুঁজে নাহি পায়,
আছে মোর শুধুমাত্র অনুভূতি তার,

নাম হল শুধু ধ্বনি, শুধু ধোঁয়া আর,
স্বর্গের জ্যোতিকে রাখে করি অন্ধকার। ৪৩৪৪*

মার্গারেত :

এ কথা তো বড় ভাল, বড়ই সুন্দর,
কিছুটা এমনি কহে পুরোহিতও মোর,
শুধু তাঁর ভাষা ভিন্ন হয়—

ফাউস্ত :

সর্বস্থানে সকল হৃদয়,
স্বর্গালোকস্নাত এই বিপুল ধরায়,
কহে এই এককথা আপন ভাষায়,
আমি কেন কহিব না আপন কথায় ?

মার্গারেত :

মনে হয় মন্দ নয় শুনে এ-সকল,
কিন্তু এ তো সকলি বিফল,
মানো না যে খৃষ্টধর্মে !

ফাউস্ত :

কহ এ কি কথা ?

মার্গারেত :

দীর্ঘকাল হতে পাই কি দারুণ ব্যথা,
দেখি যবে কার সাথে কর বিচরণ !

ফাউস্ত :

কে সে জন ?

মার্গারেত :

নিত্য সহচর তব হয়েছে যে জন !
ঘৃণা করি ওকে আমি সর্বান্তঃকরণে,

ভীষণ আনন ওর দেখিলে নয়নে, ৪৩৬০
ব্যথা পায় নিদারুণ আমার হৃদয়।

ফাউস্ত :

প্রিয়তমে! ক'রো না উহাকে এত ভয়!

মার্গারেত :

ও আসিলে কাছে, রক্ত মোর দ্রুত বয়!
কারো প্রতি নহি আমি কভু তো নির্দয়,
কিন্তু তবু,
যখনি ব্যাকুল হয় আমার হৃদয়
দেখিতে তোমাকে,
সাথে সাথে জাগে প্রাণে কি দারুণ ভয়!
ভাবি ও তো রবে তব সাথে।
মনে হয় ও তো দুষ্ট অতি দুরাচার!
ভগবান ক্ষম দোষ,
করে থাকি ওর প্রতি যদি অবিচার।

ফাউস্ত :

অদ্ভুত অনেক জীব রবে এ-ধরায়।

মার্গারেত :

চাহিনা থাকিতে আমি ওর ত্রিসীমায়।
ও আসিলে খুলি দরজায়,
মনে হয় যাহা দেখে তাহাকেই উপহাস করে
অর্ধরোষভরে।
নাহি যে দরদ ওর কোনো কিছু 'পরে,
সকলে তা অনুভব করে!

ক্ষমতা নাহিকো ওর কোনো প্রাণী ভালবাসিবার, ৪৩৮০
সে কথা লিখিত যেন কপালে উহার।
তোমার বাহুতে পাই আনন্দ অপার,
বাধাহীন উষ্ণ প্রেমে ভ'রে যায় আমার হৃদয়,
ও এলে নিকটে সে সময়,
হৃদয়দুয়ার মোর বন্ধ হয়ে যায়!

ফাউস্ত:

এতই সংশয় তব?

মার্গারেত:

হয়ে যাই এত অসহায়,
মনে হয় নাহি ভালবাসিবা তোমায়!
ও থাকিলে নাহি পারি করিতে প্রার্থনা,
হৃদয়ের মাঝে তায় হয় কি যন্ত্রণা!
ও হাইনরিস! তোমারো এমনি হয়?

ফাউস্ত:

বিতৃষ্ণ উহার প্রতি তুমি অতিশয়।

মার্গারেত:

ঘরে যাই এইবার!

ফাউস্ত:

একি কভু ঘটিবে না প্রিয়া,
বক্ষে মোর তোমারে ধরিয়া,
কিছুকাল নিভৃতে, শান্তিতে,
পুলকিত চিতে,
দূর করি সর্ব ব্যবধান,

ফাউস্ত ঃ

এ কি কভু ঘটিবে না প্রিয়া,
বক্ষে মোর তোমাকে ধরিয়া,

করি মোরা শুধু দুই প্রাণ
হৃদয়ে হৃদয় দান, পরানে পরান ? 4400

মার্গারেত :

ওগো প্রিয়, একা গৃহে করিলে শয়ন,
দিতাম দুয়ার খুলি, আজি রাতে আসিতে যখন !
কিন্তু গৃহে রাত্রিকালে মোর জননীর
নিদ্রা নহে সুগভীর ।
গভীর নিশীথে যদি আমাদের দেখেন্ জননী
একসাথে, মৃত্যু মোর হবে যে তখনি !

ফাউস্ত :

প্রিয়তমে ! প্রয়োজন নাহি কিছু এমনি ভয়ের,
লহ এ-ঔষধ, শুধু তিন ফোঁটা এর,
গোপনে মিলায়ে দিও সাথে তাঁর কোনো পানীয়ের !
সুগভীর নিদ্রা হবে রাত্রিতে তাঁহার ।

মার্গারেত :

সকলি করিতে পারি তোমা তরে হে প্রিয় আমার,
কিন্তু কহ সুনিশ্চিত,
এ-ঔষধে ক্ষতি কিছু হবেনা মাতার ?

তা না হলে পারিতাম প্রিয়ে,
তোমাকে বলিতে, কর এর ব্যবহার ?

মার্গারেত :

প্রিয়তম !
তোমা পরে আঁখিপাত শুধু যদি করি একবার,

প্রাণের ভিতরে মোর না জানি কি হয়,
তোমারি ইচ্ছার বশ হয়ে যায় সমস্ত হৃদয়।
তোমার সুখের তরে,
করেছি যা কিছু তুমি কহিয়াছ মোরে,
বাকি কিবা আছে আর করিবার কহ এর পরে ?

[প্রস্থান]

[মেফিস্তোফেলিসের প্রবেশ]

মেফিস্তো :

আ মর্ নেকী ! সটকালো কি ?

ফাউস্ত :

শুনলে সবই লুকিয়ে ?

মেফিস্তো :

তা তো বটেই, প্রতি কথাই শুনলাম আমি খুঁটিয়ে,
ডক্টর মশায় ! খুব পরীক্ষা দিলেন এখন চুটিয়ে,
করছি আশা, ফলটি খাসা হবে পরান জুড়িয়ে,
ছুঁড়ী তো চায় ধর্মভীরু প্রাচীন প্রথার নাগরটি
কারণ সে জন নরম হয়ে হবে পোষা বানরটি !

ফাউস্ত :

ওগো ভয়ংকর !
এও নাহি বোঝ তুমি, ওগো অমানুষ !
ও কোমলা বালা মোরে কত ভালবাসে,
ধর্ম ওর প্রাণ তাই আছে ওর প্রবল বিশ্বাস,
ধর্মহীন সুখী নাহি হয়,
আর যবে দেখে আমি ধর্মহীন যাই অধঃপাতে,
কী বেদনা বাজে ওর প্রাণে ?

মেফিস্তো :

ওগো কামুক, ছুঁড়ির নাগর, তুমি পিরিতপাগল,
নাকে তোমার দড়ি বেঁধে তাই ও ঘোরায় কেবল !

ফাউস্ত :

অগ্নি আর কলুষের গর্ভস্রাব তুমি।

মেফিস্তো :

ছুকরী যেন দেহ-জ্যোতিষ কতই ভাল বোঝেন,
তাই আমাকে দেখলে উনি শিউরে কেমন ওঠেন,
মুখোসে মোর দৈববাণীর লিখিত কথা পড়েন,
এর পেছনে লুকিয়ে দানো, হয়তো বা তা দৈত্য,
হয়তো বা তা শয়তান স্বয়ং ! আঁতকে ওঠেন নিত্য !
তা, ভালই তো ! কী—আজ রাতে ?

ফাউস্ত :

তোমার কি কও তাতে ?

মেফিস্তো :

আমার যে গো পুলক জাগে এমন ব্যাপারটাতে !

সপ্তদশ দৃশ্য

ঝরণার ধারে

[দুই তরুণী, মার্গারেত (গ্রেট্‌শেন্) ও এলিসাবেত (লিস্‌শেন্) জলের কলসী কাঁখে]

লিস্‌শেন্ ঃ

শুনলিনে লো, "বার্বেলশেনের" কীর্তি ভালমত ?

গ্রেট্‌শেন্ ঃ

না তো ! আমি লোকের মাঝে যাইনে এখন তত ।

লিস্‌শেন্ ঃ

সত্যি যে লো ! "সিবিলে" আজ বললে আমায় নিজে,
মাথাটি ওঁর এক্কেবারে ঘুরেই গেছে কী যে !
এইতো ওনার আভিজাত্য !

গ্রেট্‌শেন্ ঃ

হল কি তার এমন ?

লিস্‌শেন্ ঃ

গন্ধ ওলো, পচা গন্ধ ! খায় ও অন্ন যখন,
পেটের ভেতর আর একটিও খায় যে সেটি তখন !

গ্রেট্‌শেন্ ঃ

ও—মা !

লিস্‌শন্ ঃ

শেষটাতে ওর ঠিক হয়েছে ! এতটি কাল ধরে,
ছোঁড়ার সাথে মরল কী সব কেলেঙ্কারী করে !
তার সাথে যে সর্বখানে হাত ধরে ওর যাওয়া,
গাঁয়ের মেলায়, নাচ-আঙিনায় আগেই হাজির হওয়া, ৪৪৬০

ছোঁড়া যে ওর মন যোগাতো গিলিয়ে মদ আর প্যাটী,
রূপের আবার গুমর কত, সাজ কি পরিপাটী!
লজ্জার মাথা খেয়ে কিন্তু ছোকরা যা সব দিত,
লোভে অধীর হয়ে সে সব হ্যাংলার মত নিত!
সকল সময় সোহাগ করণ, চুমু খাওয়া কেবল,
এখন হল? ফুল হারাল, মারল পাপে ছোবল!

গ্রেট্‌শেন্‌ঃ

আঃ, বেচারী!

লিস্‌শেন্‌ঃ

ওকে আবার দরদ দেখাস অমন?
আমরা রাতে ঘরের ভেতর চরকা কাটি যখন,
মা আমাদের বাইরে যেতে দেয়না কোথাও তখন,
উনি তখন প্রিয়ের কাছে হাজির হতেন কেমন!
দোরের পাশে কিংবা বেঞ্চে আঁধার গলির ভেতর,
ঘণ্টার পরে ঘণ্টা কাটান হারিয়ে ঘড়ির খবর।
শেষটায় হল! এখন ওকে মাথাটি হেঁট করে,
গির্জাতে পস্তাতে হবে পাপীর ছালা প'রে!

গ্রেট্‌শেন্‌ঃ

লোকটা ওকে বিয়ে করে তুলবে ঠিকই ঘরে।

লিস্‌শেন্‌ঃ

না—লো! সে তো নয়কো বোকা, সে যে বড়ই ইয়ার!
এই শহরে আরো কয়েক পিয়া আছে ওনার।
আর সে তো আজ দিল চম্পট!

গ্রেট্‌শেন্‌ঃ

এ-কাজ তো নয় ভালো! ৪৪৮০

লিস্‌শেন্‌ ঃ

পেলেও তাকে হবে ছুঁড়ীর মুখটি আরো কালো !
ছেলেরা সব বিয়ের কনের মালা কেড়ে নেবে,
মেয়েরা সব দুয়ারে ওর কাঁটা ছুঁড়ে দেবে ।

[প্রস্থান]

গ্রেট্‌শেন্‌ [কলসী কাঁখে একাকিনী যেতে যেতে] ঃ

আগে আমি গর্বভরে করিতাম কত তিরস্কার,
হেন অপরাধ পেলে অভাগিনী কোনো বালিকার !
দেখিলে পরের পাপ
ছুটিত কথার স্রোত দিতে তাকে তীব্র মনস্তাপ ।
তবু তো হত না তাহা প্রচুর তেমন !
মোর কাছে কী কালো তা লাগিত তখন !
কালো তো এখনো লাগে,
নহে তো তেমন, যেমন লাগিত আগে !
ভাবিতাম কত উচ্চ আমি
যীশুকে প্রণমি !
এখন মজিনু নিজে সেই পাপে হায় !
কিন্তু যাহা ঘটাল ইহায়,
ভগবান, তুমি জানো,
ছিল তাহা বড়ই সুন্দর,
বড় প্রিয়, ও গো তা যে বড় মনোহর !

মার্গারেত ঃ

বুঝবে কে আর তনুর আমার
যন্ত্রণা কী প্রতি অস্থিমাঝে,

অষ্টাদশ দৃশ্য

দুর্গপ্রাচীরে কুলুঙ্গিতে "মেরি"-মূর্তি

[মার্গারেত তার সামনে পুষ্পপাত্রে তাজা ফুল দিতে দিতে কাতর নিবেদন করছে]

আঃ! তাকাও আমার দিকে!
ব্যথাকাতর জননী গো! ৪৫০০
বোঝ আমার হৃদয়ব্যথাটিকে।

তলোয়ারের খোঁচার বেদন
হাজার রকম নিয়ে তোমার বুকে,
দেখো তোমার পুত্রটিকে,
দেখো তাহার মৃত্যুকাতর মুখে।
তাকাও পরমপিতার দিকে,
পাঠাও দীর্ঘশ্বাস যে কী বেদনের,
এই নিদারুণ ব্যথার তরে,
তোমার এবং মৃত্যুকাতর ছেলের।

বুঝবে কে আর তনুর আমার
যন্ত্রণা কী প্রতি অস্থি মাঝে,
রিক্ত হৃদয় এই যে সভয়,
ব্যথায় কাতর কতই দারুণ তা যে!
কী যে ইহার ভয়ের কাঁপন
আর গো ইহার কাতর ভিক্ষা যে-সব,
বুঝবে ধরায় আর কেহ নয়,
কেবল তুমি, কেবল তুমি সে-সব!

যেথায় আমি যাইনা কেন,
কী বেদনা, কী বেদনা ওরে,
বেদনে মোর হৃদয় ভাঙে, ৪৫২০
বেদনে মোর পরান যে যায় ভ'রে।
আর যখনি হইরে একা,
অশ্রু ঝরে, অশ্রু ঝরে কী রে,
অশ্রুতে মোর চক্ষু ভাসে,
টুকরো করে দেয় যে বক্ষটিরে।

জানালাতে মোর ফুলের টবে
তোমার তরে তুলতে এ ফুলগুলি,
গেলাম যখন আজ সকালে
অশ্রুধারা ছুটল বাঁধন খুলি,
টবটি ফুলের ভিজল কতই
নিতে এ ফুল তোমার তরে তুলি!

আজ সকালে রাঙা রবির
আলো প্রবেশ করলে ঘরে যখন,
শয্যাতে মোর বসে ছিলাম,
ছিলাম চরম দুঃখে আমার মগন!
কলঙ্ক আর মৃত্যু হতে
বাঁচাও মাগো তোমার মেয়েটিকে!
আঃ! তাকাও আমার দিকে।
ব্যথাকাতর জননী গো,
বোঝ আমার হৃদয়ব্যথাটিকে!

ঊনবিংশ দৃশ্য

রাত্রিকাল

[মার্গারেতের বাড়ির সদর দরজার সামনে রাস্তায়]

ভ্যালেন্টিন [সৈনিক, মার্গারেতের ভ্রাতা] :

মগুপানের মজলিসে বসি কত না,
যেখানে সকলে গর্ব করিবে আপনা,
অনেকে প্রিয়ার স্বরূপের খ্যাতি গাহিয়া
শুনালে আমাকে, পূর্ণপাত্র তুলিয়া,
পানের রভসে কক্ষ ভরিয়া উঠিলে,
আমি তো ঈষৎ হাসিয়া শ্মশ্রু মুছিয়া,
এ-সব দর্প শান্ত পরানে শুনিয়া,
পূর্ণপাত্র তুলি কহিতাম, "হবে বা,
যে যেমন চাহ হয়তো তেমন পাবে বা,
কিন্তু আমার স্নেহের গ্রেতেল্* যেটি রে,
তাহার সমান নারী কি এ-দেশে পাবি রে ?
কে দিবে তাহার ফিতাটি জুতার খুলিয়া ?"
অমনি অনেকে পূর্ণপাত্র তুলিয়া
মোর পাত্রের সহিত পাত্র ঠেকায়ে,
এ-কথা সত্য, দিত তা উচ্চে জানায়ে !
অনেকে আবার পাত্র তুলিয়া বলিত,
"নারীর রত্ন, তুলনা তাহার নাহি তো !"
প্রিয়ার রূপের সুখ্যাতি যারা করিত,
নীরব হইয়া আপন আসনে রহিত।

---

* অর্থাৎ মার্গারেত। জার্মাণ ভাষায় মার্গারেতের প্রিয় সম্বোধন।

কিন্তু রে আজ! ক্রোধে কেশ উৎপাটিয়া ৪৫৬০
চাহি তো মরিতে মস্তক দ্বারে ঠুকিয়া!
প্রতি দুষ্ট যে মোর প্রতি চাহি হাসিবে,
উচ্চনাসায় ভগিনী-নিন্দা করিবে,
প্রতি গঞ্জনে ঘর্ম দেহের ছুটিবে,
অপরাধী হেন সকলি মানিতে হইবে!
উহাদের মাথা কর্তিত করি চাহি তো,
এ-কথা মিথ্যা কহিতে যে নাহি পারি তো!

আসিছে হেথায় চুপি চুপি ঐ কেবা এ?
ভুল যদি নাহি করে থাকি আমি এই সে!
উহাকে এবার মারিব আছাড় তুলিয়া,
প্রাণ লয়ে আর নাহি যাবে এ তো ফিরিয়া!

[দেওয়ালের আড়ালে লুকিয়ে ওত পেতে রইল। এমন সময়ে ফাউস্ত ও মেফিস্তোফেলিসের প্রবেশ]

ফাউস্ত [মার্গারেতের জানালার সম্মুখে]:

গির্জ্জার ঐ বাতায়ন 'পরে চিরন্তনের
বর্তিকা জ্বলে, চারিদিকে আর ঐ আলোকের
জ্যোতি হয়ে যায় ক্ষীণ অতি ক্ষীণ ওরি চারিধার,
অবশেষে রয় ঘেরি বর্তিকা শুধুই আঁধার!
হৃদয় আমার রাত্রিতে হয় তেমনি প্রকার।

মেফিস্তো:

চিত্ত আমার চাহে যেন হতে ছোট্ট বিড়াল,
গুটি গুটি পায়ে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে ছাদের দেয়াল,

যায় ধীরে ধীরে, বাড়ির ভিতরে চুরি করিবারে,
একটু চৌর্য, কিছু কামুকতা, ভাল বলি তারে।
তাইতো এখনি অঙ্গেতে সারা এসেছে আবেশ,
ভালপুর্গিস্ রজনীর নেশা করিছে প্রবেশ,
পরশু সে রাত, কেন রাত জাগা জানে সবে বেশ। ৪৫৮০

ফাউস্ত ঃ

আসিছে কি ঐ প্রেয়সী আমার শয্যা ছাড়িয়া?
দেখিনু যে তার বর্তিকা ঐ উঠিল জ্বলিয়া!

মেফিস্তো ঃ

সুখটি তোমার হবে তো এখুনি তুলিয়া ধরার,
এই কেটলিটি তব প্রেয়সীর সমুখে এবার।
সম্প্রতি আমি যত্নেতে ভরি মধ্যেতে এর,
"লোবেনটালের" স্বর্ণমোহর ভারি ওজনের।

ফাউস্ত ঃ

কিন্তু ইহাতে অলংকার বা আংটি কি নাই,
যা দিয়ে আমার প্রাণের প্রিয়াকে এখুনি সাজাই?

মেফিস্তো ঃ

দেখিলাম বটে গহনাও আছে ইহার ভিতর,
মনে হল সেটি মুক্তার হার অতি সুন্দর।

ফাউস্ত ঃ

তাই খুব ভাল, প্রাণে মোর লাগে দুঃখ অপার,
দেখিতে প্রিয়াকে রিক্ত হস্তে বিনা উপহার।

মেফিস্তো ঃ

মূল্য না দিয়ে সুখসম্ভোগে যে বেদনা হয়,
ভুঞ্জিতে তাহা হবে না তোমাকে কোনও সময়।

কিন্তু আজিকে অম্বর ভরি তারা হাসে তাই,
সুচারু কলার সুন্দর গান তোমাকে শুনাই !
সংগীত এই উচ্চ নীতির, শুনে ও-বালার,
চিত্ত ভাসিবে, নিশ্চয় জানি, খুশিতে অপার।

[গিটারযন্ত্র বাজিয়ে মেফিস্তোফেলিসের গান]

প্রিয়ের দ্বারে করছ বা কি—
ও কুমারী কেতে, ৪৬০০
এমন ভোরেতে ?
ছাড় এ-কাজ, ছাড় এ-কাজ
করছ কি গো কেতে
এমন ভোরেতে ?

ও কুমারী সে তোমাকে
ঢুকিয়ে নিলে ঘরে,
কুমারীটি থেকেই তুমি
ঢুকবে তো তার দোরে,
কুমারী যে থাকবে না আর
বাহির হলে পরে।
ও কুমারী, সে তোমাকে
ঢুকিয়ে নিলে ঘরে।

হও হুসিয়ার! নয়তো তোমার
কেড়েই সকল কিছু
করবে বিদায়, বালিকা হায়,
পস্তাবে তো পিছু,

পড়লে প্রেমে রাখবে দূরে
মন চুরি যে করে,
বিয়ের আংটি পরবে আগে
পিরিত করবে পরে। ৪৬২০
প্রিয়ের দ্বারে করছ বা কি
ও কুমারী কেতে,
এমন ভোরেতে!

ভ্যালেন্টিন [গোপন স্থান হতে বার হয়ে] :

কোন মেয়েটির সর্বনাশটি করবে পাজি শুয়ার ?
হতচ্ছাড়া ইঁদুরখেগো, ঘোরাও মাথা কাহার ?
চুলোয় যাক তো বাদ্যটি তোর, তার পরেতে বাদ্য
বাজায় যে জন করব তারও ভাল রকম শ্রাদ্ধ।

[মেফিস্তোফেলিসের গিটার ছিনিয়ে নিয়ে সেটিকে ভেঙ্গে ফেলা]

মেফিস্তো :

গিটারটি তো গেলোই ভেঙ্গে হলাম তাতে নাচার।

ভ্যালেন্টিন :

ভাঙব এবার পটাস্ করে একটি খুলি মাথার।

[ভ্যালেন্টিন কর্তৃক তলোয়ার হাতে ফাউস্তকে আক্রমণ]

মেফিস্তো [ফাউস্তের প্রতি :

সটকিও না ডক্টরমশায়, লড়ুন ক'ষে এখন,
থাকুন আমার পাশেই এবং করুন কহি যেমন,
করুন বাহির তরবারি মারুন জোরে বাড়ি,
পাশেই থেকে আমিই হব তোমার রক্ষাকারি।

ভ্যালেন্টিন :

বাঁচাও ওকে !

[তলোয়ার ওঠানো]

মেফিস্তো :

তাতো বটেই !

ভ্যালেন্টিন :

দেখিয়ে দেব মজাই !

মেফিস্তো :

বেশ তো, বেশ তো !

ভ্যালেন্টিন :

শয়তান সাথে করছি কি এ লড়াই ?

একি কাণ্ড ! হাত যে আমার হয়ে গেল অবশ !

মেফিস্তো [ফাউস্তকে] **:**

মারো বাড়ি । ৪৬৪০

[ফাউস্ত কর্তৃক ভ্যালেন্টিনকে তলোয়ারের আঘাত]

ভ্যালেন্টিন :

হা ভগবান !

[পতন]

মেফিস্তো :

দুষ্ট হল বিবশ !

সটকে পড়তে হবে মোদের চম্পট দিয়ে এবার,

নয়তো চরম গণ্ডগোলটি করবে মোদের নাচার !

পুলিশকে তো বাগিয়ে নেব, জানি তাদের রকম,

কিন্তু ডরি ফৌজদারি আদালতটি বিষম !

[ফাউস্ত ও মেফিস্তোফেলিসের বেগে পলায়ন]

মার্থে [ঘরের জানালা খুলে] **:**

বাব্‌ হ! বাব্‌ হ!

মার্গারেত [ঘরের জানালা খুলে] **:**

আলো, আলো, আনো তাড়াতাড়ি!

মার্থে : [ওপর থেকে] **:**

চলছে হেথায় রক্তারক্তি, তলোয়ারের বাড়ি!

কয়েকজন লোক :

মানুষ যে ঐ মরছে হোথায়!

মার্থে [বাড়ির বাইরে এসে] **:**

খুনীরা সব কোথায়?

মার্গারেত [বাড়ির বার হয়ে] **:**

হোথায় কে গো?

ভ্যালেন্টিন :

তোমার মাতার পুত্র আমি হেথায়!

মার্গারেত :

হা ভগবান! একি হল? কী যন্ত্রণা আমার?

ভ্যালেন্টিন :

মরছি আমি, সহজ কথা, মরব শীঘ্র এবার।
নারীরা সব চেঁচামেচি করিস কি যে বৃথাই,
শুনতে আমার শেষের কথা আয় এখানে সবাই।

[সকলে নিকটে এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াল]

মার্গারেত! তোর বয়স কাঁচা বুদ্ধিটি-ও তেমন,
ইষ্ট আপন না বুঝে তাই নষ্ট করিস জীবন,
সেই কারণে দেই তোকে এই পরামর্শ গোপন, ৪৬৬০
গণিকা তুই হলিই যখন হ' তা ভাল মতন!

মার্গারেত :

হায় ভগবান! কঠিন বচন কইলে আমায় এমন ?

ভ্যালেন্‌টিন :

এ-সব কাজে ভগবানে ডাকবি নে নাম ধরে,
পারবি নে তো বদলাতে আর ফেললি যাহা করে।
এ কাজের ফল সবার যা হয় তোরও হবে তেমন,
একের সাথে গোপনপিরিত করলি বটে এখন,
এমনি করে ডজনখানেক যেই হবে তোর নাগর,
চাইবে তখন চাকতে তোকে সমস্ত এ-শহর।

কলঙ্ক এর প্রথম যখন করবে জন্মগ্রহণ,
লুকিয়ে প্রসব করতে সেটি করবি প্রয়াস তখন,
চাইবি তাকে রাত আঁধারে করতে প্রতিপালন,
হয়তো চাইবি জীবন তাহার করতে অপহরণ!
তবু সেটি রইলে বেঁচে বড়ই যদি হয়,
দিনের আলোয় বার হতে তার নাইকো রবে ভয়,
সেই কারণে হবে না সে এতোটুকু ভালো,
যতই কেন হ'কনা তাহার মুখটা বিশ্রী কালো,
ততই সেটি চাইবে পেতে দিনের প্রখর আলো।

তাইতো দেখছি আসছে সময় যখন সকল লোকে,
খারাপ রোগের মড়ার মতন রাখবে দূরে তোকে,
আর যদি কেউ দৃষ্টি ফেলে তোর ও পাপের চোখে, ৪৬৮০
বক্ষ ও তোর সর্ব শরীর উঠবে কেঁপে ডরে।

সমাজে আর হবিনে বার সোনার হারটি প'রে,
কিংবা গির্জায় যাবিনে আর উপাসনার তরে,
কিংবা ভাল সাজটি প'রে পারবি নে আর যেতে,
সবাই যেথায় নাচতে যাবে মনের সুখে মেতে।

গলিঘুঁজির অন্ধকারে লুকিয়ে সদাই রবি,
কুষ্ঠরোগী, ভিখারীদের সহবাসী হবি,
ভগবানের ক্ষমাটুকু হয়তো শেষে পাবি,
ধরার বুকে অভিশপ্ত থেকেই সদা যাবি।

মার্থে ঃ

মরণকালে ভগবানের নামটী কর স্মরণ,
পাপের বোঝা বাড়াও কেন গালি দিয়ে অমন ?

ভ

ওরে কুটনী লজ্জাবিহীন আয় না হেথায় সরি,
তোর ও পাপের বিকট দেহ দুহাত দিয়ে ধরি,
ঘাড় ভেঙে তোর এমন পাপের প্রায়শ্চিত্ত সারি !

মার্গারেত ঃ

ভাই গো !
নরকের এ যন্ত্রণা আর সইতে নাহি পারি !

ভ্যালেন্টিন ঃ

কান্নাকাটি করবিনে আর করছি তোকে মানা,
সতীত্ব তোর হারিয়ে বুকে দিলি ছোরার হানা,
এখন আমি অভয় প্রাণে বীর সেনারই মতন,
মৃত্যু লভি ভগবানের নিকট করি গমন।

[মৃত্যু]

বিংশ দৃশ্য

গির্জা

[গির্জার ভিতর বহু উপাসকের সমাবেশ। গম্ভীর অর্গ্যান বাদ্যের সহিত সমবেতসংগীত হচ্ছে। মার্গারেত প্রার্থনা করছে, পিছনে রুষ্ট আত্মা। জার্মান ভাষায় মার্গারেতের প্রিয় সম্বোধন, গ্রেট্‌শেন্‌ বা গ্রেতেল্‌]

রুষ্ট আত্মা ঃ

গ্রেট্‌শেন্‌!
কী সুন্দর ছিল তা তখন,
আসিতে যখন
এই পুণ্যস্থানে লয়ে পাপশূন্য মন!
আর বালভক্তসম প্রার্থনা পড়িতে
ব্যবহারজীর্ণ তব ও-পুস্তিকাটিতে!
আর আজ?
কী দারুণ চিন্তাভার মস্তকে তোমার!
হৃদয়ের মাঝে কিবা পাপের সম্ভার!
যাচিছ কি জননীর মঙ্গল আত্মার,
বিষ দিয়ে যাঁরে পাঠালে জীবনপারে, ৪৭১১*
দীর্ঘকাল তরে কী যন্ত্রণা ভুগিবারে? ৪৭১২*
কার রক্ত আজ
হয়েছে জমাট কালো তোমার দুয়ারে?
নিম্নতলে তব হৃদয়ের
হয়না কি মুকুলিত কলেবর নব জীবনের?
হৃদয় তোমার কাঁপে না কি তারি তরে?
শোনো না কি আগমনী দেহের ভিতরে?

গ্রেট্শেন্ঃ

কী বেদনা! কী বেদনা!
দুরন্ত ভাবনা এই বিদূরিত কেমনে বা হয়,
অনুসরে যাহা মোরে সর্বদিকে সকল সময়? ৪৭২০

সমবেতগান ঃ

রোষের দিবস আসিবে নামিয়া যবে,
এই যুগ আর কোথায় তখন রবে?
ধূলিতে বিলীন হবে!

দুষ্ট আত্মা ঃ

রুদ্ররোষ তোমাকে গ্রাসিছে,
দুন্দুভি বাজিছে আর কবর কাঁপিছে,
কাঁপিছে তোমার হিয়া,
ভূমি হতে উঠি তুমি অগ্নিমাঝে গিয়া
মরিবে যে চিরকাল জ্বলিয়া পুড়িয়া!

গ্রেট্শেন্ঃ

দূরে সরে যেতে যদি পারিতাম হায়!
মনে হয় এ অর্গ্যান রুদ্ধশ্বাস করিছে আমায়,
এ-সংগীতে এ-হৃদয় অতি গভীরেতে
দ্রবীভূত হয়ে বুঝি যায়!

সমবেতগান ঃ

বসিবেন ধর্মরাজ বিচারের সিংহাসনে যবে,
কিছু না গোপন রবে,
প্রতি ক্রিয়াটির সঠিক বিচার হবে।

গ্রেট্‌শেন্‌ঃ

স্থান নাই, স্থান নাই !

প্রাচীর গ্রাসিছে মোরে কোথায় পলাই,

গুম্বজ আসিছে নামি কোথা বায়ু পাই,

বায়ু !——বায়ু আমি চাই !

রুষ্ট আত্মা ঃ

প্রাণ তব পাপ তব চাহে লুকাবারে ?

কলঙ্ক ও পাপ কেহ লুকাতে না পারে।

চাহ বায়ু, চাহ আলো ?

অভাগিনী বালিকা লো !

সমবেতগান ঃ

পাপী আমি কি কব তখন ?

কে আমার পক্ষ তবে করিবে গ্রহণ ?

কী বিচার হবে মোর, হবে তা কেমন ?

রুষ্ট আত্মা ঃ

তোমা প্রতি হইয়া বিমুখ

পাপমুক্ত শুদ্ধ-আত্মা চলি যাবে ফিরাইয়া মুখ,

হস্তে তব হস্ত দিতে ভয় হবে শুদ্ধ ব্যক্তিদের,

কী বেদনা এর !

সমবেতগান ঃ

পাপী আমি, বাক্য মুখে না সরিবে আর !

মার্গারেত ঃ

পাশের মহিলা ওগো ! শিশিটি তোমার—

[মূর্চ্ছিতা]

একবিংশ দৃশ্য

ভাল্‌পুর্গিস রজনী

হার্তস্‌ পর্বত, শির্কে ও এলেণ্ড্‌ অঞ্চল

[এই দৃশ্যের ঘটনা ১লা মে তারিখের। ইহার রূপক ও বিপ্লবী বার্তা বোঝা প্রয়োজন। টীকা দেখ।]

[ফাউস্ত ও মেফিস্তোফেলিস্‌]

মেফিস্তো :

চাইছ না কি একটি ঝাঁটা চড়ে যাবার তরে ?
আমি তো চাই তাগড়া ম্যাড়া চলতে সেটায় চড়ে।
লক্ষ্য দূরে, অনেক ঘুরে, হাঁটলে এ-পথ ধরে।

ফাউস্ত :

শরীর তাজা আর তা সোজা রইলে পায়ের 'পরে,
গেঁঠে লাঠি এই যে এটি প্রচুর আমার তরে।
রাস্তাটাকে ছোট্ট করে লাভটা কি আর বল ?
উপত্যকায় গোলকধাঁধায় ধীরে ধীরে চল।
এমনি করে উঠব ধীরে শৈলশিখর 'পরে,
যেখান হতে অনন্তকাল ঝরণা সকল ঝরে, 8৭৬০
পুলক যাহার নিহিত পাহাড়পথের থরে থরে ॥
বসন্তবায় ভূর্জশাখায় লাগায় দোলা কেমন,
এমনকি ও ঝাউগাছের-ও জাগায় সুখের চেতন,
আর আমাদের শরীরমনের জাগছে না কি হরষ ?

মেফিস্তো :

সত্যি হেথায় পাই বা কোথায় এমন সুখের পরশ ?
আমার কেমন অঙ্গে এখন লাগছে শীতের কাঁপন,

রাস্তা বাঁকা তুষার ঢাকা হলেই হত শোভন।
আলোকহারা উঠল রাঙা খণ্ডশশী এখন,
বিলম্বে ওর হয়তো বা জোর ফুটবে কিছু আলো,
কিন্তু এখন যায় না তেমন রাস্তা দেখা ভাল,
অঙ্গে মোদের গাছপাথরের ধাক্কা কেবল লাগে,
একটু সবুর, আলেয়াকে আনছি ধরে আগে।
ঐ যে একটি! জ্বলছে যেটি কেমন পরান ভ'রে,
ওগো সখা! শুনছ কথা? আসবে হেথায় সরে?
কেন হোথায় অমন বৃথায় যাও যে জ্বলে পুড়ে,
এস হেথায়, দেখাও আমায় পথটি দয়া করে।

আলেয়া :

হয়তো পারব ভক্তিভরে কাজটা অমন করতে,
হালকা আমার স্বভাবটারও লাগাম টেনে ধরতে,
কিন্তু চলব এঁকেবেঁকে, রেওয়াজ সেটি মোদের।

মেফিস্তো :

আরে! এ চায় করতে নকল দুষ্ট মনুষ্যদের,
চলবি সোজা স্মরণ করে শয়তানেরে এখন,
নয়তো দেব সাবাড় করে তোর আলোকের জীবন!

আলেয়া :

ওরে বাপরে! বুঝনু বটে, মশায় কর্তা হেথায়,
করব পালন হুকুম যেমন মশায় দেবেন আমায়;
আজকে আবার সারা পাহাড় যাদুর আবেশ-ভরা,
পথ দেখাবার কাজটি আবার আলেয়ার হয় করা,
একটু আধটু দোষত্রুটি তাই চলবে না তো ধরা!

ফাউস্ত, মেফিস্তোফেলিস্ ও আলেয়া ঃ

[একজনের পর একজনের গান]

যাদুর প্রভায় স্বপনদেশে,
এলেম এবার হয় যে মনে,
ও আলেয়া ! সঠিক পথের
নির্দেশ কহ এই ভ্রমণে,
ত্বরায় যাতে পার হয়ে যাই
এই যে বিশাল শূন্য বনে ।

ঐ দেখ না গাছের পরে
গাছ দাঁড়িয়ে, যাই পেরিয়ে,
ঐ দেখ না শৈলশিখর
রয় দাঁড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে,
পাহাড়ের ঐ লম্বা নাসা,
ডাকছে কেমন হুস্ হুসিয়ে !

উথলে পাথর শ্যামল ভূমি 8৮০।
ছুটছে নীচে ঝরণা, নদী,
শুনছি মুখর গানের লহর,
আর বেদনের প্রণয়গীতি,
এই কি রে সুর স্বর্গালোকের,
পূর্ণ আশায়, পূর্ণপ্রীতি ?
প্রতিধ্বনি আনছে কতই
আগের কালের কথার স্মৃতি !

উহু, শুহু, ডাকছে কাছেই,
হুতোম পেঁচা, টিটির ডাকে,
দুরন্ত বাজ উচ্চে হাঁকে,
সবাই কি গো এখন জাগে ?

মোটা পেটে লম্বা ঠ্যাঙে,
গিরগিটি ঐ ঘুরছে ঝোপে,
গাছের শিকড় সাপের মতন
আসছে তেড়ে ধরতে চেপে,
বালুর ওপর, শিলার ওপর,
জড়িয়ে পাকিয়ে ঐ কদাকার,
ওদের গায়ের দুষ্টব্রণের
ভিতর হতে সুতো হাজার
ভয় দেখাতে পথিকদের ৪৮২০
চলছে তেড়ে তাদের দিকে !

আর দেখ না ইঁদুর সকল
হাজার রঙের ঐ ওদিকে,
শেওলা টপকে, ডিঙিয়ে ঝোপঝাড়,
যায় ছুটে সব সারে সারে,
জোনাকিরা ঘেঁষাঘেঁষি,
দলে দলে, চারিধারে,
জ্বলছে, নিবছে, ধাঁধিয়ে কেমন
দেয় যে আলোক পথের ধারে।

কিন্তু কওতো, আমরা এখন,
রই দাঁড়িয়ে কিংবা এগুই ?
ঘুরছে কেবল, ভেঙায় যে মুখ
পাহাড় গাছ ও সকল কিছুই,
হয় যে মনে, আলেয়ার দল,
যায়তো বেড়েই, জ্বলছে শুধুই !

মেফিস্তো :
খুঁট ধরে মোর কোটের দেখ মাঝের পাহাড় হোথায়,
অবাক হয়ে দেখ জ্বলে স্বর্ণ আপন আভায়।

ফাউস্ত :
কি অপূর্ব জ্বলছে সোনা মাটির ভিতর দিয়ে,
প্রভাত-অরুণ-রঙে রঙীন ক্ষীণ আভাটি নিয়ে,
ঐ নীচেতে পাতাল পথে যায় তা মিলাইয়ে। ৪৮৪০
ঐ যে ওঠে বাষ্প জলের, হোথায় জমে ঘন,
জলের ধোঁয়ার ছাউনি ভেদি জ্বলে বিশাল ধন,
হাজার হাজার সুতা সোনার মিহিন হয়ে চলে,
কোথাও আবার ঝরণা-আকার উজল হয়ে জ্বলে,
উপত্যকার বক্ষে বিশাল লক্ষ ধারায় ঘোরে,
এই কোণেতে অনেক ইহার বিরল আকার ধরে,
আর অদূরে আলোকঝলক সোনার বালুর 'পরে,
ঐ দেখ আর উপরদিকে, ব্যাপি সারা শিখর,
সোনার পাহাড় দেয়াল তাহার জ্বলছে কতই প্রখর !

মেফিস্তো :
আলোকমালায় উজল শোভায় সাজায়নি কি কুবের, ৪৮৫০*
এই আজিকার দিনে মেলার প্রাসাদখানি নিজের ?

বরাত ভাল দেখলে আলো, গন্ধ পাই যে কেমন,
লোভে উতল অতিথিদল আসবে ছুটে এখন।

বায়ু বেয়ে বায়ুর বধূ ঝড় এসেছে বেগে,
বারে বারে কাঁধের 'পরে আঘাত করে রেগে!

মেফিস্তো:

প্রাচীন গিরির পাঁজর চেপে ধর ভাল করে,
নইলে শরীর গর্তে গভীর উড়িয়ে ফেলবে ঝড়ে!
ঘোর কুহেলী রাত আঁধারে করলে কেমন ঘন,
শুনছ উঠল ফাটার ধ্বনি কাঁপিয়ে সকল বন?
পেচক ভয়ে ত্রস্ত হয়ে এধার ওধার ছুটে, ৪৮৬০
চির হরিৎ এই প্রাসাদের স্তম্ভগুলি টুটে,
হাঁকছে, ভাঙছে মড়মড়িয়ে বৃক্ষশাখা কেবল,
গর্জে গুরু মহীরুহের কাণ্ডগুলি প্রবল,
চেঁচায়, গোঙায় উপড়ে পড়া গাছের শিকড় সকল,
গাছেতে গাছ আছড়ে পড়ে উঠছে স্বনন ভীষণ,
লণ্ডভণ্ড সমস্ত বন ডুকরে করে রোদন,
চূর্ণ-শৈলশিখরপাথর ঝঞ্ঝা ঝন্‌ঝনিয়ে
আসছে বেগে প্রলয় রবে সব কিছু চূর্ণিয়ে!
শুনছ কি আর স্বর ধ্বনিল অদ্রিশিখর 'পরে?
শুনছ এ স্বর চতুর্দিকে গিরির সকল স্তরে?
নিকটে ও দূরে শোনো কেমন প্রকম্পনে,
রুষ্ট স্বরে যাদুর গীতি উঠছে ক্ষণে ক্ষণে!

[বহু নারীর মিলিত গান উচ্চ হতে উচ্চতর হয়ে উঠল]

ডাইনীর দল [মিলিত গান] ঃ

আমরা ডাইনী "ব্রকেন" গিরির উপর চলি সবে,
শুকনা তৃণ হলুদবরণ, বীজ তার হরিৎ হবে,
অনেক লোকের বৃহৎ সে ভিড় উঠবে জমে সেথায়,
হবেন তাদের কর্তা মোদের হের্ "উরিয়ান" মশায়। ৪৮৭৭*
শিলার পরে মোদের এমন লাঠি হাতে চলায়,
ফট্—ফট্ ডাইনী ছোটায়! গন্ধ ছোটায় মেড়ায়।

ধ্বনি ঃ

"বাওবো" বুড়ি আসছে একাই ছুটে, ৪৮৮০*
শাবকওয়ালা শোরের পিঠে উঠে।

ডাইনীর দল [মিলিত স্বর] ঃ

ঠিক! ঠিক! খাতির কর খাতির যাঁহার আছে,
"বাওবো" গিন্নী চলুন আগে আমরা চলব পাছে।
শুয়ারটি ওঁর তাগড়া জবর, ছানা আছে সেটার,
পেছন পেছন চলব মোরা ডাইনী হাজার হাজার।

ধ্বনি

কোন পথ ধরে এলে তুমি?

ধ্বনি :

ইল্‌সেনষ্টাইন হয়ে,
দেখনু সেথায় আপন বাসায় পেচক বসে ভয়ে,
চোখ দুটি তার খুলল আঁতকে!

ধ্বনি

কোন্ চুলোয় চাও যেতে?
তাই যে চল এতই জোরে? যাওগে নরকেতে!

ধ্বনি :

মাগি আমায় মারলে জোরে,
দেখই না কি রক্ত ঝরে !

ডাইনীর দল [মিলিত স্বর] :

রাস্তা চওড়া, রাস্তা লম্বা আর,
কী প্রচণ্ড ভিড় হয়েছে বার,
মারছে ঝাঁটা, যাচ্ছে কাঁটা ফুটে,
মরছে শিশু, গর্ভ যাচ্ছে টুটে।

ডাকদের কর্তা ও অর্ধেক দল ডাক [মিলিত স্বর] :

আস্তে চলি, চলে যেমন শামুক আপন বাড়ি,
এগিয়ে যেতে দিয়েছি যে মাগীদেরই সারি,
শয়তানেরি বাড়ির দিকে চলতে তাড়াতাড়ি ৪৯০০
এগিয়ে থেকে হাজার পা যে ছুটবে যত নারী।

অপর অর্ধেক দল ডাক [মিলিত স্বর] :

কিন্তু তাতে ব্যস্ত হতে আমরা নাহি পারি,
হাজার পা-ই এগিয়ে থেকে ছুটুক না সব নারী,
ছুটুক না আর যতই জোরে ছুটতে তারা পারে,
পুরুষ শুধু লাফটি মেরে আসবে তাদের ধারে।

[এই স্থান হতে সকলে, ফাউস্ত ও মেফিস্তোফেলিস্ সমেত উড়তে আরম্ভ করলে]

ধ্বনি [উপর হতে] :

সঙ্গে এস, সঙ্গে এস, ফেল্‌সেনের হ্রদ ছেড়ে।

ধ্বনি [নিম্ন হতে] :

তোদের সাথে চাইতো যেতে উপর দিকে উড়ে,
কিন্তু মোরা শুদ্ধ রহি কেবলি স্নান করে,
যার ফলেতে নিষ্ফল মোরা চিরদিনের তরে।

ডাকিনী ও ডাকের দল [মিলিত স্বর] ঃ

বাতাস হল স্তব্ধ, তারা ছুটছে চারিধারে,
কলঙ্কে চাঁদ লুকায় নিজের মলিন বদনটারে,
যাদুর বিশাল বাহিনী এই মত্ত হয়ে পানে,
হাজার হাজার অগ্নিকণা ছড়ায় সকল স্থানে !

ধ্বনি [নিম্ন হতে] ঃ

দাঁড়াও, দাঁড়াও !

ধ্বনি [উপর হতে] ঃ

ডাকছ কে গো পাহাড়ের ফাঁকটাতে ?

ধ্বনি [নিম্ন হতে] ঃ

লও আমাকে, লও আমাকে তোমাদেরই সাথে,
তিনশ বছর করছি প্রয়াস উপর দিকে যেতে,
পারলেম না তো উঠতে গিরির শিখর উপরেতে,
আমার শ্রেণীর লোকের সঙ্গ চাই যে এখন পেতে !

ডাইনী ও ডাকের দল [মিলিত স্বর] ঃ

ঝাঁটায় চড়ে উড়ছে সবাই, উড়ছে লাঠির 'পরে,
কাঁটায় চড়ে উড়ছে কতই, মেড়ার ওপর চড়ে, ৪৯২০
আজও যে জন পারবেনাকো উড়তে এই উপরে,
হারিয়ে যাবে সে জন যে রে চিরদিনের তরে !

আধা ডাইনী [নিম্ন হতে] ঃ

গুটি গুটি চলছি আমি সুদীর্ঘ কাল ঘুরে,
অপর সকল গেছে চলে এগিয়ে অনেক দূরে,
চাইনা থাকতে বাসায় আপন শান্তি নেইকো সেথায়,
বাইরে এসে হচ্ছে আমার শান্তিলাভ বা কোথায় ?

ডাইনীর দল [মিলিত স্বর] ঃ

মাথো মালিশ, পাবে ডাইনীর সাহস করার মেজাজ,
আজকের দিনে যে কোনো ভাঁড় হবে উড়োজাহাজ,
ছেঁড়া তেনায় সেই জাহাজের পারবেও পাল জুততে,
আজ না উড়লে আর কোনো দিন পারবে না তো উড়তে।

ডাইনী ও ডাকের দল [মিলিত স্বর] ঃ

শিখর 'পরে উঠলে উড়ে নামব ভূমির 'পরে,
তখন মোরা ছড়িয়ে যাব সকল ঝোপ ঝাপড়ে,
হাজার হাজার ডাইনী-ডাকের চলবে লীলা তোড়ে।

[সকলে পাহাড়ের মেলায় পৌঁছে মাটিতে নামল]

মেফিস্তো [ভিড়ের ঠেসাঠেসিতে] ঃ

ঘেঁষাঘেঁষি, ধাক্কাধাক্কি
খট্‌খটানি, খস্‌খসানি,
ঘোরে ফেরে, টানে ছেঁড়ে,
বক্‌বকানি, হুস্‌হুসানি,
কতই আলো, কী সব ফোটে,
কী যে গন্ধ, কী সব জ্বলে,
সত্যিকারের ডাইনীঝাঁকের
ডাইনীকাণ্ড সকল স্থলে।
ধর আমায় ভাল করে নইলে পড়বে ছটকে,
কোথায় তুমি ?

ফাউস্ত [ভিড়ে, দূর হতে] ঃ

এই যে হেথায়।

মেফিস্তো :

ঐ দূরে রও আটকে ?
কাজেই আমায় কর্তাগিরি করতে হল এবার।

[উচ্চৈঃস্বরে জনতার প্রতি]

রাজার ছেলে "ফোলাণ্ড" এল, রাস্তা ছাড় তাহার, ৪৯৪৯*
আমার প্রিয় লোক সকলে রাস্তা ছাড় মোরে !

[ভিড় সরে গেল, ফাউস্তকে]

এস ডক্টর ! চল এখন আমার শরীর ধরে,
একসাথ হয়ে এই ভিড় হতে যাই মোরা তো সরে,
আমাকেও মত্ত ভিড়ের চাপ নাজেহাল করে !
ঐ অদূরে জ্বলছে বিশাল উজল মশাল কেমন,
চল হোথায় ওর কিনারায় ঝোপটি হবে বিজন।

[উভয়ে সেই ঝোপে প্রবেশ করলে]

ফাউস্ত :

বিরুদ্ধতার মূর্তি তুমি ! চলুক লীলা তোমার !
লও আমাকে চালিয়ে যেমন চাইছ তুমি এবার।
ভাবছি এটি হল তোমার কাজ কি বিবেচনার,
ভাল্‌পুর্গিসের মেলায় এসে "ব্রকেন" পাহাড় চড়ে,
এলাম এমন স্থানে বিজন ভিড় হতে সব সরে। ৪৯৬০

মেফিস্তো :

ঐ দেখ না, আলোর মালা হাজার রকম রঙের,
মিলন হেথায় হয়েছে যে হাজার রকম লোকের,
বিজন কোণে নির্জনতা হয় না এমন স্থানে

ফাউস্ত ঃ

চাই যেতে ঐ উপরপানে,
ঐ যেখানে আগুন জ্বলে ধূম পাকিয়ে ওঠে,
শয়তানেরি নিকট যেতে লোক যত সব ছোটে,
মীমাংসিত হয় যে হোথায় প্রশ্ন অনেক প্রকার।

মেফিস্তো ঃ

জন্ম-ও পায় নূতন নূতন সমস্যা সব আবার!
বৃহৎ ধরার হল্লা হতে রইব মোরা সরে,
বিজন এমন ঝোপেই এখন রইব আরাম করে।
জানো তো সেই প্রাচীন কালের প্রবাদ মোদের আছে,
ক্ষুদ্র জগৎ তৈরি কর বৃহৎ জগৎ মাঝে।
দেখ, দেখ তরুণীদের নাইকো বস্ত্র অঙ্গে,
প্রৌঢ়ারা আর বস্ত্রে ঢাকে অঙ্গ কতই রঙ্গে,
মোর খাতিরে সঙ্গে ওদের আলাপ করবে চল,
সুখটি পাবে বড়ই তাতে কষ্ট কি আর বল?
আবার শোনো উঠল বেজে নানান রকম বাদ্য,
অসহ্য রব, কিন্তু ক্রমেই সহ্য হতে বাধ্য!
এখন চল অনিবার্য কার্য করি সাধন, ৪৯৮০
তোমার সাথে মেলাই ওদের, নতুন প্রেমের বাঁধন!
বন্ধু আমার এই মেলাকে লওতো এখন দেখে,
কী এ বিশাল! ছোট্ট তো আর বলবেনাকো একে!
জ্বলছে কেমন সারে সারে মশাল হাজার হাজার,
মানুষ নাচে, গল্প করে, ফুর্তি নানান প্রকার,
রান্না করে, মদ করে পান, *প্রেমনিবেদন* করে,
এমন মেলা কোথায় পাবে এই দুনিয়ার 'পরে?

আলাপ আমার করিয়ে দিতে সঙ্গে সকলের,
ধরবে মূর্তি ভেল্কিবাজের কিংবা শয়তানের ?

মেফিস্তো :

রীতি আমার অচিন থেকেই চলা সকল স্তরে,
কিন্তু এমন মহোৎসবে পদক সবাই পরে,
মোজার ফিতার পদকে মোর হয়না পরিচয়,
ঘোড়ার খুরের পায়েই আমার খাতির হেথায় হয়।
ঐ যে শামুক বুকে হেঁটে আসছে এদিকে,
ঘুরিয়ে নরম মুখটি জানায়, চিনল আমি কে !
চেষ্টা করে পারব না তো রাখতে আমায় গোপন ;
মশাল হতে ভিন মশালে করব মোরা গমন,
আমি হব কোটনা তোমার, প্রেমিক তুমিই হবে।

[কয়েকজন প্রবীণের প্রতি—তাঁরা জ্বলন্ত কয়লার চারধারে বসে আগুন পোহাচ্ছেন।]

করেন কি এ প্রান্তে বসে প্রবীণ মানুষ সবে ?
মিশুন গিয়ে ভিড়ের ভিতর একটু সাহস করে,
উছল যেথায় যৌবন আর হরষ গগন ভ'রে, ৫০০০
একলা এমন থাকেন তো সব সদাই আপন ঘরে।

সেনাপতি :

ভরসা রাখা যায় কি মশায় সাধারণের 'পরে ?
যতই কেন হিতসাধন করুন তাদের তরে,
শেষটা তাদের করবে তো ঠিক শাসন বালকেরা,
তা তাঁরা হ'ন মহিলাগণ কিংবা পুরুষেরা।

মন্ত্রী :

উচিত পথে লোকরা এখন আর তো নাহি চলে,
প্রাচীন কালই ছিল ভাল আমার বিচার বলে।
পেতাম তখন অনেক খাতির সকল রকম লোকের,
সেটাই ছিল স্বর্ণযুগ, খাতির ছিল মোদের!

ভুঁইফোঁড় :

তাতো বটেই আমরা আবার বোকা ছিলাম কবে?
করলাম বটে অনেক রকম অনুচিত কাজ সবে,
কিন্তু যে আজ রসাতলে যায় সকলি চলে
শক্ত করে আমরা ধরে রাখতাম যে সকলে!

গ্রন্থকার :

কে আর এখন পড়বে এমন বইটি কষ্ট করে,
একটু বোধের তত্ত্ব লেখা রইল যার ভিতরে?
আর আধুনিক তরুণ যাঁরা তাঁদের মতন অমন,
নাক-উঁচু আর অহংকারী তরুণ ছিল কখন?

মেফিস্তো [হঠাৎ অতিশয় বৃদ্ধ দেখাল] **:**

এলাম এবার শেষেরই বার ডাইনী পাহাড় 'পরে,
সৃষ্টি এখন তৈরি হল শেষের দিনের তরে,
ভাণ্ড আমার শূন্য এবার যাই যে হয়ে নিঃস্ব, ৫০২০
লুপ্ত হয়ে শীঘ্র যাবে এই সুবিশাল বিশ্ব।

ফেরিওয়ালী ডাইনী :

যাবেন না কেউ পসরা মোর না দেখে এইখানে
সুযোগ এমন পাবেন না তো অপর কোনো স্থানে।
নজর দিয়ে দেখুন যা সব আছে এর ভিতরে,

অনেক রকম সওদা আছে দোকান আমার ভ'রে,
কিন্তু তবু একটিরও নেই জুড়ি জগৎ 'পরে।
এমন জিনিস নেইকো হেথায় করেনি যা ক্ষতি,
হয় দুনিয়ার, নয় মানুষের, ক্ষতি বিষম অতি!
এমন ছোরা নেইকো একটি খায়নি যেটি রক্ত,
নেইকো পাত্র যেটায় ভ'রে গরল তীব্র তপ্ত
গিলিয়ে লোককে করেনি কেউ নষ্ট সবল শরীর।
এমন গয়না নেইকো হেথায় যাহার দ্বারা সতীর
মন ভুলিয়ে করেনি কেউ সর্বনাশটি সাধন।
নেই তলোয়ার কাটেনি যা অনেক প্রিয় বাঁধন,
গুপ্ত আঘাত যার করেনি প্রতিদ্বন্দ্বী নিধন।

মেফিস্তো :

মুমে গিন্নী! এ-কাল কি চায় নাইকো জানো তাহা?
তাই যে কেবল শোনাও মোদের অতীতে হল যাহা!
হল যা সব, করলে যা সব, শোনাও কেন এ-সব?
নূতন যা সব, হবে যা সব, বল মোদের সে-সব,
নূতন কেবল চাইব মোরা নয় পুরাতন ও-সব। ৫০৪০

ফাউস্ত :

নিজকে হারিয়ে ফেলব না তো এমন স্থানে এসে?
এই মেলা যে বড়ই বৃহৎ মানতে হল শেষে!

মেফিস্তো :

সমস্ত ভিড় ঘুরপাক খেয়ে উপর দিকে চলে,
ভাবছ ঠেলছ ওদের, কিন্তু ওরাই ঠেলে বলে।

ফাউস্ত [সুকেশা নারীকে দেখে] :

ও আবার কে?

মেফিস্তো :

নজর দিয়ে দেখ ভাল রকম,

উনি হলেন, "লিলিথ" !

ফাউস্ত :

কে সে ?

মেফিস্তো :

আদামের স্ত্রী প্রথম।

হও হুঁশিয়ার সর্বনেশে কেশের কাছে ওনার,
মন ভোলাবার যন্ত্র ওনার, যেটি ওনার বাহার,
ওর যাদুতে যুবকহৃদয় কাড়েন উনি সদাই,
পড়লে ফাঁদে সহজে আর পায়না যুবক রেহাই !

ফাউস্ত :

ঐ এক নগ্না, সুন্দরী কি ! প্রৌঢ়া সঙ্গী ও তার,
প্রচণ্ড নাচ সাঙ্গ করে আরাম করেন এবার।

মেফিস্তো :

নাচের বিরাম নেইকো কোথাও চল ওদের ধরি,
নাচের পরে চলবে নাচই ! চল ত্বরা করি।

[ফাউস্ত দিকবসনা সুন্দরী তরুণীর সহিত ও মেফিস্তোফেলিস্ প্রৌঢ়ার সহিত নাচল]

ফাউস্ত [নাচতে, নাচতে] **:**

হয়েছিল আমার মধুর
আপেল গাছের স্বপন,
সেথায় শোভা পাচ্ছিল দুই ৫০৬০
আপেল বড়ই মোহন,
মোহিত হলাম আপেল দেখে
চড়নু গাছে তখন।

সুন্দরী [নাচতে, নাচতে] ঃ

স্বর্গে যখন করতে নিবাস,
চাইতে আপেল কেবল,
পরান আমার হচ্ছে এখন,
আনন্দে কী উতল,
মোর বাগানে আপেল ফলে,
সরস আপেল যুগল।

মেফিস্তো [নাচতে নাচতে] ঃ

স্বপ্নে দেখি বৃহৎ সে গাছ,
শুখনা ফাটা যেটি,
কিন্তু তাতে——
লাগল ভাল সেটি।

প্রৌঢ়া [নাচতে নাচতে] ঃ

খুরচরণের প্রেমিকে দেই
শ্রেষ্ঠ অভিবাদন,
রাখুন——————
——————যখন।

বাতিকগ্রস্ত ঃ

অভিশপ্ত লোকরা, এ-সব কাণ্ড কী যে তোদের, ৫০৭৮*
কতোটি বার করনু প্রমাণ ভূতের পা নেই নাচের,
তবু তোরাই নাচিস হেথাই মানুষ যেমন নাচে ?

সুন্দরী [ফাউস্তের সঙ্গে নাচতে, নাচতে] ঃ

মোদের নাচের আসরে ওঁর প্রয়োজন কি আছে ?

ফাউস্ত [সুন্দরীর সঙ্গে নাচতে নাচতে] ঃ

হায়রে হায় ! হাজির উনি সকলখানেই হবেন,
সবাই যখন নাচবে তখন খুঁতটি নাচের ধরেন,
ভাবেন উনি প্রতিটি ক্ষেপ উনিই কেবল বোঝেন,
ক্ষেপ কোনোটি না বোঝেন তো নেইকো সে ক্ষেপ বলেন,
এগিয়ে যদি চলি তবে বড়ই চটে ওঠেন,
কিন্তু যদি ঘুর্ণীপাকে ঘোরো সবাই মিলে,
যেমন উনি ঘুরে থাকেন আপন প্রাচীন মিল্-এ,
তোমার নাচের প্রতিকূলে ওঁর কিছু না মিলে,
বিশেষ করে খাতির ওঁরে ভাল রকম দিলে ।

বাতিকগ্রস্ত ঃ

এখনো যে নাচিস তোরা ! এ যে অসম্ভব !
পালা না সব, বলছি হেঁকে, নেইকো তোরা সব !
শয়তানী চর ! মানিস না যে নিয়ম কিছুতেই,
বুদ্ধি মোদের প্রখর তবু আসবি "টেগেলে"ই !
অনেকবারতো খেদিয়ে দিলাম আসবি ঘুরে আবার,
শুদ্ধ হতে দিবি না কি ? করবি মোরে নাচার ?

সুন্দরী ঃ

থামুন মশায় ! না জ্বালিয়ে যান পালিয়ে এবার ।

বাতিকগ্রস্ত ঃ

বলছি ভূতের মুখের উপর তোদের দাপট সইব না,
তোদের নিয়ম আমার মনে ভাবতেও তো পারব না !
[কিন্তু নাচ পূর্বের মতনই চলছে দেখে]
সকল কথাই বিফল হল হচ্ছে যেন মনে !
তা হ'ক তবু সদাই বাহির হবই এদের সনে ।

জীবন আমার ফরসা হবার আগেই কোনো সময়ে,
মানবে আমার শাসন তো ঠিক শয়তান, কবি উভয়ে।

[প্রস্থান]

মেফিস্তো :

স্বভাব এনার ডোবায় এবার বসেন পেছন খুলে,
অমনি সেথায় থাকবে পাছায় কয়েকটি জেঁাক ঝুলে,
জেঁাকগুলি সব পুষ্ট হলে রক্ত গিলে ওনার,
ছুটবে ভূতের বাতিক তখন ঘুচবে ব্যাধি মাথার! ৫১০৬*

[ফাউস্তকে হঠাৎ নাচ ছেড়ে আসতে দেখে]

মেফিস্তো :

এ আবার কি? সুন্দরীটি ফেলে এলে কোথায়?
নাচের তালে গাইছিলো যে এমন মধুর গলায়?

ফাউস্ত :

বাপরে, দেখনু গাইতে গাইতে মুখের ভিতর হতে,
রাঙা রঙের ইঁদুর ভয়ের আসছে বাহির পথে!

মেফিস্তো :

বেশ তো তাতে হলই বা কি? কি তায় এসে যায়?
ধূসর বরন নয়তো ইঁদুর ভয়টা কি আর তায়?
প্রেমের যখন আসে মাতন কার এ পড়ে চোখে?

ফাউস্ত :

তারপর দেখি-

মেফিস্তো :

কি?

ফাউস্ত :

মেফিস্তো ! দেখছ দূরে ওকে ?
মলিনমুখী বালিকাটি ঐ যে সুন্দরীরে ?
একাকিনী জোড়পায়ে ও সরছে যেন ধীরে !
ও যে আমার সেই "মার্গারেত" নেই সন্দেহ মনে।

মেফিস্তো :

রাখো ও-সব। হয়না ভাল অমন দরশনে !
ও তো পুতুল, মূর্তি যাদুর, নাইকো যাহার জীবন,
দেখলে ওটি সকলকারই হবেই ক্ষতি ভীষণ !
চক্ষে নিথর ফেললে নজর রক্ত জমে যায়,
শরীর তোমার পাবে বিকার পাথরেরি প্রায়।
শুনেছো তো পুরাকালের কথা 'মেডুসের' ?

ফাউস্ত :

একথা ঠিক, চোখ দুটি ঠিক, মৃত মানুষের,
প্রিয়ের হাতের পরশ ওদের দেয়নি বন্ধ করে,
বুকটি-ও তাই 'গ্রেতেল্' যাহাই দিয়েছিল মোরে,
শরীর-ও তাই মধুর বড়ই, পেয়ে পেলাম শান্তি।

মেফিস্তো :

ও তো যাদু ! বাতুল, তোমার অল্পেতে হয় ভ্রান্তি,
নিকট সবার ধরবে ও তার আপন প্রিয়ের কান্তি।

ফাউস্ত :

জাগে আমার পুলক অপার, ব্যথা কিবা আর,
ঐ সে নয়ন যা হতে মন ফেরে না আমার,
অবাক ব্যাপার, মরালগ্রীবার ঐ যে অলংকার, ৫১৩৫
চওড়া উহার পিঠের ছোরার, লোহিতবরন হার।

মেফিস্তো :

কইলে ঠিকই ! আমিও তাই দেখতে এখন পাই,
ধরবে যা ওর বাহুর ভিতর ছিন্ন মাথাটাই,
"পের্সিউস" যা খাঁড়ার ঘায়ে হয়তো কেটে দেবে,
কিন্তু উতল রইবে কেবল ভ্রান্তিটিকেই ভেবে ?
দেখ, দেখ, ছোট্ট শৃঙ্গে হয় কি মজাটাই !
স্থানটি যেন "প্রাটের" হেন ! চল হোথায় যাই । ৫১৪২*
হবে হোথায় থিয়েটারই হচ্ছে মনে তাই ।

[জনৈক যুবককে]

হবে এখন কি গো হোথায় ?

থিয়েটারের যুবক :

নূতন নাটকটি,
সাত নাটকের ভিতর যেটি হবে সপ্তমটি ।
সাত রকমের দেওয়া হেথায় রেওয়াজ সব সময়,
নাট্যলেখক অপেশাদার লেখক মহাশয়,
অপেশাদার নট সকলে করবে অভিনয়,
করুন ক্ষমা এখন আমায় যেতে হবে হোথায়,
যবনিকা টানতে যে হয় অপেশাদার আমায় ।

মেফিস্তো :

হলাম খুশী, তোদের দেখি "বক্" পাহাড়ে আজ,
মানায় বটে হেথায় তোদের ক্ষেপার মতন কাজ ।

দ্বাবিংশ দৃশ্য

ভালপুর্গিস রজনীর স্বপ্ন বা ওবেরন ও টিটানিয়ার বিবাহের সুবর্ণজয়ন্তী।

গর্ভাভিনয়

নটাধ্যক্ষ :

মিডিং-তনয়, আমরা এখন লই সকলে ছুটি,
ধূসর পাহাড়, নামাল ভূমি, দৃশ্য হবে দুটি!

ঘোষক :

পঞ্চাশোর্ধে হয় বিবাহের সুবর্ণজয়ন্তী,
হয় প্রিয় সেই স্বর্ণ, হলে ঝগড়াঝাঁটির শান্তি!

ওবেরন :

ভূত সকলে নিকট হলে হও এখানে হাজির,
রাজারাণীর সোনার বিয়ে জানায় প্রণয় গভীর!

পুক্ :

পুক্ এসেছে নাচের তালে পা দুটি তার ঠুকে,
পেছন পেছন আসছে কতই নাচবে সবাই সুখে।

সুর :

স্বর্গেরি সব বিমল সুরে গাইব যে গান কত,
শুনবে সে গান সুন্দর লোক বাজে লোক-ও যত।

ওবেরন :

স্বামী-স্ত্রীতে মনের সুখে থাকতে যদি চাও,
তফাৎ থাকো, মোদের দেখে এইটি শিখে নাও।

টিটানিয়া :

খামখেয়ালী গিন্নী দিলে চটিয়ে কর্তাটিকে,
স্বামীকে লও উত্তর দিকে, স্ত্রীকে দক্ষিণ দিকে।

ঐক্যতানবাদ্যের নায়ক :

মাছির মুখ ও মশার শুঁড় আর সাথীরা সব তাদের,
ঝোপের ব্যাঙ ও ঘাসের ফড়িং এ-সব বাদক মোদের।

বাদক (একক) :

গ্যাখো আমার ব্যাগপাইপটি সাবানের এ ফেনা,
"মোজানাকের" লরেলপ্পা সবার হবে শোনা।

উদীয়মান কবি :

মাকড়ের পা, ভেকের পেট আর ছোট্ট ডানার জন্ত
হয়তো হয়না, তবু ইহার কাব্য লিখব কিন্তু।

ছোট্ট কবিযুগল :

ছোট্ট পায়ে মস্ত লাফে গন্ধ ধোঁয়ার ভিতর,
উড়তে গিয়ে আছড়ে পড়ি হয়না যাওয়া উপর।

অনুসন্ধিৎসু ভ্রাম্যমান :

এ-সব হ'ল মুখোসবাজি চক্ষে যা সব দেখি,
দেব ওবেরন এলেন হেথায় স্বপ্ন হল সে কি ?

গোঁড়া :

নেইকো খুর-পা, নেইকো লেজ-ও শয়তান হল সে-ও ?
যেমন অলীক গ্রীসের দেবরা তেমনি অলীক এও !

উত্তরদেশের কবি :

আজকে যা সব আঁকছি সে সব শুধুই ভাসা ভাসা,
ইটালিতে শিগগির যাব তাই তো করি আশা।

গোঁড়া নীতিবিদ :

কী যে বরাত এলেম হেথায়, চলছে কী ব্যভিচার,
এত ডাইনীর মধ্যে মাত্র দুইটি মাখে পাউডার !

তরুণী ডাইনী :

সেমিজ পরে পাউডার্ মেখে ঢাকবে শরীর বুড়ী,
আমি নগ্না, ডবকা শরীর দেখাই মেড়ায় চড়ি ।

গিন্নী :

সুশীল আমি তোর সাথে কি ঝগড়া করতে পারি,
কিন্তু জানি, পচবে শরীর তোর, যুবতী নারী ।

ঐক্যতান-বাদ্য-নায়ক :

মাছির মুখ আর মশার শুঁড় রে, দেখতে যাসনে নগ্না,
ঝোপের ব্যাঙ আর ঘাসের ফড়িং বাজা সঠিক বাজনা ।

বায়ু-নির্দশক [একদিকে চেয়ে] **:**

আহা এরা কতই সুশীল বিয়ের কনে এ-সব,
পাত্র এদের কতই উজল যুবক সকল ও-সব ।

বায়ু-নির্দশক [উল্টাদিকে চেয়ে] **:**

এ-সব আপদ ভূমির ভিতর নাইকো পোঁতা হলে,
আমিই যাব ক্ষিপ্র পদে নরকধামে চলে ।

ক্সেনিয়েন :

ছোট্ট কাঁচি ধারাল অতি লয়ে কীটরা হাজির,
শয়তান পিতা, তাঁহারে দেই উচিতমতন খাতির ।

হেনিংগ্স :

দেখছ কেমন জোট বেঁধে সব ব্যঙ্গ আমায় করে ?
বলবে আবার চায়না অহিত, ভালবাসে মোরে ।

মুসাগেট্ [বা অ্যাপোলো] **ঃ**

সুন্দরী সব ডাইনীরা মোর কেড়ে নিল হৃদয়,
ব্যাণ্ড বাজানোর চেয়ে হেথায় কাটছে ভাল সময় !

সে ডেঁভা বা যুগপ্রতিভা ঃ

সাধু সঙ্গ মঙ্গল আনে, এস-সঙ্গে আমার,
জার্মান 'পার্নাস' যেমন চওড়া তেমনি "ব্লকের" পাহাড় ।

অনুসন্ধিৎসু ভ্রাম্যমান ঃ

আড়ষ্টটির নামটি কি কও, গর্বভরে চলেন,
সকল খানেই জেসুইটের গন্ধ কেবল শোঁকেন ?

সারস [বকধার্মিক] **ঃ**

স্বচ্ছ জল ও ঘোলা জলে যায়তো মৎস্য ধরা,
তাইতো দেখ শয়তান সাথে চলেন ধার্মিকরা !

ধরার তনয় ঃ

তা তো বটেই, ধার্মিকেরা সকল গাড়ীই চড়েন,
এমন কি এ "ব্লক" পাহাড়ে আশ্রম কত গড়েন !

নূতন নাচিয়ের দল ঃ

আসছে নূতন নর্তকের দল শুনছি দূরেই বাজনা,
কিন্তু এ তো পাখীর ঝগড়া নেইকো কিছুই ভাবনা।

নৃত্যপরিচালক ঃ

উচ্চে সবাই ছুড়বে দুপাই যে-জন যেমন পারে,
মোটা লাফায়, ব্যাঁকা ডিঙায়, দেখবে না নাচটারে ।

বেহালাবাদক ঃ

ব্যাগ্ পাইপেরি বাদ্য শুনে দুষ্ট রহে ক্ষান্ত,
অর্ফিউসের বাঁশী যেমন রাখে পশু শান্ত।

গোঁড়া ঃ

চেঁচাক না সব, টলব না তো, করব না তো বিচার,
শয়তান আছে নইলে এত তুষ্ট হত কি আর ?

আদর্শবাদী ঃ

কল্পনা সব করছে আমার মনটা কেবল দখল,
এ সব যদি সত্য হত যেতাম হয়ে পাগল।

বস্তুতান্ত্রিক ঃ

ব্যাপার এদের করছে মোদের বিরক্ত যে বিষম,
তাইতো আমার পায়ের তলে ভূমি টলে প্রথম !

অতিপ্রাকৃতবাদী ঃ

সুখেই দেখি এই মেলাটি কারণ বুঝি আঁচে,
দুষ্ট যখন এতই আছে, শিষ্টও ঠিক আছে।

সন্দেহবাদী ঃ

আলোক দেখে ছুটছে সবাই বস্তু পাবার আশায়,
'শয়তান' ও 'সন্দেহ' মিলে, স্থানটি আমার হেথায়।

ঐক্যতান-বাদ্য-নায়ক ঃ

ঝোপের ব্যাঙ ও ঘাসের ফড়িং মর্ অপেশাদার,
মাছির মুখ ও মশার শুঁড় রে তোরাই বাজনদার।

চতুর ঃ

আমরা কেবল ফুর্তি করি, ভাবনা কিছুই নাই,
পা আমাদের চলছে না আর মাথায় হাঁটি তাই।

অসহায় ঃ

এককালে ভোগ করনু অনেক খোদায় মারলে মোদের,
খালি পায়ে চলছি এখন ছিঁড়ল জুতো নাচের।

আলেয়া :

জলা হতে এলাম মোরা, জন্ম সেথায় মোদের,
চালক হলাম হেথায় এসে আলোক নিয়ে মনের।

উল্কা :

গগন ভেদি আগুন ছুটি লয়ে তারার আকার,
পড়নু শেষে ঘাসের ভেতর তুলবে আমায় কে আর ?

অতিকায়গণ :

সবদিকে দাও জায়গা, জায়গা,
ঘাস হয়ে যাও নীচু,
ভূতরা আসে, ভূতের-ও হয়
শরীর মস্ত কিছু।

পুক্

হাতীর বাচ্ছা ভোঁদার মতন আসিস নে সব হেথায়,
আজকের দিনে সবার চেয়ে সবল এ 'পুক্' মশায়।

সুর

এই প্রকৃতি কতই প্রেমে দিলেন মোদের পাখা,
আমার সঙ্গে গোলাপ শৃঙ্গে যাও উড়ে সব সখা।

[সকলের প্রস্থান]

ঐক্যতান-বাদ্য [একটি পিয়ানো] :

মেঘের ঝাঁক ও ঘোর কুহেলী হয় উপরে উজল,
নীরব কুঞ্জ, নীরব বংশী, নীরব ছন্দ সকল।

ত্রয়োবিংশ দৃশ্য

উন্মুক্ত প্রান্তর

[ফাউস্ত ও মেফিস্তোফেলিস্]

ফাউস্ত :

চরম হতাশা! চূড়ান্ত দুর্দশা! এমন অবস্থায় পৃথিবীর বক্ষে বিভ্রান্ত চিত্তে দীর্ঘকাল যন্ত্রণাভোগ—শেষে কারারুদ্ধা! কারারুদ্ধা—দুষ্ট আচরণের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্তা—অসহ্য নির্যাতনে নিপীড়িতা! এই হল সেই পূতচরিত্রা অভাগিনীর বর্তমান দুরবস্থা! এত দূর গেছে—এত দূর! আর তুই—বিশ্বাসঘাতক, ঘৃণ্য দুরাত্মা—এত দিন এই সংবাদ আমার কাছে গোপন রেখেছিস? দাঁড়া—দাঁড়া—ঘোরা তোর শয়তানী চক্ষু, যত বীভৎস ভাবে পারিস ঘোরা! সামনে দাঁড়িয়ে দে আমাকে যত পারিস যন্ত্রণা!

সে কারারুদ্ধা, দুরপনেয়-দুর্দশাগ্রস্তা—দুষ্টাত্মাপরিবৃতা—হৃদয়হীন মনুষ্যের নিষ্ঠুর অবিচারে নির্যাতিতা! আর তুই এতদিন আমাকে অসার ভোগে নিমজ্জিত রেখে সবকিছু লুকিয়ে রেখেছিলি? একা—অসহায় অবস্থায়—তাকে দুর্দশার এমন শেষসীমায় আসতে দিয়েছিস?

মেফিস্তো :

এইতো আর প্রথম মেয়ে নয় গো!

ফাউস্ত :

জঘন্য কুক্কুর! বীভৎস পশু! হে অনন্ত ক্ষিতি-আত্মা! দাও ফিরিয়ে এই ঘৃণ্য কীটকে ওর সেই কুকুরের মূর্তি, যাতে

করে ও রাত্রির অন্ধকারে ঘুরে বেড়াত আর নিরীহ, অসতর্ক পথিকের সামনে হঠাৎ গড়িয়ে পড়ে ভীত, চকিত, পতনোন্মুখ বেচারীর কোটের কলার কামড়ে ঝুলে থাকত। অথবা দাও ফিরিয়ে ওর সেই প্রিয় সর্পমূর্তি। ও তাইতে আমার সামনে বালির ওপর বুকে হাঁটুক, আর আমি এই জঘন্য, অভিশপ্ত জীবকে পদদলিত করি! বলে কি না, "এইতো আর প্রথম মেয়ে নয় গো!"

উঃ—কী যন্ত্রণা—কী যন্ত্রণা! একটি মেয়ের এই দুর্দশা কল্পনা করাও যায়না—আর অসীম-করুণাময় ভগবান অসংখ্য কন্যার এই ভয়াবহ দুরবস্থা ঘটতে দেবেন? তাঁর কাছে প্রথম বালিকার প্রায়শ্চিত্তে অপর সকলের প্রায়শ্চিত্ত নিষ্পন্ন হয়নি? একটি মেয়ের এই যন্ত্রণায় আমার অস্থিমজ্জাও শিহরিত হয়ে উঠছে—আর তুই অসংখ্য মেয়ের এই পরিণতিতে অম্লানবদনে দন্তবিকাশ করে হাসছিস?

মেফিস্তো:

আমরা আমাদের মানসের সীমারেখায় আবার উপস্থিত হয়েছি—যেখানে তোমরা, মানুষরা, অসম্ভব রকম উথলে ওঠো! আমাদের সঙ্গে মিলে মিশে কোনো কাজ করতে আসো কেন যদি তার শেষরক্ষা করতে না পার? উড়তে চাও অথচ মাথা ঘোরার ভয়! আমরা তোমাদের ঘাড়ে পড়ি, না তোমরা আমাদের পেছনে ছোটো?

ফাউস্ত:

থামা তোর মুলোদাঁতের কড়মড়ানি! এতে আমার অসহ্য বিরক্তি হয়! হে বিরাট ক্ষিতি-আত্মা! তুমি আমার সামনে আবির্ভূত হয়ে আমাকে অশেষ গৌরব দান করেছ, তুমি

আমাকে চেনো, আমার অন্তরের কথা বোঝ, তবে কেন এই ঘৃণ্য জীবের সঙ্গে আমাকে যুক্ত করে দিলে, যার জীবনের পুষ্টি অনিষ্টসাধনে, যার তৃপ্তি ধ্বংসসাধনে ?

মেফিস্তো ঃ

শেষ হল ?

ফাউস্ত ঃ

হয় তাকে বাঁচা, নয়তো আমি তোকে সহস্র বৎসরের জলন্ত অভিশাপে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারব !

মেফিস্তো ঃ

আদালতের বিচারে যার শাস্তি হয়েছে তাকে জেল থেকে ছাড়িয়ে এনে বাঁচাতে আমরা পারি না ! বাঁচা তাকে ! কে তাকে এই অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে, আমি না তুমি ?

[ক্ষিপ্তের মতন ফাউস্ত চারদিকে তাকাতে থাকে]

কী ? আমার ওপর বাজ ফেলতে চাও না কি ? তবু ভাল, হতভাগ্য নরের হাতে বাজ দেওয়া হয়নি ! এই তো অত্যাচারীর নিয়ম, বিপদের সময়ে সামনে যে কোনো নির্দোষকে পাবে তাকেই বলি দিয়ে নিজকে বাঁচানো ।

ফাউস্ত ঃ

আমাকে নিয়ে চল্ তার কাছে, তাকে উদ্ধার করতেই হবে ।

মেফিস্তো ঃ

আর তাতে তোমার যে বিপদ হবে সেটা ভেবে দেখেছ ? সেই শহরে তোমার ওপর মানুষখুনের অপরাধ ঝুলছে । নিহত যেখানে পড়েছিল সেখানে তার প্রেতাত্মা ঘুরছে প্রতিহিংসা নেবার জন্যে ! তুমি সেইখানে ফিরবে এই আশায় সে ওত পেতে রয়েছে !

ফাউস্ত ঃ

এমন কথা তোর মুখেও শুনতে হল ! জগৎজোড়া সমস্ত হত্যা ও ধ্বংসের দায় যে তোরই—ওরে ভয়ংকর ! চল্ সেখানে, মুক্ত কর্ তাকে !

মেফিস্তো ঃ

বেশ, তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব। আর কি করতে পারি তাও বলছি। স্বর্গমর্তের সমস্ত ক্ষমতা তো আর আমার হাতে নেই ! জেলের সান্ত্রীকে আমি অজ্ঞান করে দেব, তুমি তার হাত থেকে চাবি ছিনিয়ে নিয়ে সেখানে ঢুকবে আর তোমার মানুষের হাত দিয়ে মার্গারেতকে মুক্ত করে বাইরে আনবে। আমি পাহারা দেব, আমার মন্ত্রপড়া ঘোড়া প্রস্তুত থাকবে, তাতে করে তোমাদের দূরে সরিয়ে নেব। এইটুকু করার ক্ষমতাই আমার আছে।

ফাউস্ত ঃ

তাই করতে হবে—শিগগির চল্ !

চতুর্বিংশ দৃশ্য

[ফাউস্ত ও মেফিস্তোফেলিস দুই কৃষ্ণবর্ণ অশ্বে আরোহণ করে গভীর রাত্রে সেই কারাগারের নিকটস্থ হল যেখানে মার্গারেত অবরুদ্ধা]

ফাউস্ত :

বধমঞ্চ-নিকটেতে ওরা কিবা বোনে আর কেন ?

মেফিস্তো :

না জানি কি কাণ্ড করে, কি ফোটায় যেন।

ফাউস্ত :

উপরে নীচেতে ভাসে, ঝুঁকিছে হেলিছে বারেবার !

মেফিস্তো :

ডাইনির ঝাড়।

ফাউস্ত :

মন্ত্রপূত করে আর কি যেন ছড়ায় !

মেফিস্তো :

পিছে রয়, পিছে রহে যায়।

পঞ্চবিংশ দৃশ্য

কারাগার

ফাউস্ত [এক হাতে একগোছা চাবি, অপর হাতে কারাগারের ছোট লৌহকপাট ধারণপূর্বক] ঃ

শিহরণ সর্ব দেহে জাগে আববার,
হয়েছিল সংবরণ দীর্ঘকাল যাব !
মানুষের সব ব্যথা
পুঞ্জীভূত হৃদয়ে আমার,
এইখানে,
এই সিক্ত প্রাচীরের ঐধারে, অবরোধ তার ?
অপরাধ ? মজেছিল শুধু এক মোহে সুমধুব।
বিলম্ব কর বা কেন নিকটে তাহার
যাইতে এখন ?
সাহস হয় না তার নিকটে যাবাব ?
দূর কর এ সকল, নহে তো এমন
দ্বিধায় আনিবে ডাকি ভীষণ মরণ !

[তালা খুলে লৌহকপাট উদ্ঘাটন, ভিতরে মার্গারেত গান করছে]

মার্গারেতের গান

যে ছিল জননী মোর গণিকা সে জন,
সে আমার বধিল জীবন,
পিতা মোর দুরাচার,
সে আমাকে করিল আহার, ৫১২০
মোর ছোট ভগিনীটি তুলি লয়ে হাড়গুলি মোর
পুঁতে দিল সুশীতল ভূমির ভিতর,

সেথা আমি হয়ে গেনু বনপাখী বড় মনোহর,
উড়ে যাও, উড়ে যাও !

ফাউস্ত [গান শুনতে শুনতে] :

এ-ধারণা নাহি ওর মনে,
প্রিয় ওর এইখানে, ওর গান শোনে,
শোনে শৃঙ্খলের ঝনঝনে,
মর্মরিত শুষ্ক তৃণগণে ।

[কারাকক্ষে প্রবেশ]

মার্গারেত [কারাশয্যায় নিজেকে গোপন করার চেষ্টা করতে করতে] :

কী বেদনা ! কী বেদনা ! ঐ এল দূত মশানের,
অকরুণ মরণের !

ফাউস্ত [অনুচ্চে] :

চুপ ! চুপ ! প্রিয় তব এসেছে এখন,
করিতে তোমার এই বাঁধন মোচন !

মার্গারেত [ফাউস্তের পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়ে] :

মানুষ যদি গো হও, বোঝ ব্যথা মম হৃদয়ের !

ফাউস্ত [অনুচ্চে] :

চিৎকারে তোমার প্রিয়ে
এখুনি ভাঙিবে ঘুম প্রহরীগণের ।

[মার্গারেতের শৃঙ্খল মোচন আরম্ভ]

মার্গারেত [ফাউস্তের সামনে হাঁটুগেড়ে বসে] :

হে ঘাতক ! জীবনের উপরে আমার,
কে দিল তোমাকে কহ হেন অধিকার,
লও মোরে মাঝরাতে ভীষণ মশানে ?

ও গো !
দাও কিছুকাল আর বাঁচিতে এখানে ! ৫১৪০
বধ যদি মোর প্রাণ অদূর বিহানে,
তবু তো সময়ে কাজ করিবে সাধন !

[দাঁড়িয়ে উঠে]

কি নবীন, কি নবীন অভাগীর বয়স এখন ?
এখুনি মরণ এল।
ছিল দেহে এককালে রূপ-ও মোহন
তাই মোর কাল হয়ে গেল।
প্রিয় মোর ছিল কাছে,
সে তো হায় দূরে কোথা চলিয়া গিয়াছে,
মালা মোর গেছে ছিঁড়ে, ফুলগুলি গিয়াছে ঝরিয়া,
কেন লও জোর করে আমাকে ধরিয়া ?
দয়া কর,
ধীরে ধর,
করি নাই কোনো দিন তব অপকার,
বৃথা যেন নাহি হয় মিনতি আমার !
আগে কভু দেখিওনি আমি তো তোমারে !

ফাউস্ত [স্বগত] :
পারিব কি এ-যন্ত্রণা আর সহিবারে ?

মার্গারেত :
এখন অধীন আমি সকল প্রকারে
তোমারি বলের,
দয়া করে দাও মোরে অবসর কিছু সময়ের,
দেব দুধ শিশুটিকে আমারি বুকের ! ৫১৬০

জেগে আছি সারারাতি শিশু মোর এই বুকে ধরে,
কেড়েছিল লোকে যাকে মোর কোল হতে জোর করে
লাঞ্ছিত করিতে মোরে,
এখন তাহারা কহে, আমি নাকি বধিয়াছি তারে !
সুখহীন হল এ-জীবন চিরতরে।
মোর নামে করে লোকে কি নির্দয় গান
করি মোর অপমান !
সে তো এক রূপকথা অতি পুরাতন,
শেষ যার হয়েছে অমন,
কে কহিল তাহাদের
মানে তার করে নিতে হেন প্রকারের ?

ফাউস্ত [অস্ফুচ্চে] :

এই হের পদতলে প্রিয়তম তব,
এসেছে সে বিমোচিতে বেদনের এ-বাঁধন সব।

মার্গারেত [তাহার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে] :

এস মোরা নতজানু হয়ে,
স্মরি যত দেবতাকে মোদের হৃদয়ে।
হের ঐ সোপানের তলে,
চৌকাঠের নীচে ঐ নরক উথলে,
গরজে সে শয়তান কি ভীষণ রোষে,
কিবা উচ্চ কলরবে ফোঁসে !

ফাউস্ত [উচ্চে] :

গ্রেট্‌শেন্‌ ! গ্রেট্‌শেন্‌ !

মার্গারেত [চমকিত ও উৎকর্ণ হয়ে] :

এ ত সেই কণ্ঠস্বর ! আমারি বঁধুর !

[লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতেই শৃঙ্খল খুলে পড়ল]

কোথা বঁধু মোর ?—কত দূর ?
সে যে মোরে ডাকিল এখন !
মুক্ত আমি ?
কেহ আর করিবে না মোরে নিবারণ ?
কণ্ঠে তার দুলিব এখন ?
বুকে তার স্থান মোর করিব গ্রহণ ?
"গ্রেট্‌শেন্‌ !" ৫১৮০
এই বলে সে যে মোরে এই ডাক দিল !
চৌকাঠে দাঁড়ায়ে সে যে ছিল।
নরকের ঘর্ঘর নিনাদ,
উচ্চ আর্তনাদ,
ভয়াবহ শয়তানী কুপিত এ উপহাস মাঝে,
চিনেছি সে মিষ্ট স্বর, প্রিয় মোর কাছে !

ফাউস্ত [দাঁড়িয়ে উঠে, উচ্চে] ঃ

আমি সেই !

মার্গারেত ঃ

তুমি সেই ? কহ আরবার !

[ফাউস্তকে জড়িয়ে ধরে]

এই সেই ! এই সেই ! কোথা গেল বেদন আমার ?
কোথায় নিগড় ? কোথা ভয় এ কারার ?
তুমি সেই ? এসেছ হেথায়
মুক্তিদান করিতে আমায় ? ৫২০০
পরিত্রাণ পেলুম এবার !
ঐ হের সেই পথ পুনরায় সমুখে তোমার,

দেখেছি যেথায় তোমাকে প্রথমবার,
ঐ সে কানন সোহাগের,
'মার্থে' সাথে যেথা
রহিতাম আশা লয়ে এই হৃদয়ের
তব মিলনের !

ফাউস্ত [গ্রেট্‌শেন্‌কে বাইরে নেবার চেষ্টা করে] ঃ

চল সাথে ! চল সাথে !

মার্গারেত ঃ

থাকো হেথা কিছুকাল আর।
থাক তুমি যেথা প্রিয়, থাকা সেথা কি প্রিয় আমার।

ফাউস্ত ঃ

করি মোরা ত্বরায় গমন,
তা না হলে পরিশেষে পরিতাপ আসিবে ভীষণ !

মার্গারেত ঃ

এ কি ?
চুমু দিতে কেমনে ভুলিলে ?
বন্ধু মোর কত দিন আর
আমা হতে দূরে সরে চলে গিয়েছিলে,
এরি মাঝে চুমু দিতে কেমনে ভুলিলে ?
কণ্ঠে তব তুলিলে এখন
ভয়ে কেন ভরে মোর মন ?
আগে তো সমস্ত স্বর্গ আসিত নামিয়া, ৫২২০
শুধু তব কথাটি শুনিয়া,
দেখিতে যখন বঁধু মোরে শুধু নয়ন মেলিয়া,
চুম্বন করিতে দান প্রেম নিঙাড়িয়া,

শ্বাস মোর নিরোধিয়া।
দাও চুমু এখুনি আমারে,
নহে তো আমিই বঁধু চুমিব তোমারে।

[ফাউস্তকে আলিঙ্গন ও চুম্বন দান]

কী ব্যথা এ! ওষ্ঠ তব কি শীতল হায়,
নাহি বেগ তায়।
মোরে যত ভালবাসা দিয়েছিলে ঢেলে,
ওগো বঁধু, সে সকল কোথা রেখে এলে?
দিল বা কে অভাগিনী আমাকে করিয়া,
লয়ে তা হরিয়া?

[ফাউস্ত হতে দূরে সরে গেল]

ফাউস্ত ঃ

এস প্রিয়া,
মোর সাথে করিবে গমন,
সাহসে বাঁধিয়া মন,
পুলকিত হবে তব চিত্ত আরবার
প্রেমের পরশে তপ্ত, সেব যাহা শত শত বার!
শুধু চল সাথে,
এইটুকু অনুরোধ রাখো গো আমার।

মার্গারেত [ফাউস্তের নিকটে এসে] **ঃ**

সেই তুমি? সেই তুমি? নাহিকো সংশয়? ৫২৪০

ফাউস্ত ঃ

সেই আমি, চল সাথে।

মার্গারেত ঃ

ঘুচালে এ-বাঁধন নির্দয় ?
আমাকে তোমার কোলে লবে পুনরায় ?
কেন গো কর না ভয় এখন আমায় ?
জান বঁধু কর কার বাঁধনমোচন ?

ফাউস্ত ঃ

চল, চল দ্রুত, নিশা যে বিগতপ্রায় !

মার্গারেত ঃ

আপন মাতাকে বধ করিয়াছি হায় !
ডুবায়ে দিয়েছি জলে দেহটুকু নিজ তনয়ের,
উপহার ছিল যেটি তোমার আমার উভয়ের,
তোমারও ! তুমি সেই ? বিশ্বাস না হয়।
দাও হাত, [ফাউস্তের হস্তধারণ]
সত্য এ তো ! স্বপ্ন এ তো নয়
সেই তব প্রিয় হাত !
কিন্তু হায় এ যে সিক্ত,
মনে হয় যেন কত রক্ত এতে লিপ্ত,
মোছ একে, ওগো মোছ, মোছ !
ভগবান্ ! কি ভীষণ
হয়েছিল সেই তব হিংস্র আচরণ ?
খাপেতে লুকায়ে রাখ সেই তরবারি,
অনুনয় রাখ গো আমারি ! ৫২৬০

অতীতে যাইতে দাও অতীত হইয়া,
তা না হলে লবে মোর জীবন কাড়িয়া !

মার্গারেত ঃ

নহে! নহে!
তোমাকে বাঁচিতে হবে।
দিতেছি কহিয়া, কবর কি কোথা রবে।
কালি হতে সেগুলির ভার
হবে যে তোমার!
জননী আমার যেন পায় সেরা ঠাঁই,
তাঁরি পাশে শোয় যেন মোর বড় ভাই,
কিছু দূরে রেখো মোর এই দেহটিরে
কিন্তু নহে বেশী দূরে! মোর শিশুটিরে,
এ ডাহিন বক্ষোপরে রেখো ওগো ধীরে,
অন্য কেহ নাহি শোবে নিকটে আমার!
শুয়েছিনু একবার বাহুতে তোমার
কী পুলকে, কিবা পুণ্য আনন্দে অপার!
ফিরিবে না হায় সে সুখ-মুহূর্ত আর!
মনে হয় তোমাকেও পাব এর পরে
শুধু জোর করে,
ঠেলে দিলে তুমি যেন মোরে।
তবু তুমি সেই প্রিয়জন,
সেই প্রিয় দিঠি তব, সেই উঁচু মন। ৫২৮০

ফাউস্ত ঃ

বুঝে যদি থাকো প্রিয়ে আমি সেই জন,
চল সাথে বাহিরে ত্বরায়।

মার্গারেত ঃ

সে কোথায় ?

বাহিরেতে ?

ফাউস্ত ঃ

মুক্ত জীবনেতে ।

মার্গারেত ঃ

রহে যদি কবর সেথায়,

মৃত্যু রহে ওত পাতি আমারি আশায়,

চল তবে,

সেথা হতে যেথা চির শান্তি-শয্যা রবে,

তারপরে নাহি যাব একপদ আর ।

যাও চলে এইবার ?

ও হাইনরিশ, প্রিয় মোর !

যেতে যদি পারিতাম তোমা সনে দুয়ারের বার !

ফাউস্ত ঃ

পারো যেতে ! শুধু কর অভিলাষ, ঐ খোলা দ্বার !

মার্গারেত ঃ

নাহি অধিকার মোর, নাহি অধিকার ।

নাহি কিছু আছে মোর আশা করিবার,

কোথা যাই ?

রবে ওরা ওত পাতি, ধরিবে আবার !

কেবল করুণা যাচা,

কলুষ হৃদয়ে তাও, নাহি পারি আর ।

গোপনে বাঁচিয়া থাকা, তাও পরদেশে, ৫৩০

কী যাতনা তার ?
ধরিবে তবু তো মোরে শেষে !

ফাউস্ত ঃ

রহিলাম তবে হেথা—

মার্গারেত ঃ

ত্বরা যাও, ওগো ত্বরা যাও !
ভাগ্যহীন শিশু তব বাঁচাও, বাঁচাও।
চলে যাও নদীপথ ধরে,
পুলের ওপারে,
যাও সেই বনের ভিতরে,
পুষ্করিণীপারে,
বামে সেই মাচানের ধারে,
জলের ভিতরে ওগো এখনো সে শিশু খাবি খায় !
ধর তায়, ধর তায় !
উঠিবে সে, তোল তাকে, তাহাকে উঠাও,
বাঁচাও এখনো তাকে, বাঁচাও, বাঁচাও !

ফাউস্ত ঃ

দেখ ভেবে আরবার,
মুক্তি পাবে, চল শুধু একপদ আর।

মার্গারেত ঃ

যাব যবে পর্বত উতরি,
দেখিব জননী বসি শিলার উপরি।
শিরোদেশে মোর শীতের কি শিহরণ, ৫৩২০
শিলার উপরে বসি জননী আপন
করে অনুক্ষণ তার শির আলোড়ন,

চক্ষুতারা নাহি নড়ে, নাহি নড়ে ঘাড়,
মাথায় বিষম ভার,
ঘুমায়েছে দীর্ঘকাল জাগিবে না আর।
ঘুমে ছিল অচেতন জননী আমার,
উপভোগ করেছিনু দুই জনে পুলক অপার!
কিবা মধুময়
হয়েছিল আমাদের সে সুখসময়?

ফাউস্ত ঃ

নাহি লাভ অনুরোধে, নাহি লাভ কথা কহে আর,
তোমাকে লইয়া যাব জোর করে বাহিরে এবার।

মার্গারেত ঃ

ছাড়ো! ছাড়ো মোরে,
ভাল নাহি লাগে ধর এত জোর করে।
অতো জোরে ধ'রো না গো দেহটি আমার,
ভালবেসে তোমাকেই
দিয়েছি তো এর যত মধু-উপহার

ফাউস্ত ঃ

প্রিয়ে! প্রিয়ে! ঐ হের হয়
উষার উদয়!

মার্গারেত ঃ

উষা?
হ্যাঁ গো! ঐ এল দিন, মোর শেষদিন,
কথা ছিল হবে মোর বিবাহ এ-দিন। ৫৩৪০
কহিও না কারো কাছে,
এসেছিলে যেথা তব গ্রেট্‌শেন্ আছে,

মার্গারেত

ঝরে গেছে যত ফুল মোর মালাটার,
ঘটিছে তো যাহা ঘটিবার !

ঝরে গেছে যত ফুল মোর মালাটার,
ঘটিছে তো যাহা ঘটিবার!
দেখা হবে মোদের আবার,
প্রমোদের মাঝে নহে আর।
কি বিপুল জনস্রোত আসিছে মশানে,
স্তব্ধবাক, মৌন প্রাণে,
প্রসারিছে সর্ব স্থানে,
বধ্যভূমি, জনপদে যত
ধরিছে না লোক অত!
বাজিছে দুন্দুভি সেথা ডাকিছে আমারে,
ভাঙিবে সে দণ্ডটারে,
বাঁধিয়া লইবে মোরে
বধমঞ্চোপরে।
গণ্ডের নিকটে মোর নেমে আসে অস্ত্র ক্ষুরধার,
কেঁপে ওঠে কণ্ঠ সবাকার,
রবে মূক ধরণীর দিগন্তপ্রসার!

ফাউস্ত ঃ

অহো! কভু কোনো দিন জন্ম যদি না হত আমার!

[কপাটের বাহিরে মেফিস্তোফেলিসের আবির্ভাব]

মেফিস্তো ঃ

শীঘ্র চল!
নহে হবে উভয়ের বিনষ্ট জীবন,
অকারণ এ বিলম্ব, অলসতা হেন অকারণ,
অকারণ কর এত কথোপকথন

শিহরিছে অশ্ব মোর যত,
ঐ উষা সমাগত !

মার্গারেত ঃ

ভূমির ভিতর হতে কে উঠিল ? ও—কে ?
সেই ! সেই ! দূর কর ওকে।
কেন এল ? কি চাহে এখানে,
এই পুণ্যস্থানে ?
আমার জীবন !

ফাউস্ত ঃ

অবশ্য বাঁচিতে হবে তোমাকে এখন।

মার্গারেত ঃ

ভগবান ! বিচারের নিকটে তোমার
সঁপিলাম জীবন আমার !

মেফিস্তো [ফাউস্তকে] **ঃ**

শীঘ্র চল, শীঘ্র চল,
নহে তো ফেলিয়া যাব তোমাকে হেথায়।

মার্গারেত ঃ

আমি যে তোমার, হে পিতা আমার, বাঁচাও আমায়,
যত দেবদূত, দেবতা সকল, বাঁচাও আমায়,
দাঁড়াও ঘেরিয়া মোর চারিপাশে, বাঁচাও আমায়,
এখন, হাইনরিশ্‌ !
ভয় হয় দেখিলে তোমায় !

মেফিস্তো ঃ

মৃত্যুদণ্ড হয়েছে উহার।

ধ্বনি [উপর হতে] ঃ

ও পেল উদ্ধার !

মেফিস্তো [ফাউস্তকে] ঃ

মোর সাথে চল এইবার !

[ফাউস্তকে গ্রহণপূর্বক প্রস্থান]

ধ্বনি [কারার ভিতর হতে ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে গেল] ঃ

হাইনরিশ্‌——হাইনরিশ্‌ !

সমাপ্ত

টীকা

এই কাব্যের যে যে অংশের টীকা এইখানে দেওয়া হল, তাহা যে যে স্তত্রে আছে তার পাশে তারাচিহ্নিত সংখ্যা আছে, সেই সংখ্যা ও তার পাশে সেই অংশের শীর্ষক এই টীকায় উদ্ধৃত করে তার নীচে তার টীকা লেখা হয়েছে। এই পুস্তকের ভূমিকা একটু মনোযোগ সহকারে পড়লে এই কাব্য বোঝা সহজ হবে।

উৎসর্গ

বাইশ তেইশ বৎসর বয়সে "গ্যোতে" যখন আদি ফাউস্ত (Urfaust) লিখতে আরম্ভ করেন তখন যে সব চরিত্রের নিবিড় সম্পর্কে এসে তিনি "ফাউস্তের" চরিত্রগুলির উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন ও যাঁদের কাছে তখন তাঁর প্রথম লেখা শুনাতেন, প্রায় ৫১ বৎসর বয়সে যখন ফাউস্ত প্রথম ভাগের রচনা শেষ করেন তখন এঁদের অধিকাংশই হয় পরলোকগত, নয়তো নিরুদ্দেশ। তাঁরাই যেন আবার মূর্তি ধরে তাঁর কাছে আসছেন আর কবি তাদের হাতে এই "ফাউস্ত"-কাব্য উৎসর্গ করছেন।

৪৩-৪৭

এ থেকে মনে হয় কবির যেন ধারণা হয়েছে কোনো অপার্থিব শক্তি তাঁকে দিয়ে এই কাব্য লিখিয়ে নিয়েছে।

নাট্যের পূর্বরঙ্গ

কালিদাসরচিত শকুন্তলা নাটকের ইংরাজি অনুবাদ পড়ে গ্যোতে মুগ্ধ হয়েছিলেন। পূর্বরঙ্গ লেখার পদ্ধতিটি তিনি শকুন্তলা থেকে নিয়েছেন। এর বক্তব্য যেমন সেকালে প্রযোজ্য, আজও তাই।

স্বর্গের পূর্বরঙ্গ

এই দৃশ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ফাউস্ত নাট্যকাব্যের সমস্ত বিষয়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ভগবান ও শয়তানে বাজি হল "ফাউস্তের"

পরিণতি নিয়ে, ফাউস্তের শয়তানের সঙ্গে চুক্তি হয়নি, যা ফাউস্ত কিংবদন্তী বা প্রাক্‌গ্যোতে সাহিত্যে আছে, হয়েছিল বাজি। শেষে "ফাউস্তের" উচ্চ সত্তাই জয়ী হল।

৩৮৮ **খুদে দেবটি ধরার**

"প্যানসোফি"র দর্শনে মানুষকে "ক্ষুদ্র জগৎ" বা জগতের ক্ষুদ্র দেবতা বলা হত। ভূমিকা পড়।

৪৬৬ **কিন্তু দেবতার প্রকৃত সন্তানগণ**

পুরাতন বাইবেলের পৌরাণিক মতে, "লুসিফার" বা "শয়তান" বা "মেফিস্তোফেলিস্" হল পতিত দেবদূত। যাঁরা পতিত হননি তাঁরা হলেন দেবতার প্রকৃত সন্তান।

প্রথম দৃশ্য

৫৬২ **নস্ত্রদামুস**

মিশেল-দ্য-নত্‌রদাম (১৫০৩—১৫৬৬) ফরাসী জ্যোতিষী, ভবিষ্যৎ বক্তা ও প্রকৃতির তত্ত্বানুসন্ধানী। এঁর ভবিষ্যৎবাণীগুলি সুপ্রসিদ্ধ। ইনিই নাকি ফরাসী বিপ্লবের ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, এমন কি এর সঠিক বর্ষেরও ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন।

৫৭৩—৬০৮ **বিশ্বযন্ত্রচিহ্নের দৃশ্য**

ভূমিকা পড়। মধ্যযুগের প্যানসোফিষ্টদের মতে, ভগবানের শক্তি হতেই স্বর্গ ও নরক, বৃহৎ জগৎ বা বিশ্ব, দেবদূতগণ, শয়তান, ক্ষুদ্র জগৎ বা মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত বস্তু, ও সকল প্রকারের শক্তি ও গতির উদ্ভব হয়, আর তার মধ্যেই লীলা চলে সৎ ও অসৎ-এর, আলোক ও অন্ধকারের, জীবন ও মৃত্যুর, বন্ধু ও শত্রুর, কাঠিন্য ও কোমলতার—এককথায় সকল বিরুদ্ধ শক্তির। ভগবৎশক্তি ক্রমাগত স্বর্গে ও মর্তে ওঠানামা ক'রে বিশ্বের সুসংগতি রক্ষা করে। গ্যোতে এই দৃশ্য দেখালেন বটে কিন্তু একে

"অভিনয়" বলে ত্যাগ করে ভূমিতে নেমে এলেন, অর্থাৎ ক্ষিতির দৃশ্যে এলেন, অর্থাৎ বাস্তবে নেমে এলেন।

৬০৯—৬৮৯ ক্ষিতিযন্ত্রচিহ্নের দৃশ্য

এই কল্পনা গ্যোতের নিজস্ব সৃষ্টি। ইহা কোনো ইউরোপীয় পুরাণে, ধর্মশাস্ত্রে বা সাহিত্যে পাওয়া যায় না। পৃথিবীর আত্মাকে যেন মূর্তিধারণ করিয়ে সত্যসাধক ফাউস্তের নিকট উপস্থিত করালেন। কিন্তু ফাউস্ত সে মূর্তি সহ্য করতে পারলেন না। পরে বহুবার ফাউস্তের মুখে এই দর্শনের উল্লেখ পাওয়া যাবে। গীতায় অর্জুনের বিশ্বরূপদর্শনের সঙ্গে এই দৃশ্য তুলনীয়।

৬৭৪—৬৮৫ ভূমিকার প্রথম অংশ দেখ।

৬৯১ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি আমি

প্যানসোফিষ্ট দর্শনের মতে (ভূমিকা দেখ) মনুষ্য "ক্ষুদ্র জগৎ", অর্থাৎ পৃথিবীর ক্ষুদ্র দেবতা। দেবতা অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি।

৯৩৪—৯৩৭ প্রবেশিব এইবার নব পথ ধরি

মৃত্যুর ভিতর দিয়ে পবিত্র, কর্মময় অনন্ত জীবনে পৌঁছিবার কল্পনা। গ্যোতের বহু লেখনী ও কবিতায় এই কল্পনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর সীমাহীন জীবন-প্রীতির সহিত এই কল্পনাও ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুসম্বন্ধীয় চিন্তার সহিত ইহা তুলনীয়।

ক্ষিতি-আত্মার দর্শনদান ও অন্তর্ধান এবং তার ফলে ব্যর্থতায় ফাউস্তের আত্মহত্যার চেষ্টার অন্য একপ্রকার ব্যাখ্যা করা যায়। মধ্যযুগের বিজ্ঞানীদের দর্শনের (প্যানসোফির) মূল কথা, প্রকৃতির নিয়মাবলীর জ্ঞান সম্যকরূপে আয়ত্ত করতে পারলেই ভগবৎজ্ঞানলাভ সম্ভব, অর্থাৎ যে প্রকৃতি ভগবানকে আবৃত করে তাঁকে অব্যক্ত করে রেখেছে, বিজ্ঞানের সম্যক জ্ঞান লাভ করে এই আবরণ ভেদ করতে

পারলেই ভগবৎজ্ঞানও লাভ করা সম্ভব। তাই তাঁরা বিজ্ঞান সাধনা করতেন। তারই ফলে যে আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহ। সেই বিজ্ঞানের সম্যক জ্ঞানের প্রতীক যেন অনলমূর্তি ক্ষিতি-আত্মা। তখনো বিজ্ঞানের জ্ঞান অতি পশ্চাতে, তাই ফাউস্ত ঐ মূর্তি সহ্য করতে পারেলন না, তা অন্তর্হিত হল, আর তার ফলে ফাউস্তের চরম ব্যর্থতা এল।

ফাউস্ত যে "সত্যজ্ঞানের" কথা বার বার বলছেন তা যে বিজ্ঞানের জ্ঞান, তা এই কয় ছত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়ঃ

তবে তো জানিতে পারি,
কোন অন্তর্শক্তি বাঁধি রাখে এ ধরণী!
দেখি যত বীজ তার,
আর তার শক্তিশালী বিকাশের লীলা!

তাঁর যত আক্ষেপ এই জ্ঞান সুদূরপরাহত বলে। এরই প্রতীক ক্ষিতি-আত্মা যেন জ্ঞানোজ্জ্বল মূর্তি নিয়ে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হল। অর্থাৎ ক্ষিতি-আত্মার সমস্ত দৃশ্যটাই হল রূপক।

৯৬১—৯৬৯ পিতা, পিতৃব্যের আনন্দভোজের মাঝে

পরবর্তী দ্বিতীয় দৃশ্যের ১৩২৮—১৩৪৩ ছত্রের টীকায় এর টীকা দেখ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

৯৬১-৯৬৯ ও ১৩১৮-১৩৪৪ একবার তিনি আর বহু সাথী তাঁর

বর্তমান রসায়নশাস্ত্রের জন্মের পূর্বে রসায়নকে "অ্যাল্‌কেমি" বা "কিমিয়াশাস্ত্র" বলা হত। ইহা আরব্যদেশ হতে ইউরোপে আনীত হয়েছিল। অ্যাল্‌কেমিষ্ট বা কিমিয়াশাস্ত্রজ্ঞদের অনেক রাসায়নিক (chemical compounds) ও বকযন্ত্র প্রভৃতি রসায়নযন্ত্রের জ্ঞান ছিল। তাঁদের কাজ ছিল প্রধানতঃ দুটি—ঔষধ, বিষ ইত্যাদি প্রস্তুত

করা, আর সস্তার ধাতু থেকে স্বর্ণ প্রস্তুত করার চেষ্টা। তাঁরা রাজারাণী, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, ফুলফল, ইত্যাদির চিত্রের দ্বারা রাসায়নিক ও রসায়নযন্ত্রের চিহ্ন আঁকতেন, আর এই সব চিত্রের সমাবেশে রসায়নিক প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ করতেন। শুধু কৃতবিদ্য গুরুর কাছে দীক্ষালাভ করে যাঁরা এই চিত্রের অর্থ শিখতেন তাঁরাই এর ভাষা বুঝতেন। ফাউস্তের পিতা ছিলেন এমনি একজন দীক্ষিত অ্যাল্‌কেমিষ্ট ডাক্তার। প্রথম দৃশ্যে বিষপাত্রের গায়ে যে অপরূপ কারুকার্যখচিত রঙীন ছবির উল্লেখ আছে, তা আর কিছুই নয়, ঐ পাত্রে যে বিষ রাখা হত তারই প্রস্তুত-প্রণালী, ছবির ভাষায় ব্যক্ত, তাও আবার সমিল ছন্দে। ফাউস্তের পিতা ও তাঁর গুরুভাইরা সান্ধ্যভোজে মিলিত হয়ে একজন আর একজনের হাতে এই বিষপাত্র তুলে দিতেন, আর ওর গায়ে লিখিত চিত্রের ভাষা পড়ে প্রচুর আনন্দ পেতেন। আর ঐ ছন্দ তাঁরা পাঠ করে পূর্ণ মদের গেলাস একচুমুকে নিঃশেষপূর্বক পান করতেন।

ঐ অঞ্চলে যখন প্রবল মহামারীর প্রকোপ হল এঁরাই অনেক প্রক্রিয়ার পর যে "রক্তবর্ণ সিংহ" প্রস্তুত করলেন, তা আর কিছুই নয় "মার্কুর‍্যিক অক্সাইড", আর এই "রক্তবর্ণ সিংহবীর প্রেম অভিলাষী", অর্থাৎ এই "মার্কুর‍্যিক অক্সাইড্" সহজেই অ্যাসিডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। "যার সাথে মিলালেন শুভ-পরিণয়ে শ্বেত স্থলপদ্মে ফুটন্ত রসের মাঝে", অর্থাৎ এই "মার্কুর‍্যিক অক্সাইড্"কে তাঁরা ফুটন্ত "হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে"র মধ্যে মিশিয়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়া করালেন। "তারপরে সেই দম্পতিকে ফোটালেন তাঁরা প্রকোষ্ঠ হইতে এক প্রকোষ্ঠে অপর নগ্ন অগ্নি শিখার উপর।" অর্থাৎ তাকে বারবার আগুনের ওপর ফুটিয়ে জল মেরে গাঢ় মিশ্র প্রস্তুত করলেন, যার নাম হল "সুকুমারী রাণী" যা ঐ মহামারীর ঔষধ হল। সকল রসায়নবিদই জানেন, এই গাঢ় মিশ্র হবে আর কিছুই নয়, প্রধানতঃ "মার্কুর‍্যিক্ ক্লোরাইড"—যা সাংঘাতিক বিষ।

১৩৭২—১৪০১ ঐ হের অস্তগামী রবির কিরণে

ভূমিকা দেখ। দুই বৃহৎ পক্ষ সংগ্রহ করে ফাউস্ত সর্বত্র যাচ্ছেন জ্ঞান সংগ্রহ করতে। সূর্য এখানে জ্ঞানের প্রতীক।

১৪০৫—১৪১৩ কিন্তু তবু প্রতি জাতকের

ঈগলপক্ষী, ভরতপক্ষী (Skylark) বা সারসের ডানা মেলে উড়ে যাওয়া হল জ্ঞানরাজ্যে উর্ধ্বে ওঠার বা আনন্দে উড্ডীন হওয়ার প্রতীক। জার্মেনীতে এই প্রতীকের ব্যবহার খুব বেশী চলে।

১৪৩৮—১৪৪২ পবনে বিচর যদি অপদেবগণ

ফাউস্তের এই আহ্বানের ফলে "মেফিস্তোফেলিস্" বা শয়তান প্রথমে কালো কুকুরের আকার ধারণ করে ফাউস্তের কাছে এল, পরে নিজ মূর্তি ধারণপূর্বক ফাউস্তের নিত্যসহচর হয়ে রইল।

তৃতীয় দৃশ্য

১৬২৯—১৬৪৪ যাসনে ভেতর, যাসনে ভেতর

দিব্যকান্তি ধারণে পারগ এই সব অশরীরীদের সহিত মেফিস্তো-ফেলিসের যে কি সম্বন্ধ তা গ্যোতে কোথাও স্পষ্ট করে বলেন নি। তবে এরা শয়তানের অনুচর নয়, কখনো কখনো তার সহায়ক।

১৬৪৬—১৬৪৯ জ্বলবে, অগ্নিমুখো গিরগিটি

পারাসেল্‌সুসের মতে মৌলিক পদার্থ চারটি, যথা—অগ্নি, জল, বায়ু ও ক্ষিতি। এই চার পদার্থের প্রতীক হল এই চার ভূত। কিন্তু এর কেহই সম্মুখস্থ জীব নয়, কাজেই ফাউস্ত বুঝলেন এ কোনো নরকের

।

১৭৮৮ ঐ পঞ্চপদচিহ্ন চৌকাঠের 'পরে

ইউরোপীয় মধ্যযুগে এমন কি "বারোক"-যুগেও যাদুকর, কিমিয়াশাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করতেন যে এই পঞ্চতারার চিহ্ন দ্বারা ভূত, প্রেত ও দুষ্ট আত্মাদের দূরে রাখা যায়, কারণ এ হল যীশুখৃষ্টের নামের প্রতীক।

১৮৫৬—১৯০১ অঞ্জনকালো ঘন-
আবরণ উবে যাও,'

এই দৃশ্যের প্রথমে (১৬২৯-৪৪) অশরীরিগণ এই গান গেয়েছিল। এখন এরা দিব্যকান্তি ধারণপূর্বক এই গানটা গেয়ে ফাউস্তকে ঘুম পাড়িয়ে দিল। জ্ঞানপিপাসী, মহাপণ্ডিত ফাউস্ত এতকাল ভোগবিমুখ ও সংসার হতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। এই দৃশ্যের দ্বারা মেফিস্তোফেলিস্ দুটি উদ্দেশ্য সাধন করলে, প্রথমতঃ ফাউস্তকে ঘুম পাড়িয়ে নিজের বাহিরে যাবার পথ পরিষ্কার করে নিল, দ্বিতীয়তঃ ফাউস্তকে ভোগমুখী করলে।

চতুর্থ দৃশ্য

ফাউস্ত প্রথম ভাগের ইহাই বৃহত্তম ও সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ দৃশ্য। ভূমিকা ভাল করে পড়লে এ বোঝা সহজ।

প্রাক্-গ্যেটে ফাউস্ত-আখ্যানের বক্তব্য হচ্ছে ফাউস্ত ও মেফিস্তোফেলিসের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু গ্যেটের ফাউস্ত প্রথম ভাগের চতুর্থ দৃশ্যে সেটা চুক্তি নয় বাজি। মেফিস্তোফেলিস্ ফাউস্তকে ভোগসুখে ডুবিয়ে রাখবার জন্যে সবকিছু এনে দিতে চায়, ফাউস্ত বললেন যদি কোনো দিন মেফিস্তোফেলিস তাঁকে ভোগসুখে আর তোষামোদে ভুলাতে পারে, আর ভোগসুখে মগ্ন থেকে যদি তিনি সেই আত্মসুখের মুহূর্তকে বলেন—

"বড়ই সুন্দর তুমি, রহ আরো কিছুকাল স্থির।"

তাহলে যেন তৎক্ষণাৎ তাঁর মৃত্যু হয়, আর মেফিস্তোফেলিস্ তাঁর আত্মা দখল করে নেয়। মেফিস্তোফেলিস এই বাজি গ্রহণ করলে। স্বর্গের পূর্ব-রঙ্গে ও ভগবানের সঙ্গে মেফিস্তোফেলিসের ফাউস্ত সম্বন্ধে বাজি হয়েছিল।

এর পর থেকেই আসল নাট্য আরম্ভ হল। মেফিস্তোফেলিস ক্রমাগত চেষ্টা করছে ফাউস্তকে ভোগসুখে ডুবিয়ে রাখতে আর ফাউস্ত ক্রমাগত

চেষ্টা করছেন তা থেকে মুক্ত হয়ে ঊর্ধ্বে উঠতে। এই দ্বন্দ্বের ফলে যে ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তাই ফাউস্ত নাট্যকাব্যের বিষয়বস্তু।

পাণ্ডিত্যের ব্যূহ রচনা করে তার মধ্যে আবদ্ধ থেকে সংসারবিমুখ ফাউস্ত এতদিন জীবন থেকে দূরে নিজকে সরিয়ে রেখেছিলেন জ্ঞান-সাধনার জন্য, এখন থেকে সেই ব্যূহ হতে নিজকে মুক্ত করে জীবন-আবর্তে ঝাঁপ দিলেন। এইখানে আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণযোগ্য :

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়।

এর পরই, ফাউস্তের জীবন যেন এই উক্তিরই ফলিত ক্ষেত্র। সর্বশেষে জীবনসংগ্রামে ফাউস্ত বিজয়ী হলেন। তিনি সমুদ্রগর্ভ হতে প্রকাণ্ড ভূখণ্ড উদ্ধার করে তাতে সুখী মনুষ্য-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন, অর্থাৎ পরার্থে বৃহৎ কর্মে সিদ্ধিলাভ করে মহানন্দ লাভ করলেন, আর সেই পরম আনন্দের মুহূর্তকে সম্বোধন করে তিনি বললেন,

"বড়ই সুন্দর তুমি, রহ আরো কিছু কাল স্থির।"

কিন্তু তখন আর শয়তানের তাঁর ওপর কোন শক্তিই রইল না, কারণ এ কাজ হয়েছিল পরার্থে। ফাউস্ত শয়তানকে বর্জন করে মুক্তিলাভ করলেন।

দ্রষ্টব্য বিষয় হচ্ছে এই যে শয়তান বা মেফিস্তোফেলিসের প্রধান অস্ত্র হল স্বর্ণ ও নারী, অর্থাৎ আমাদের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যাকে বলতেন 'কামিনী-কাঞ্চন'। ফাউস্ত প্রথম ভাগের নায়িকা মার্গারেতের সঙ্গে যোগা-যোগ ঘটিয়ে ফাউস্তকে কামের উপভোগে ডুবিয়ে রাখতে মেফিস্তোফেলিস

যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু জয় হল শেষপর্যন্ত প্রেমের। দ্বিতীয় ভাগে ফাউস্তকে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী করে মেফিস্তোফেলিস্‌ তাঁকে ভোগসুখে ডুবিয়ে রাখবার চেষ্টা করলে, কিন্তু ফাউস্ত সে ঐশ্বর্য পূর্বোক্ত সুখী মনুষ্য-সমাজ-গঠনে ব্যয় করে সিদ্ধলাভ করলেন।

এই দৃশ্যের শেষের দিকে মেফিস্তোফেলিস্‌ ও ছাত্রের কথোপকথনের ভিতর দিয়ে তৎকালীন শিক্ষাপদ্ধতি, ধর্মশাস্ত্র, আইনশাস্ত্র ও চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি গ্যোতে যে নির্মম পরিহাস ব্যক্ত করেছেন, তা বিশেষ উপভোগ্য এবং আমার বিশ্বাস তা জার্মেনীর শিক্ষা-প্রণালীর সংস্কারসাধনে কার্যকরী হয়েছিল।

১৯৯৮—২০২৫ সেই দিন সে ভীষণ ধ্বনির সংঘাতে

দ্বিতীয় দৃশ্যে জনসাধারণের মুক্ত জীবনের সংস্পর্শে এসে ফাউস্ত ব্যর্থতার হতাশা হতে অনেকটা নিষ্কৃতি পেলেন, কিন্তু মেফিস্তোফেলিস্‌ পুনরায় তাঁকে হতাশার চূড়ান্ত সীমায় এনে তাঁর মুখ দিয়ে জীবনের উপর এই অভিশাপ নির্গত করালে, যাতে তিনি এই হতাশা হতে উদ্ধার পাবার জন্যে মেফিস্তোফেলিসের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন, কিন্তু ফাউস্ত পূর্বোক্ত বাজি ফেললেন, ও মেফিস্তোফেলিস্‌ সেই বাজি গ্রহণ করতে বাধ্য হল।

২০২৬—২০৪৬ কী ব্যথা এ! কী ব্যথা এ!···

এখানে পুনরায় তৃতীয় দৃশ্যের সেই অশরীরিগণের আবির্ভাব হল। এরা না স্বর্গের না মর্তের না নরকের জীব। এরা শয়তানের অনুচরও নয়। এরা যে কোথা হতে আসে, এরা কী, আর কোথায় যায় তা কবি ব্যক্ত করেন নি। এ সম্বন্ধে কোন পণ্ডিতের সঠিক ধারণা নেই। অনেকের মতে, এরা আসলে ফাউস্তের অন্তর্বাণীর প্রতীক।

২২৭৫

ভূমিকার প্রথম অংশে দেখ।

২৩৭৭ যন্ত্রণার সেই কাঠামোতে বাঁধা মানসটায়—

এই পদটার অবিকল অনুবাদ হল :

"স্পেনদেশীয় জুতার ভিতর বাঁধা মানসটায়",

কিন্তু আমাদের কাছে এর অর্থ কিছু হয় না। এটা হল রূপক। মধ্যযুগে স্পেনে ও বেলজিয়ামে স্বাধীনচেতা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের বন্দী করে তাদের উপর ক্যাথলিক চার্চ অমানুষিক অত্যাচার করত। এই অত্যাচারের একটা ধরণ ছিল, ছোট্ট বুট জুতোর মধ্যে বন্দীর পা জোর করে ঢুকিয়ে দিয়ে এঁটে ফিতে বেঁধে দেওয়া হত। গ্যোতে বলতে চান—তখনকার দিনের লজিকের কাঠামোতে বাঁধা মানুষের মনের এই দুর্দশা হয়। অর্থাৎ সে মনের আর স্বাধীন চিন্তা থাকে না।

২৪০১ "এই প্রকৃতির অন্তর্ক্রিয়া" আখ্যা এই আবার

গ্যোতে যে ল্যাটিন শ্লোক ব্যবহার করেছেন তা হচ্ছে "Encheiresis naturae" তার বাঙ্গলা অনুবাদ, "এই প্রকৃতির অন্তর্ক্রিয়া"। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রসায়নবিদদের ধারণা ছিল, কোন জৈব পদার্থ [organic compound] যেমন ইথাইল অ্যাল্‌কোহল, ইউরিয়া, অ্যাসেটিক অ্যাসিড ইত্যাদি কোন অজৈব পদার্থ (inorganic compound) বা আণবিক পদার্থ (elements) থেকে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা যায় না। সকল জৈব পদার্থ প্রকৃতির অন্তর্ক্রিয়ার ফলে প্রস্তুত হয়, মানুষ কেবল সে সব উদ্ধার করে শুদ্ধ করে নিতে পারে। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে জার্মান্ রসায়নবিদ "ভোলার" কর্তৃক প্রথম কৃত্রিম উপায়ে ইউরিয়া প্রস্তুত হবার পর এ ধারণা খণ্ডিত হয়। গ্যোতে ষ্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। সেখানে রসায়নের অধ্যাপক "স্পিলম্যান" উক্ত ল্যাটিন শ্লোকটিকে ব্যাখ্যা করে ছাত্রদের শেখাতেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই গ্যোতে এই শিক্ষাকে এই স্থানে এমন ভাবে উপহাস করেন, অর্থাৎ

"ভোলারের" আবিষ্কারের বহু পূর্বে তিনি বুঝেছিলেন তৎকালীন বিজ্ঞানীদের এ ধারণা ভুল।

২৪৭৩—২৪৭৮ চিকিৎসা শাস্ত্র সহজ তো, করবে মুখস্ত

ভূমিকা পড়। মধ্যযুগের "প্যানসোফিষ্ট" বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, "বৃহৎ জগৎ" অর্থাৎ বিশ্ব অর্থাৎ প্রকৃতি এবং "ক্ষুদ্র জগৎ" অর্থাৎ মনুষ্য, এই দুই-এর মধ্যে একটা রহস্যজনক নিবিড় সম্বন্ধ আছে। যে ডাক্তারের এই সম্বন্ধের বিষয়-জ্ঞান যত বেশী সে তত ভাল চিকিৎসক হতে পারে। গ্যোতে এই শিক্ষার প্রতি এই ভাবে ব্যঙ্গ প্রকাশ করেছেন।

পঞ্চম দৃশ্য

পূর্ব-জার্মেনির লাইপসিগ্ শহরে এখনো "আওয়ারবাখ্ কেলার" অর্থাৎ আওয়ারবাখ্ নামক ভূগর্ভস্থ সোরাই আছে। এটি এখন জার্মেনীর তীর্থস্থান বললে অত্যুক্তি করা হয় না। প্রতি বৎসর বহু সহস্র ব্যক্তি এই সোরাই দেখতে আসে। গ্যোতে নাকি এই সোরাই-এ বসে এই দৃশ্যটি লিখেছিলেন। এই সোরাই-এর দেওয়ালে এই দৃশ্যের কয়েকটি ছবির ফ্রেস্কো এখনো আছে।

২৬৮৪—৯৪ আহার বুঝি সারলেন গৃহে 'হান্‌স' মহাশয়ের,
'রিপাক্' ছাড়তে তাই হল এই বিলম্বটি পথের?

"রিপাক্" লাইপ্‌সিগের নিকটবর্তী গ্রাম। সেখানে "হান্‌স আর্শ ফন্ রিপাক্" নামক কল্পিত বুদ্ধিহীন জড়ভরতের খুড়তুতো ভাই বলে লাইপ্‌সিগের ছাত্ররা পরস্পরকে বোকা বলে ঠাট্টা করত। "ফ্রোশ্" ভেবেছিল মেফিস্তোফেলিস্ বিদেশী, এ ঠাট্টা বুঝতে পারবে না। কিন্তু মেফিস্তোফেলিস্ এ ঠাট্টা বুঝে উলটে তাদের সকলকে "হান্‌স আর্শ ফন রিপাকের" খুড়তুতো ভাই বলে বিদ্রূপ করলে।

২৮৭০—৭২ আবার ভেলকি চলছে ওর

মধ্যযুগে চার্চের বিধানে যে কেউ ভেলকি (necromancy) বা সিদ্ধাই দেখাত তাকেই "vogelfrei" বলা হত, অর্থাৎ সে যেন হাড়িকাঠের বলি, তাকে যে কেউ নির্বিবাদে হত্যা করতে পারে। হত্যাকারী হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হত না। তাই মদ্যপরা ছোরা বার করে মেফিস্তোফেলিস্‌কে হত্যা করতে উদ্যত হল।

ষষ্ঠ দৃশ্য

এই দৃশ্যটি "ম্যাক্‌বেথের" ডাইনীর হেঁসেল দৃশ্যের সঙ্গে তুলনীয়। এ পড়লেই বোঝা যাবে ডাইনী সম্বন্ধে "গ্যোতে"র জ্ঞান কতটা সম্যক ছিল।

এই দৃশ্যের বানরগুলি হল অল্পবুদ্ধি লেখকদের প্রতীক।

৩০৬৫ ঝোল ফোটাই গো, হবে হেথায় কাঙ্গালী-বিদায়।

নিম্নশ্রেণীর লেখকগণ যে গাদাখানেক সস্তার নভেল ইত্যাদি লেখে, অল্পশিক্ষিত লোকদের জন্যে, কড়াই ভরা ঝোল হল তারই প্রতীক।

৩০৭৩ বানর মশাই লটারিতে
ফেরাতে চান বরাতখানা!

সেকালে লটারি খেলার খুব ধুম ছিল। এখনো আছে, যথা ঘোড়দৌড়, তাসখেলা, ক্রস্‌ওয়ার্ড পাস্‌ল ইত্যাদি। এইরূপে ভাগ্যপরিবর্তনের চেষ্টাকে গ্যোতে ব্যঙ্গ করেছেন।

৩২৮৮—৩৩১০ এই তো সুরু! বইটা কেবল……

এই অপূর্ব পরিহাসদ্বারা "গ্যোতে" খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রকে ব্যঙ্গ করেছেন, অবশ্য শয়তানের মুখ দিয়ে।

সপ্তম হতে ত্রয়োদশ দৃশ্য

এই কয় দৃশ্যে ফাউস্ত ও মার্গারেতের প্রণয়কাহিনী ও মার্গারেতের মধুর চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। ত্রয়োদশ দৃশ্যের এই ঘটনা দ্বাদশ দৃশ্যের

কয়েক দিন পরে ঘটেছিল। ইতিমধ্যে ফাউস্ত ও মার্গারেতের ঐ স্থানেই কয়েকবার মিলন ও কথোপকথন হয়েছে, তা না হলে ত্রয়োদশ দৃশ্যে মার্গারেতের শেষ উক্তির কোনো অর্থ হয় না।

চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ, উনবিংশতি ও বিংশতি দৃশ্য।

৪৩২০—৪৩৪৪ সর্বধর, সর্বাশ্রয় করেনি ধারণ……

এই কয় ছত্র মূল্যবান। ফাউস্তের মুখ দিয়ে এই কয় লাইনে গ্যোতে ভগবান সম্বন্ধে তাঁর আপন মত প্রকাশ করলেন। ধর্মের গোঁড়ামি তাঁর ছিল না, তাই তাঁর মানবতা অত বিশাল হতে পেরেছিল।

৪৭১১/১২ পাঠালে জীবনপারে বিষ দিয়ে যারে

ক্যাথলিক মতে মৃত্যুর পূর্বে কাহাকেও যদি পাদ্রী পাপমুক্ত করে আশীর্বাদ না করেন, তাহলে সে আত্মা মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। ফাউস্তের হাত দিয়ে মেফিস্তোফেলিস্ মার্গারেতকে যে ঘুমের ওষুধ দিয়েছিল, এবং যা মার্গারেত সরল বিশ্বাসে জননীর গভীর নিদ্রা ঘটাবার জন্যে তাঁকে খাইয়েছিল, তা ছিল আসলে বিষ। মার্গারেত তা অবশ্যই জানত না, ফাউস্তও নয়। মার্গারেতের মা তাই সেই ঘুম থেকে আর না জেগে পাদ্রীর আশীর্বাদ না পেয়েই জীবনপারে চলে গিয়েছিলেন। তাই এখানে বলা হয়েছে, মার্গারেত যেন তাঁকে অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করতে জীবনপারে পাঠিয়েছে।

একবিংশতি দৃশ্য

ভাল্‌পুর্গিস্ রজনী

জার্মেনী খৃশ্চান হবার পূর্বে সেখানে ভাল্‌পুর্গিস্ নাম্নী রাণী রাজত্ব করতেন। তিনি ১লা মে তারিখে জার্মেনীর সর্বত্র বৃহৎ মেলার অনুষ্ঠান

করতেন। এই প্রথা বরাবর চলে এসেছিল। জার্মেনী খৃশ্চান হয়ে যাবার পর খৃশ্চান রাজারা এই মেলা নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু তবু গোপনে এই মেলা সর্বত্র অনুষ্ঠিত হত। ক্রমে এ লোপ পেল বটে কিন্তু গুজব রটে গেল, অখৃশ্চান ডাইনীরা এখনো গোপনে ঐ দিনে এই মেলায় মধ্যজার্মেনীর "ব্রকেন" পাহাড়ের উপর সমবেত হয়, আর সেখানে যুবতী ডাইনীদের সঙ্গে ব্যাভিচার করার উদ্দেশ্যে অনেক সেনাপতি, মন্ত্রী, ব্যবসাদার, এমন কি ধার্মিকেরাও গোপনে আসতেন।

এই দৃশ্য লেখার জন্যে গ্যোতে ডাইনী সম্বন্ধে যা কিছু লিখিত তথ্য তখন পাওয়া যেত তা সম্যকরূপে অধ্যয়ন করেছিলেন, তাই ষষ্ঠ দৃশ্যে তাঁর ডাইনীর দৃশ্যটা অমন অপূর্ব হয়েছে। ডাইনীর মেলার দৃশ্য ভাল্‌পুর্গিস্ রজনীও অপূর্ব দৃশ্যকাব্য। এর অধিকাংশই রূপক। গ্যোতে এই দৃশ্য ফরাসী বিপ্লবের পরে লিখেছিলেন, সম্ভবতঃ ইহা বিপ্লবেরই রূপক। ডাইনীদের দলবেঁধে উড়ে উড়ে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার দৃশ্যটা যেন বিপ্লবের দৃশ্য! যখন কোনো মনুষ্যসমাজ প্রচণ্ড বেগে এক অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায় পৌছায় তখন যেন তার গতি লাফ দিয়ে উড়ে চলে, ক্রমোন্নতির পথে নয়, তখন এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় যে সামান্য ব্যক্তিরাও উর্দ্ধে উঠতে পারে, বেগে চলতে পারে, অসম্ভবকে সম্ভব করে। এই দৃশ্যে একরকম তাই দেখান হয়েছে।

মার্গারেতের ভ্রাতার মৃত্যুর প্রায় একবৎসর পরে মেফিস্তোফেলিস্ ফাউস্তকে এই মেলায় এনেছিল, উদ্দেশ্য তাঁকেও এই ব্যাভিচারে লিপ্ত করে তাঁর সম্পূর্ণ পতন ঘটানো। তা প্রায় ঘটবারও উপক্রম হল যখন তিনি সুন্দরী, নগ্না ডাইনী তরুণীর সঙ্গে নাচতে সুরু করলেন। কিন্তু এমন সময়ে তিনি অদূরে মার্গারেতের মূর্তি স্পষ্ট দেখতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ঐ সুন্দরীকে পরিত্যাগ করলেন। পুনরায় প্রেমের জয় হল, মেফিস্তোফেলিস্ হতাশ হয়ে গেল।

৪৮৫০ আলোকমালায় উজলশোভায় সাজায়নি কি কুবের

"হের্ মামোন" হল ধনের রাজা। আমাদের দেশে ধনের রাজা হলেন কুবের, তাই "মামন" কথার অর্থে "কুবের" নামটা ব্যবহার করেছি।

৪৮৭৭ হবেন তাদের কর্তা মোদের হের "উরিয়ান" মশায়

"উরিয়ান" হল শয়তানের অপর নাম।

৪৮৮০ "বাওবো" বুড়ি আসছে একাই ছুটে।

'বাওবো' হলেন নেতৃস্থানীয়া বৃদ্ধা ডাইনী। ইনি নাকি রাণী ভাল্পুর্গিসের শ্রেষ্ঠা পরিচারিকা ছিলেন ও ভাল গল্প বলতে পারতেন।

৪৯৪৯ রাজার ছেলে "ফোলাণ্ড" এল, রাস্তা তাহার তরে,

"ফোলাণ্ড" হল শয়তানের অপর নাম।

৫০৭৮—৫১০৬ অভিশপ্ত লোকরা এ সব কাণ্ড কী যে তোদের

গ্যোতে ও শিলারের সমসাময়িক "নিকোলাই" নামক জনৈক সাহিত্য-সমালোচক বার্লিন শহরে বাস করতেন। কিন্তু তাঁর প্রধান কাজ ছিল "গ্যোতে" ও "শিলারের" সকল লেখনীই অন্যায়রূপে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা। নিজকে তিনি যুক্তিবাদী বলতেন, অথচ বার্লিনে এক বক্তৃতায় ঘোষণা করেন, বার্লিনের উপকণ্ঠে "টেগেল" শহরের "হুম্বোল্ট" প্রাসাদে ভূতের উপদ্রব হয়েছে, যা তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। এমন কি তাঁকেও ভূতে পেয়েছিল, শেষে ডাক্তাররা তার শরীরে জোঁক লাগিয়ে রক্তক্ষরণ করিয়ে তাঁর শরীর ও মন সুস্থ করে। অনেক চেষ্টা করেও তাঁরা কিন্তু "হুম্বোল্ট" প্রাসাদ থেকে ভূত তাড়াতে পারেননি। গ্যোতে এইখানে এইভাবে তাঁর সাহিত্যের পরম শত্রুকে একহাত নিলেন।

৫১৩-৫৩৬ অবাক ব্যাপার, কম্বু গ্রীবার একটি অলঙ্কার

গ্রেটশেন্ বা মার্গারেত তখন কারাগারে। কয়েক দিন পরেই "গিলোটিন" দ্বারা তার মস্তক ছিন্ন হবে। কিন্তু ইন্দ্রিয়াসক্তির মধ্যে হঠাৎ অদূরে মার্গারেতের ছায়ামূর্তি দেখে ফাউস্ত ইন্দ্রয়াসক্তি থেকে বিরত হলেন,

প্রেমের জয় হল। গলায় ছোরার পিঠের প্রস্থের মতন চওড়া লাল রঙের হারটা হল কয়েক দিন পরে গিলোটিন-দ্বারা গ্রেট্‌শনের মস্তক ছিন্ন হলে গলায় রক্তের যে লাল দাগ হবে তারই প্রতীক।

৫১৪২ স্থানটি যেন "প্রাটের" হেন! চল হোথায় যাই......

"প্রাটের" হল ভিয়েনা শহরের বিখ্যাত প্রমোদ-উদ্যান যেখানে প্রতিদিন মেলা ও নানা রকমের আমোদপ্রমোদ চলে। মেফিস্তোফেলিসের উদ্দেশ্য মার্গারেত হতে ফাউস্তের মন সরিয়ে আবার ভোগবিলাসে লিপ্ত করা। কিন্তু তা আর ঘটেনি। স্পষ্টই বোঝা যায় ফাউস্তের অন্তর মার্গারেতের মূর্তি দেখে এতই চঞ্চল হয়ে উঠল যে তিনি মেফিস্তোফেলিসকে বাধ্য করেন তাঁকে জানাতে এই একবৎসরে মার্গারেতর ভাগ্যে কী ঘটেছিল।

দ্বাবিংশতি, ত্রয়োবিংশতি, চতুর্বিংশতি ও পঞ্চবিংশতি দৃশ্য

দ্বাবিংশতি দৃশ্যটির "ফাউস্ত" নাট্যকাব্যের সহিত কোন সম্পর্ক নেই। "গ্যোতে" যে কেন এ-দৃশ্য এখানে বসালেন তা কেউ জানে না। এ হল প্রধানতঃ ঐ যুগের অল্পবুদ্ধি সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক, সঙ্গীতবাদক, নর্তক প্রভৃতি আর তাঁর চিরশত্রু নিকোলাই-এর প্রতি ছন্দোবদ্ধ ব্যঙ্গ। কিন্তু ইতিহাসের পাতা থেকে এঁরা সকলেই এখন বিলুপ্ত, সমাজের ওপর এঁদের কোনো স্থায়ী প্রভাব কোনো দিন হয়নি। তাই এঁদের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ত্রয়োবিংশতি দৃশ্যটি হল ফাউস্ত নাট্যকাব্যের একমাত্র গদ্যে লেখা দৃশ্য। ফাউস্ত নাট্যকাব্যের ক্ষুদ্রতম দৃশ্য হল চতুর্বিংশতি দৃশ্য। এর দ্বারা গ্যোতে পাঠকের মনে আসন্ন হৃদয়বিদারক দৃশ্যের জন্যে ভীতিরসের আবেগ সৃষ্টি করেছেন।

পঞ্চবিংশতি বা কারাগারের দৃশ্য ফাউস্ত নাট্যকাব্য প্রথম ভাগের অতি হৃদয়বিদারক শেষ দৃশ্য। এর কোন টীকার প্রয়োজন নেই।

পরিশিষ্ট

পরিবর্ত্তন ও সংশোধন

১। পৃষ্ঠা ১, লাইন ১, যা আছে তার পরিবর্তে হবে :

দোদুল মুরতি লয়ে পুনরায় এলে কাছে মোর !

২। পৃষ্ঠা ১০, লাইন ১৯৭, যা আছে তার পরিবর্তে হবে :

আনন্দে ? অথবা তুমি হলে কি ব্যথিত ?

৩। পৃষ্ঠা ১৬, লাইন ৩২৮–৩৮, যা আছে তার পরিবর্তে হবে :

ভ্রাতৃসম মহাজ্যোতিষ্কগণ
মণ্ডলমাঝে ধ্বনিছে তপন
গানের দ্বন্দ্বে, আগেরি মতন,
আর সমাপিছে অশনির বেগে
বিহিত আপন বিশ্বভ্রমণ !
দেখি এ-দৃশ্য দেবদূতসার
হয় বলীয়ান,
যদিও বোঝে না তত্ত্ব ইহার
অতি গরীয়ান !
বর্ণনাতীত সৃজন তোমার
আজো অপূর্ব আদির প্রকার
অতি মহীয়ান !

৪। পৃষ্ঠা ১৭, লাইন ৩৬০–৬৬, যা আছে তার পরিবর্তে হবে :

দেখি এ-দৃশ্য দেবদূতসার
হয় বলীয়ান,

যদিও বোঝে না তত্ত্ব ইহার
অতি গরীয়ান!
সকল বিপুল ˀ তোমার
আজো অপূর্ব আদির প্রকার
অতি মহীয়ান!

৫। পৃষ্ঠা ২১, লাইন ৪৪৯, যা আছে তার পরিবর্তে হবে :
লজ্জায় তখন তুমি মেনে নিও নিজ পরাজয়।
আর, ঐ লাইনে "তূমি" মুদ্রাভ্রম, হবে "তুমি"।

৬। পৃষ্ঠা ৩০, ৬২৭ লাইনে, "বঞ্ছিত" ভুল, হবে "বাঞ্ছিত"।

৭। পৃষ্ঠা ৪০, ৮৪৪ লাইনে, "করো" ভুল, হবে "কারো"।

৮। পৃষ্ঠা ৪১ ও ৬৭তে যেখানে যেখানে আছে "ধুলি" তা ভুল, হবে "ধূলি"।

৯। পৃষ্ঠা ৬৫, লাইন ১৩৮৪, যা আছে তার পরিবর্তে হবে :
দিবাকরকরোজ্জ্বল হিমাদ্রীর শিখরসকল,

১০। পৃষ্ঠা ৬৩, লাইন ১৩৪২, যা আছে তার পরিবর্তে হবে :
বিচিত্রবরনা এক সুকুমারী রাণী
আর, "বিচিত্রবরণা" ভুল, হবে "বিচিত্রবরনা"।

১১। পৃষ্ঠা ৬৮, ১৪৬৫ লাইনে, "পালিবারে" ভুল, হবে "পালিবার"।

১২। পৃষ্ঠা ৭৭, ১৬৫৫ লাইনে, "চালাক" ভুল, হবে "চালক"।

১৩। পৃষ্ঠা ৮১, লাইন ১৭৪৭-৫২, যা আছে তার পরিবর্তে হবে :
সত্য কথা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এই সব বিনাশের কাজে
না পারি সাধিতে কোনো কার্য সুবৃহৎ!
এই স্থূল জগতের তুচ্ছ কী যে বাধা
রুদ্ধ রাখে মোর মহাধ্বংসের প্রয়াস,
কিছু নাহি বুঝি! যত না প্রচেষ্টা করি,

১৪। পৃষ্ঠা ৮৬, ১৮৪০ লাইনে, "আম্রাণ" ভুল, হবে "আঘ্রাণ"।

১৫। পৃষ্ঠা ৮৬, লাইন ১৮৪৬-৫১, যা আছে তার পরিবর্তে হবে :

অঞ্জনকালো ঘন
আবরণ উবে যাও,
নীলাকাশ সুস্মিত
ফুল্ল নয়ানে চাও!
মেঘ যদি যেতো উড়ে!
গেছে!—নভ নির্মল,

১৬। পৃষ্ঠা ৯৫, ২০ ৩২ লাইনে "চূর্ণিলে" ভুল, হবে "চূর্ণিলে"।

১৭। পৃষ্ঠা ১১০, ২৩৫৯ লাইনে "স্থানেতে" ভুল, হবে "স্থানেতে"।

১৮। পৃষ্ঠা ১১২, লাইন ২৩৯৯-২৪০০, যা আছে তার পরিবর্তে হবে :
রইবে হাতে সংখ্যা যত, অংশগুলি আর,
দুঃখ কেবল লুপ্ত হবে জীবনসূত্র তার।

১৯। ১১৭, ১২৩ ও ১২৪, যেখানে যেখানে "কত্রক" মুদ্রিত হয়েছে, হবে "কয়েক"।

২০। পৃষ্ঠা ১২৮, ২৬১৮ লাইনে "গম্বজে" ভুল, হবে "গম্বুজে"।

২১। পৃষ্ঠা ১৩২, ২৪৮০ লাইনে "তুরপুন" ভুল, হবে "তুরপুন"।

২২। পৃষ্ঠা ১৩৯, ২৮৮১ লাইনে "ক্কচিৎ" ভুল, হবে "ক্বচিৎ"।

২৩। ১৪১, ১৪৬, ১৪৭ ও ১৪৯ পৃষ্ঠায় যেখানে যেখানে "স্ফুস্তি" আছে, তা হবে "খুস্তি"।

২৪। পৃষ্ঠা ১৪২, ৩০৩৫ লাইনে "বন্ধরাখো"-তে কথা দুটো যুক্ত হয়ে গেছে, হবে "বন্ধ রাখো"।

২৫। পৃষ্ঠা ১৪৭, দ্বিতীয় ব্র্যাকেটের প্রথম লাইনে "শিরোপো" ভুল, হবে "শিরোপা"।

২৬। পৃষ্ঠা ১৬০, ৩৩৫৯ লাইনে "সুন্দরে" ভুল, হবে "সুন্দরে।"

পরিশিষ্ট

২৭। পৃষ্ঠা ১৬৪, ৩৪৩৪ লাইনে "সোথায়" ভুল, হবে "সেথায়"।

২৮। পৃষ্ঠা ১৬৭, ৩৪৭৩ লাইনে "চুম্বন" ভুল, হবে "চুম্বন"।

২৯। পৃষ্ঠা ১৭৫, লাইন ৩৬৪০-৪৩, যা আছে তার পরিবর্তে হবে :

বললে হয়ে বেজায় খুশী, "এই তো ঠিক বিচার!
লোভ সামলাবে যেজন তাহার লাভ হবে অপার।
গির্জার উদর বড়ই উদার, নেইকো বদহজম,
ফেললে গিলে কী পরিষ্কার জমিই হররকম!

৩০। পৃষ্ঠা ১৮০, চতুর্থ ব্রাকেটের প্রথম কথা
"সালংকরা" ভুল, হবে "সালংকারা।

৩১। পৃষ্ঠা ১৮৪, ৩৭৯১ লাইনে "তাইাই" ভুল, হবে "তাহাই"।

৩২। পৃষ্ঠা ২৪৭, ৪৮৭৫ লাইনে "হলুদবরণ" ভুল, হবে "হলুদবরন"।

৩৩। পৃষ্ঠা ২৫৫, লাইন ৫০৩৬-৩৭, যা আছে তার পবিবর্তে হবে :

মুযে গিন্নী! এ-কাল কি চায় নাইকো তাহা জানো,
তাই শোনাতে মোদের কেবল অতীত টেনে আনো!

৩৪। পৃষ্ঠা ২৯০, তৃতীয় লাইনে "সত্বাই" ভুল, হবে "সত্তাই"!

বিশেষ দ্রষ্টব্য :